মধ্য-লীলা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্না ননর্ত্ত সঃ ॥ ১

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ ১
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
জয় শ্রোতাগণ যার গৌর প্রাণধন ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

গৌর ইতি। সঃ প্রসিদ্ধঃ গৌর আত্মবৃন্দৈ র্ভক্তগণৈঃ সহ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবং পশ্যন্ সন্ গোপীরসোল্লাসং গোপীপ্রেমমাধুর্য্যং শ্রুত্বা হৃষ্টঃ হর্ষযুক্তঃ সন্ প্রেম্না কৃষ্ণপ্রেমাবেশেন ননর্ত্ত নৃত্যং কৃতবান্। ইতি শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। মধ্যলীলার চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে প্রতাপরুদ্রের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা, লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব, লক্ষ্মীদেবীর মান অপেক্ষা ব্রজদেবীদের মানের বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্মীদেবীর আচরণ-প্রসঙ্গে শ্রীবাস ও স্বরূপ-দামোদরের প্রেমকোন্দলাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। সঃ (সেই) গৌরঃ (গৌরচন্দ্র) আত্মবৃন্দৈঃ (নিজজন-সমভিব্যাহারে) শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়োৎসবং (শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বিজয়-উৎসব) পশ্যন্ (দর্শন করিয়া) গোপীরসোল্লাসং (এবং ব্রজগোপীদের রসোল্লাসের কথা) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) হৃষ্টঃ (আনন্দিত) [সন্] (হইয়া) প্রেম্না (প্রেমাবেশে) ননর্ত্ত (নৃত্য করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় ভক্তগণের সহিত লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব দর্শন করিয়া এবং ব্রজগোপীদের রসোল্লাসের কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন। ১

আত্মবৃন্দৈঃ—স্বীয় ভক্তগণের সহিত। **শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্**—পরম-শোভাসম্পন্না লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব। নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ লক্ষ্মীদেবীর সহিতই বিহার করেন। রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথ যখন বাহিরে যায়েন, তখন লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে নেন না। তাহাতে লক্ষ্মীদেবী অত্যন্ত রুষ্টা হয়েন। যথযাত্রার অব্যবহিত পরবর্ত্তী পঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মীদেবী রোষভরে শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইয়া স্বীয় দাসীগণদ্বারা শ্রীজগন্নাথের সেবকগণকে বাঁধিয়া আনিয়া তাড়নাদি করেন। লক্ষ্মীদেবীর এই লীলাকেই এস্থলে বিজয়োৎসব বলা হইয়াছে; বিজয়—(শ্রীমন্দির হইতে বাহিরে) গমন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বীয় পার্ষদগণের সহিত এই লীলা দর্শন করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথ লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে না লওয়ায় লক্ষ্মীর মান হইয়াছিল। কিন্তু যে যে আচরণে তাঁহার এই মান অভিব্যক্ত হইল, মহাপ্রভুর নিকটে তাহা একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে হওয়ায় স্বরূপদামোদরকে তিনি তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন; এই প্রসঙ্গেই গোপীদিগের মানের কথা এবং গোপীদের প্রেমবৈশিষ্ট্যের কথা স্বরূপদামোদর বর্ণন করেন। মহাপ্রভু স্বরূপদামোদরের মুখে

এইমত প্রভু আছে প্রেমের আবেশে।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিলা প্রবেশে ॥ ৩
সার্ব্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।
একলা বৈষ্ণববেশে আইলা সেইদেশ ॥ ৪
সবভক্তের আজ্ঞা লৈল যোড়হাথ হৈয়া।
প্রভুপদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া ॥ ৫
আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ-সংবাহন ॥ ৬
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।
"জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায় করয়ে পঠন ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গোপীরসোল্লাসং—গোপীদের রসের (প্রেমরসের) উল্লাস (বৈচিত্রীময় উচ্ছ্বাস), গোপীদের প্রেমের মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর কথা—শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং গোপীভাবেও আবিষ্ট হইয়াছিলেন; তখন তিনি **প্রেম্না**—গোপীপ্রেমের আবেশে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত **ননর্ত্ত**—নৃত্য করিয়াছিলেন।

গ্রন্থকার এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। **পূর্ব্ব** পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে—বলগণ্ডী-স্থানে রথ যখন অপেক্ষা করিতেছিল, ভক্তগণসহ প্রভু তখন নিকটবর্ত্তী উদ্যানে বিশ্রাম করিতে গেলেন। ভক্তগণ গাছের তলায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন; প্রভু উদ্যানস্থ গৃহের দাওয়ায় প্রেমাবেশে পড়িয়া রহিলেন।

এইমত ইত্যাদি—প্রভু যখন এই ভাবে প্রেমাবেশে উদ্যানস্থ গৃহের দাওয়ায় পড়িয়াছিলেন, তখন রাজা প্রতাপরুদ্র সেই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন।

৪। **সার্ব্বভৌম-উপদেশে** ইত্যাদি—সার্ব্বভৌম বলিয়াছিলেন, কখন প্রভুর সহিত প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাতের সুবিধা হইবে, তাহা তিনি রাজাকে জানাইবেন (২।১৩।১৮০ পয়ার); এক্ষণে প্রভু যখন উদ্যানে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখনই দর্শনের উত্তম সুযোগ মনে করিয়া—রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের বেশে একাকী যাইয়া রাস-পঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রভুর চরণসেবা করার নিমিত্ত প্রতাপরুদ্রকে সার্ব্বভৌম উপদেশ দিলেন। রাজাও তদনুসারে বৈষ্ণব সাজিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। **একলা**—একাকী। **বৈষ্ণববেশে**—বৈষ্ণবের পোষাকে; যদ্দ্বারা বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারা যায়, তদুপযোগী বেশে। গলায় তুলসীমালা, কপালাদিতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক, বাহুমূলে হয়তো শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন, পরিধানে সাধারণ বস্ত্র ইত্যাদিই বৈষ্ণবের পোষাক। "যে কণ্ঠলগ্নতুলসী-নলিনাক্ষমালাঃ যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাঃ। যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রা স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥ হ. ভ. বি. ৪।১২৩॥" **সেইদেশ**—যেস্থানে প্রভু শয়ন করিয়া আছেন, সেই স্থানে।

৫। রাজা হাত জোড় করিয়া উদ্যানস্থ সমস্ত ভক্তের আদেশ লইয়া সাহসে ভর করিয়া প্রভুর চরণে হাত দিলেন। পার্ষদ-ভক্তদের কৃপা হইলেই ভগবৎ-কৃপা সুলভ হয়।

৬। **আঁখি বুজি**—চক্ষু মুদিয়া। **প্রেমে ভূমিতে** শয়ন—প্রেমাবেশে মাটীর উপর শুইয়া আছেন। **নৃপতি**—রাজা। প্রেমে প্রভুর চিত্ত আবিষ্ট; তিনি চক্ষু বুজিয়া মাটীতে শুইয়া আছেন। আর রাজা প্রতাপরুদ্র অতি নিপুণতার সহিত প্রভুর পাদ-সংবাহন করিতেছেন। **নৈপুণ্যে**—নিপুণতা বা দক্ষতার সহিত। **পাদ-সংবাহন**—পা চাপা, পা টিপিয়া দেওয়া ইত্যাদি।

৭। **"জয়তি তেঽধিকং"**-অধ্যায়—"জয়তি তেঽধিকং" ইত্যাদি শ্লোক যে অধ্যায়ের প্রথমে আছে, সেই অধ্যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের (রাসপঞ্চাধ্যায়ীর) ৩১শ অধ্যায়। শারদীয় মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলে গোপীগণ বনমধ্যে নানাস্থানে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়াও যখন পাইলেন না, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থানে সকলে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমনের আকাঙ্ক্ষায় শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল গান করিয়াছিলেন, সে সমস্তই "জয়তি তেঽধিকং" ইত্যাদি একত্রিংশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে উনিশটী শ্লোক আছে।

শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
'বোল-বোল' বুলি উচ্চ বোলে বারবার ৮

"তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পঢ়িল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল ॥ ৯

'তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন' ॥ ১০

এত বলি সেই শ্লোক পঢ়ে বার বার।
দুই জনার অঙ্গে কম্প—নেত্রে জলধার ॥ ১১

তথাহি (ভাঃ ১০।৩১।৯)—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভুরিদা জনাঃ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কিঞ্চ অস্মাকং ত্বদ্বিরহে প্রাপ্তমেব মরণং, কিন্তু, ত্বৎকথামৃতং পায়য়দ্ভিঃ সুকৃতিভির্ব্বর্দ্ধিতমিত্যাহুঃ—তবেতি। কথৈবামৃতম্ অত্র হেতুঃ তপ্তজীবনং প্রসিদ্ধামৃতাদুৎকর্ষমাহুঃ—কবিভির্ব্রহ্মবিদ্ভিঃ অপি ঈড়িতং স্তুতং দেবভোগ্যং তু অমৃতং তৈস্তুচ্ছীকৃতম্। কিঞ্চ কল্মষাপহং কামকর্ম্মনিরসনং তত্তু অমৃতং নৈবম্ভূতম্। কিঞ্চ শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলপ্রদং তত্ত্বনুষ্ঠানাপেক্ষম্। কিঞ্চ শ্রীমৎ সুশান্তং তত্তু মাদকং এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতমাততং যথা ভবতি তথা, যে ভুবি গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তে জনাঃ ভূরিদাঃ বহুদাতারঃ জীবিতং দদাতীত্যর্থঃ। যদ্বা এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং যে ভুবি গৃণন্তি তে ভুরিদাঃ পূর্ব্বজন্মসু বহু দত্তবন্তঃ সুকৃতিনঃ ইত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি যে কেবলং কথামৃতং গৃণন্তি তেঽপি তাবদতিধন্যাঃ কিং পুনর্যে ত্বাং পশ্যন্ত্যতঃ প্রার্থয়ামহে ত্বয়া দৃশ্যতামিতি। স্বামী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাজা-প্রতাপরুদ্র প্রভুর পাদ-সংবাহন করিতে করিতে "জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায় পাঠ করিতে লাগিলেন।

৮। "জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায়ের শ্লোক শুনিয়া প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইল; "বোল বোল" বলিয়া আরও শ্লোক পাঠ করার নিমিত্ত তিনি উচ্চস্বরে বৈষ্ণববেশী রাজাকে আদেশ করিতে লাগিলেন।

৯। **তব কথামৃতং শ্লোক**—ইহা "জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায়ের নবম শ্লোক (১১শ পয়ারের পরে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে)। রাজা এই শ্লোকটী উচ্চারণ করা মাত্রেই প্রভু শয়ন হইতে উঠিয়া প্রেমাবেশে রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন।

১০। **বহু দিলে অমূল্য রতন**—অনেক অমূল্য রত্ন দিলে। প্রতাপরুদ্রের মুখে 'তব কথামৃতং' শ্লোক শুনিয়া প্রভু যে আনন্দ পাইয়াছেন, তাহাকেই এই স্থলে অমূল্য রতন বলা হইল।

মোর কিছু ইত্যাদি—তুমি আমাকে যাহা দিলে, তাহার পরিবর্ত্তে দেওয়ার মতন আমার কিছুই নাই; থাকার মধ্যে আছে আমার এই দেহটি; তাই আমি এই দেহদ্বারা তোমাকে একটী আলিঙ্গন মাত্র দিলাম। আলিঙ্গনচ্ছলে প্রভু প্রতাপরুদ্রকে অঙ্গীকার করিলেন।

১১। এই কথা বলিয়া প্রভু নিজেই বারবার "তব কথামৃতং"-শ্লোকটী পড়িতে লাগিলেন; প্রেমে প্রভুর দেহেও অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকারের উদয় হইল, রাজার দেহেও হইল।

শ্লো। ২। অন্বয়। তপ্তজীবনং (তাপিতজনের জীবনপ্রদ) কবিভিঃ (ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি আত্মারাম কবিগণকর্ত্তৃক) ঈড়িতং (সংস্তুত—প্রশংসিত) কল্মষাপহং (সর্ব্ববিধ কল্মষনাশক) শ্রবণমঙ্গলং (শ্রবণমাত্রে মঙ্গলপ্রদ) শ্রীমৎ (সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষযুক্ত এবং) আততং (সর্ব্বব্যাপক) তব (তোমার) কথামৃতং (কথামৃত) [যে জনাঃ] (যাঁহারা) গৃণন্তি (কীর্ত্তন করেন) তে (তাঁহারা) ভুরিদাঃ (সর্ব্বার্থপ্রদ)।

অনুবাদ। গোপীগণ বলিলেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার যে কথামৃত তাপিত-জনের জীবনপ্রদ, ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি আত্মারাম-কবিগণেরও প্রশংসিত, যাহা কল্মষাপহ (সর্ব্বদুঃখ-বিনাশক) ও শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ এবং যাহা

'ভূরিদা ভূরিদা' বলি করে আলিঙ্গন। | ইহা নাহি জানে—'এহো হয় কোন্ জন?' ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষযুক্ত ও সর্ব্বব্যাপক (অর্থাৎ পুরাণবক্তাদের মুখে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে সর্ব্বত্র বিরাজিত), সেই কথামৃত যাঁহারা কীর্ত্তন (বা নিরূপণ) করেন, তাঁহারা ভূরিদ (অর্থাৎ সকলের সর্ব্বার্থপ্রদাতা)। ২

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকথার অদ্ভুত মহিমার কথা ব্যক্ত হইয়াছে। গোপীগণ বলিতেছেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার **কথামৃতং**—তোমার কথাই অমৃত। কৃষ্ণকথাকে অমৃত বলা হইল কেন? অমৃতের ধর্ম্ম ইহাতে আছে বলিয়া; অমৃত তাপিত জনের তাপ নিবারণ করে, মৃত ব্যক্তির প্রাণ সঞ্চার করে; শ্রীকৃষ্ণকথাও তদ্রূপ করিয়া থাকে; যেহেতু এই কথামৃত হইতেছে **তপ্তজীবনং**—তপ্ত (তাপিত, সংসারতাপে তাপিত বা শ্রীকৃষ্ণবিরহ-তাপে তাপিত) লোকদিগের জীবন-স্বরূপ, ইহা মৃত্যু পর্য্যন্ত দশা হইতে তাদৃশ তাপিত লোকদিগকে রক্ষা করে। শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিলে সংসারজ্বালা দূরীভূত হয়, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজ্বালাও প্রশমিত হয়—শ্রীকৃষ্ণবিরহে যাহাদের প্রাণ বাহির হওয়ার উপক্রম হয়, কৃষ্ণকথা শুনিলে তাহারাও সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। যাহা হউক, তাপিতজন সম্বন্ধে, অমৃতের সহিত কৃষ্ণকথার সমান ধর্ম্ম থাকিলেও সর্ব্ববিষয়েই কৃষ্ণকথা অমৃতের তুল্য নহে; কৃষ্ণকথা অমৃত অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ; কারণ, কৃষ্ণকথারূপ অমৃত **কবিভিরীড়িতং**—ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি বা ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি কবিগণকর্ত্তৃকও এই কথামৃত ঈড়িত বা প্রশংসিত। শ্রীকৃষ্ণকথা—জীবগণের সর্ব্ববিধ অশুভ সমূলে বিনষ্ট করিয়া জীবগণকে প্রেম ও কৃষ্ণসেবা দান করিয়া পরমানন্দের অধিকারী করিতে পারে; কিন্তু অমৃত—স্বর্গামৃত বা মোক্ষামৃত—তাহা পারে না; স্বর্গামৃত বরং কামাদি বর্দ্ধিত করিয়া প্রভূত অনর্থের হেতু হইয়া থাকে; মোক্ষামৃতও প্রেমপ্রাপ্তির প্রতিকূল অবস্থা আনয়ন করে; "মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥১।১।৫১॥" এসমস্ত কারণে ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি কবিগণ স্বর্গামৃত বা মোক্ষামৃতকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করেন, কখনও তাহার প্রশংসা করেন না; কিন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকথামৃতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন; ইহা হইতেই বুঝা যায়—স্বর্গামৃত বা মোক্ষামৃত হইতে কৃষ্ণকথামৃত অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণকথামৃত আবার **কল্মষাপহং**—সংসারের হেতুভূত পাপপুণ্যরূপ যাবতীয় কল্মষ বা সর্ব্ববিধ দুঃখকষ্টের বিনাশক; সাধারণ অমৃতের এই গুণ নাই; সুতরাং এই বিষয়েও কৃষ্ণকথামৃত অমৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণকথামৃত আবার **শ্রবণমঙ্গলং**—এই কথামৃত শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলস্বরূপ হইয়া থাকে, অর্থ-বিচার তো দূরের কথা। **শ্রীমৎ**—এই কথামৃত সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষযুক্ত এবং **আততং**—সর্ব্বব্যাপক, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পুরাণবক্তাদিগকে সংস্থাপিত করিয়া বিস্তারিত রহিয়াছে। এতাদৃশ কথামৃত যাঁহারা **ভুবি গৃণন্তি**—সংসারে কীর্ত্তন করেন বা নিরূপণ করেন, তাঁহারাই **ভূরিদা**—বহুদানকর্ত্তা, সকলের সর্ব্বার্থপ্রদাতা, তাঁহাদের মত দাতা আর কেহ হইতে পারে না।

১২। মহাপ্রভু "তব কথামৃতং" শ্লোকটী পাঠ করিয়া এতই আনন্দিত হইলেন যে, তিনি আনন্দাতিশয্যে উক্ত শ্লোকস্থ "ভূরিদা" শব্দটী বার বার উচ্চারণ করিতে করিতে বৈষ্ণববেশী প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্লোকের মর্ম্ম হইতে জানা যায়—যাঁহারা কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই ভূরিদা; প্রতাপরুদ্রও "জয়তি তেঽধিকং"-অধ্যায়ের শ্লোক পাঠ করিয়া প্রভুকে কৃষ্ণকথা শুনাইয়াছেন; তাই প্রভু তাঁহাকেই "ভূরিদা" বলিয়া সম্বোধন করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন।

ইহা নাহি ইত্যাদি—যাঁহাকে প্রভু আলিঙ্গন করিতেছেন, তিনি স্বরূপতঃ যে কে, তাহা প্রভু তখন জানেন না (অর্থাৎ জানিবার জন্য বাহিরে কোনও চেষ্টাই করেন নাই; সুতরাং প্রভুর বাহ্য আচরণের কথা বিচার করিলে মনে করিতে হয়—বৈষ্ণববেশধারী ব্যক্তিটী কে, তাহা প্রভু জানিতেন না; বস্তুতঃ অন্তরে তিনি সমস্তই জানিতেন বলিয়া পরবর্ত্তী ১৮শ পয়ার হইতে জানিতে পারা যায়।)

পূর্ব্ব সেবা দেখি তারে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান-বিনা কৃপা প্রসাদ করিল ॥ ১৩
এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল ॥ ১৪
প্রভু কহে—কে তুমি করিলে মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত ॥ ১৫
রাজা কহে—আমি তোমার দাসের অনুদাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে—এই মোর আশ ॥১৬
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
'কাহাঁ না কহিও ইহা'—নিষেধ করিল ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩। **পূর্ব্ব সেবা**—প্রতাপরুদ্র রথের অগ্রভাগে রাস্তায় যে ঝাড়ু দিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াই তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপা হইয়াছিল। এস্থলে ঐ ঝাড়ু দেওয়া রূপ সেবার কথাই বলা হইতেছে। **অনুসন্ধান বিনা**—ইনি কে, এই বিষয় কোনরূপ খোঁজ খবর না লইয়াই তাঁহাকে কৃপা করিলেন। ইহা তাঁহার স্বরূপভূতা কৃপাশক্তির ক্রিয়া।

১৪। **তার অনুসন্ধান**—কৃপাকারী শ্রীচৈতন্যের অনুসন্ধান ব্যতীত। **সফল**—আলিঙ্গনাদি কার্য্যে কৃপার অভিব্যক্তি। "করয়ে" ক্রিয়ার কর্ত্তা—কৃপা।

অনুসন্ধান ব্যতীত কিরূপে কৃপা করিলেন, তাহা বলিতেছেন। শ্রীচৈতন্যের কৃপা তাঁহার স্বরূপ-শক্তি; হীন সেবায় রাজা-প্রতাপরুদ্রের অভিমানশূন্যতা দেখিয়াই এই স্বরূপভূতা কৃপাশক্তি রাজার প্রতি উন্মুখী হইয়া রহিয়াছিলেন। কৃপাশক্তি সর্ব্বদাই ভক্তের বা ভগবানের প্রসন্নতাকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন; এস্থলে, রাজার মুখে "তব কথামৃতং" শ্লোক শুনিয়া প্রভুর চিত্তে রাজার প্রতি যে প্রসন্নতা জন্মিয়াছিল, তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই, পূর্ব্ব হইতেই উন্মুখী কৃপাশক্তি—প্রভুর অনুসন্ধান ব্যতীতই—রাজাকে কৃতার্থ করিলেন, প্রভুদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন দেওয়াইয়া রাজার জন্ম সার্থক করিলেন। এই কৃপাশক্তির প্রেরণাতেই কোনওরূপ অনুসন্ধান না করিয়াই প্রভু রাজাকে আলিঙ্গন দিয়াছেন। এস্থলে আলিঙ্গনের নিয়ন্ত্রী হইলেন কৃপাশক্তি—প্রভু হইলেন অনেকটা যন্ত্রস্বরূপ; তাই প্রভুর দিক্ দিয়া অনুসন্ধানের কোনও অপেক্ষা ছিল না। এই কৃপাশক্তির এতই প্রভাব যে, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু পর্য্যন্ত তাহার হাতে ক্রীড়নকের ন্যায় হইয়া প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন; তাই বলা হইয়াছে "চৈতন্যের কৃপা মহাবল।" এই লীলায় প্রভুর কৃপা যেন স্বাতন্ত্র্য পাইয়াছেন—১।১।৩-শ্লোকের টীকায় করুণা-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

১৫। **পিয়াও**—পান করাও। **কৃষ্ণলীলামৃত**—কৃষ্ণলীলার কথারূপ অমৃত।

১৭। **ঐশ্বর্য্য দেখাইল**—প্রতাপরুদ্রকে প্রভু কি ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ নাই। মুরারি-গুপ্তের কড়চার (শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ নামক গ্রন্থের) চতুর্থ প্রক্রমের ষোড়শসর্গ হইতে জানা যায়, রাজা প্রতাপরুদ্র ক্রমাগত তিনবার মহাপ্রভুকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া সাক্ষাতে তাঁহাকে দর্শন করার নিমিত্ত এতই অধীর হইলেন যে, তৃতীয় বার স্বপ্নদর্শনের পরেই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সত্বর প্রভুর সমীপে যাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে প্রভুর চরণকমল স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রভুর স্তব করিতে লগিলেন। তখন প্রভু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বীয় ষড়্ভুজরূপ দেখাইলেন। "এবং স্তবন্তং নৃপতিং জগৎপতিঃ শৃঙ্গারপোষং নিজ বৈভবং প্রভুঃ। শ্রীবিগ্রহং ষড়্ভুজমদ্ভুতং মহৎ প্রদর্শয়ামাস মহাবিভূতিঃ॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্। ৪।১৬।১৩॥" এই ষড়্ভুজ রূপের ঊর্দ্ধ দুই বাহুতে ধনুর্ব্বাণ, মধ্যের দুই বাহু বক্ষঃস্থলে বংশীবাদনে নিযুক্ত এবং শেষ বাহুদ্বয় নৃত্যভঙ্গী প্রকাশ করিতেছিল। "ঊর্দ্ধং হস্তদ্বয়মপি ধনুর্ব্বাণযুক্তং চ মধ্যং বংশীবক্ষঃস্থল-বিনিহিতমুত্তমং গৌরচন্দ্রঃ। শেষহস্তদ্বয়ঞ্চ পরমসুমধুরং নৃত্যবেশং স বিভ্রৎ এবং শ্রীগৌরচন্দ্রং নৃপপতিরখিলং প্রেমপূর্ণং দদর্শ॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্। ৪।১৬।১৫॥" কবিরাজ গোস্বামী যে ঐশ্বর্য্য-দর্শনের কথা বলিয়াছেন, তাহা রথযাত্রার সময়ে বলগণ্ডীস্থানের নিকটবর্ত্তী

'রাজা' হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ।
অন্তরে সব জানে প্রভু বাহিরে উদাস ॥ ১৮
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণ।
রাজাকে প্রশংসে সভে আনন্দিত মন ॥ ১৯
দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড়হাথ করি সব ভক্তেরে বন্দিলা ॥ ২০
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ।
বাণীনাথ প্রসাদ লৈয়া কৈল আগমন ॥ ২১
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ দিয়া।
প্রসাদ পাঠাইল রাজা বহুত করিয়া ॥ ২২
বলগণ্ডিভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত।
নিসকড়ি প্রসাদ আইল—যার নাহি অন্ত ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

উদ্যানে; কবিরাজ গোস্বামীর মতে এই উদ্যানে এই সময়েই প্রতাপরুদ্র সর্ব্বপ্রথমে প্রভুকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন। মুরারিগুপ্তের কড়চা অনুসারে জানা যায়—তিনবার স্বপ্নদর্শনের পরে প্রতাপরুদ্র যাইয়া প্রভুকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন; ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ দর্শন; এই দর্শনোপলক্ষ্যেই তিনি ষড়্‌ভুজরূপের দর্শন পায়েন; কিন্তু এই সাক্ষাৎ-দর্শন যে প্রতাপরুদ্র রথযাত্রাকালে বলগণ্ডীস্থলের নিকটবর্ত্তী উদ্যানেই পাইয়াছিলেন, মুরারিগুপ্ত তাহা বলেন নাই। যাহা হউক, স্থানকালের পার্থক্য থাকিলেও—কবিরাজ গোস্বামী এবং মুরারিগুপ্ত এই উভয়েই প্রথম-সাক্ষাতের কথাই বলিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলেন—প্রথম সাক্ষাতে প্রতাপরুদ্রকে প্রভু একটা ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু কি ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন, তাহা তিনি বলেন নাই। মুরারিগুপ্ত বলেন—প্রথম সাক্ষাতে প্রভু প্রতাপরুদ্রকে স্বীয় ষড়্‌ভুজরূপ ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন। সুতরাং যদি মনে করা যায় যে, কবিরাজ গোস্বামীও ষড়্‌ভুজরূপ ঐশ্বর্য্য দর্শনের কথাই বলিয়াছেন, তাহা হইলে বোধ হয় এই অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না। এই ষড়্‌ভুজ-রূপ যে দণ্ড-কমণ্ডলুধারী, মুরারিগুপ্ত তাহা বলেন না। কেহ কেহ বলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র দণ্ড-কমণ্ডলুধারী ষড়্‌ভুজ-রূপের দর্শনই পাইয়াছিলেন। মুরারিগুপ্ত-আদি কর্ত্তৃক তাহা উল্লিখিত না হইলেও, ইহা ভিত্তিহীন না হইতেও পারে। রাজা প্রতাপরুদ্র যদি একাধিকবার প্রভুর ষড়্‌ভুজ রূপ দেখিয়া থাকেন, তাহাহইলে কোনও এক বারে হয়তো দণ্ড-কমণ্ডলুধারী রূপও দেখিয়া থাকিবেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু একাধিক ভক্তের নিকটে একাধিক ষড়্‌ভুজ-রূপ দেখাইয়াছেন; কিন্তু সকল ষড়্‌ভুজ-রূপ যে এক রকম নহে, তাহা ভূমিকায় "শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ষড়্‌ভুজ-রূপ"—শীর্ষক প্রবন্ধ হইতেই জানা যায়। এই অবস্থায় যদি প্রতাপরুদ্র অন্ততঃ দুইবার ষড়্‌ভুজ-রূপ দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে এক বারে মুরারিগুপ্ত-কথিত রূপ এবং আর একবারে দণ্ড-কমণ্ডলুধারী রূপও দেখিয়া থাকিবেন। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র; যেহেতু, কোনও প্রাচীনগ্রন্থে এই দণ্ড-কমণ্ডলুধারী ষড়্‌ভুজ-রূপের নির্ভরযোগ্য উল্লেখ আছে কিনা, জানা যায়না। এজন্যই ভূমিকায় "শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ষড়্‌ভুজ-রূপ"-শীর্ষক প্রবন্ধে ৩৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—"আধুনিক চিত্রকরগণ ষড়্‌ভুজ-রূপের যে চিত্র বাজারে বিক্রয় করেন, তাহা উপরোক্ত সন্দেহমূলক উক্তিরই অনুরূপ; সুতরাং এই চিত্র বৈষ্ণব-শাস্ত্র-সম্মত কিনা, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে।"

১৮। **রাজা হেন** ইত্যাদি—যে বৈষ্ণববেশী লোককে প্রভু ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন, প্রভু যে তাঁহাকে রাজা-প্রতাপরুদ্র বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন, এরূপ কোনও কথা বা লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২০। **বন্দিলা**—বন্দনা করিলেন; নমস্কার করিলেন।

২১। উদ্যানমধ্যেই প্রভু ভক্তগণসহ মধ্যাহ্নকৃত্য এবং মধ্যাহ্নভোজন করিলেন।

২৩। **বলগণ্ডিভোগের প্রসাদ**—বলগণ্ডিস্থানে শ্রীজগন্নাথের যে ভোগ লাগিয়াছে, সেই ভোগের প্রসাদ। **নিসকড়ি**—ডাল, ভাত, রুটী, তরকারী আদি ব্যতীত অন্য ঘৃতপক্কদ্রব্যাদি ও ফলমূল মিষ্টান্নাদি। পরবর্ত্তী

ছেনা পানা পৈড় আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলক আর বীজতাল॥ ২৪
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপূর।
বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ডখর্জ্জুর॥ ২৫
মনোহরা-লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃতগুটিকা-আদি ক্ষীরসা অপার॥ ২৬
অমৃতমণ্ডা ছানা-বড়া আর কর্পূরকুলি।
সরামৃত সরভাজা আর সরপুলি॥ ২৭
হরিবল্লভ সেবতী কর্পূর মালতী।
ডালিমা মরিচালাড়ু নবাত অমৃতি॥ ২৮
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।
বিয়ড়ী কদমা তিলা খাজার প্রকার॥ ২৯
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার।
ফল-ফুল-পত্রযুক্ত-খণ্ডের বিকার॥ ৩০
দধি দুগ্ধ দধিতক্র রসালা শিখরিণী।
সলবণ-মুদ্গাঙ্কুর, আদা খানিখানি॥ ৩১
নেবু-কোলি আদি নানাপ্রকার আচার।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার॥ ৩২
প্রসাদে পূরিত হৈল অর্দ্ধ উপবন।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন॥ ৩৩
'এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন'।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন॥ ৩৪
কেয়াপত্রদ্রোণী আইল বোঝা পাঁচসাত।
একেক-জনে দশদোনা দিল একেক-পাত॥ ৩৫
কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌররায়।
তা-সভাকে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায়॥ ৩৬
পাঁতিপাঁতি করি ভক্তগণে বসাইলা।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা॥ ৩৭
প্রভু না খাইলে কেহো না করে ভোজন।
স্বরূপগোসাঞি তবে কৈলা নিবেদন—॥ ৩৮
আপনে বৈসহ প্রভু! ভোজন করিতে।
তুমি না খাইলে কেহো না পারে খাইতে॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৪-৩২ পয়ারে কতগুলি নিসকড়ি-প্রসাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজা যে প্রসাদ পাঠাইয়াছেন (২২ পয়ার), তাহা নিসকড়ি বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই।

২৪-২৫। ছেনা—ছানা। **পানা**—সরবৎ। **পৈড়**—পেঁড়া। **কদলক**—কলা। **বীজতাল**—কচি তালের বীজ বা শাঁস। **নারঙ্গ,** ছোলঙ্গ, টাবা কমলা ও বীজপূর—এই পাঁচটী পাঁচজাতীয় লেবু। **দ্রাক্ষা**—আঙ্গুর।

২৬-২৯। এই কয় পয়ারে নানাবিধ মিষ্টান্নের নাম করা হইয়াছে। "অমৃতমণ্ডা" ইত্যাদি স্থলে "অমৃতমণ্ডা সেবতী আর কর্পূরকূপী (বা কর্পূরপূপী)" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। "সরপুলি"-স্থানে "সরপূপী" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৩০। চিনি বা গুড়দ্বারা প্রস্তুত ফল, ফুল ও পত্রযুক্ত নারঙ্গবৃক্ষ, ছোলঙ্গবৃক্ষ ও আম্রবৃক্ষ। **খণ্ড**—খাঁড় বা গুড়।

৩১। তক্র—ঘোল। **রসালা**—ঘনদুগ্ধের সহিত চিনি ও কর্পূরাদিযোগে রসালা প্রস্তুত হয়; পরবর্ত্তী ১৭৩ পয়ার দ্রষ্টব্য। **শিখরিণী**—ঘন দধির সহিত চিনি ও কর্পূরাদিযোগে শিখরিণী প্রস্তুত হয়। **সলবণ**—লবণযুক্ত। **মুদ্গাঙ্কুর**—অঙ্কুরযুক্ত ভিজামুগ।

৩২। কোলি—কুল, বদরি।

৩৩। অর্দ্ধ উপবন—উদ্যানের অর্দ্ধেক।

৩৪। শ্রীজগন্নাথ উপরি উক্ত উপাদেয় দ্রব্যাদি ভোজন করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়াই প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে।

৩৫। কেয়াপত্রদ্রোণী—কেয়াপাতার দোনা (বা ঠোঙ্গা)। **একেক জনে** ইত্যাদি—এক এক জনকে দশটী দোনা এবং একখানি পাতা দেওয়া হইল।

৩৭। পাঁতি—পংক্তি, সারি।

তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লৈয়া।
ভোজন করাইল সভারে আকণ্ঠ-পূরিয়া ॥ ৪০
ভোজন করি বসিলা প্রভু করি আচমন।
প্রসাদ উবরিল,—খায় সহস্রেক জন ॥ ৪১
প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে।
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে ॥ ৪২
কাঙ্গালের ভোজন-রঙ্গ দেখে গৌরহরি।
'হরিবোল' বলি তারে উপদেশ করি ॥ ৪৩
'হরি হরি' বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায় ॥ ৪৪
ইহাঁ জগন্নাথের রথ চলন-সময়।
গৌড়সব রথ টানে—আগে না চলয় ॥ ৪৫
টানিতে না পারি গৌড়সব ছাড়ি দিলা।
পাত্রমিত্র লৈয়া রাজা ব্যগ্র হৈয়া আইলা ॥ ৪৬
মহামল্লগণ লৈয়া রথ চালাইতে।
আপনে লাগিলা, রথ না পারে টানিতে ॥ ৪৭
ব্যগ্র হৈয়া রাজা আনি মত্ত-হস্তিগণ।
রথ চালাইতে রথে করিলা যোটন ॥ ৪৮
মত্ত-হস্তিগণ টানে—যার যত বল।
এক পদ না চলে রথ হইল অচল ॥ ৪৯
শুনি মহাপ্রভু আইলা নিজ-গণ লৈয়া।
মত্তহস্তী রথ টানে—দেখে দাণ্ডাইয়া ॥ ৫০
অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চিৎকার।
রথ নাহি চলে, লোকে করে হাহাকার ॥ ৫১
তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল।
নিজগণে রথ-কাছী টানিবারে দিল ॥ ৫২
আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড়হড় করি রথ চলিল ধাইয়া ॥ ৫৩
ভক্তগণ কাছীতে হাত দিয়া মাত্র ধায়।
আপনে চলয়ে রথ—টানিতে না পায় ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৪১। **উবরিল**—বেশী হইল। **খায় সহস্রেকজন**—যাহা খাইলে এক হাজার লোকের পেট ভরিতে পারে।

৪৩। **হরিবোল** ইত্যাদি—"হরিবোল" বলিয়া হরিনাম করার জন্য প্রভু কাঙ্গালদিগকে উপদেশ করিলেন।

৪৫। **ইহাঁ**—বলগণ্ডীস্থানে। **রথ-চলনসময়**—পুনরায় রথ চালাইবার সময় হইল; **গৌড়**—উড়িষ্যাবাসী জাতিবিশেষ; গৌড়জাতীয় লোকেরাই রথ টানে। **আগে না চলয়**—রথ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয় না, গৌড়দের টানাসত্ত্বেও। পরবর্ত্তী ৫৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৬। **ছাড়ি দিলা**—রথের কাছি ছাড়িয়া দিল।

৫২। **ঘুচাইল**—ছাড়াইয়া দিলেন।

৫৪। **টানিতে না পায়**—ভক্তগণ রথ টানিবার অবকাশ পায় না, কেবল কাছি ধরিয়াই তাঁহাদিগকে দৌড়াইতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০-পয়ার হইতে বুঝা যায়—প্রথমে যখন গৌড়গণ রথ টানিতেছিল, তারপরে যখন পাত্রমিত্রসহ রাজা-প্রতাপরুদ্র রথ টানিতেছিলেন এবং তাহারও পরে যখন মত্তহস্তিগণ রথ টানিতেছিল, তখনও মহাপ্রভু ছিলেন পুষ্পোদ্যানে। পূর্ব্বে বলগণ্ডিস্থানে রথ আসাপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর রথের অগ্রভাগে নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন; পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, সেই সময়ে গৌরের পরমাশ্চর্য্য মাধুর্য্য দেখিয়া শ্রীজগন্নাথ প্রথমে বিস্মিত, তার পরে মুগ্ধ ও আনন্দিত হইয়াছিলেন (২।১৩।১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীজগন্নাথ বোধহয় মনে করিয়াছিলেন—বলগণ্ডিস্থান হইতে গুণ্ডিচামন্দির যাওয়ার সময়েও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর রথের অগ্রভাগে থাকিয়া পূর্ব্ববৎ মাধুর্য্য বিস্তার করিবেন। কিন্তু গৌড়গণ যখন রথ টানিতে আরম্ভ করিল, তখন গৌরকে সেখানে না দেখিয়া বোধহয় শ্রীজগন্নাথের মন একটু অপ্রসন্ন হইল, পূর্ব্বদৃষ্ট গৌর-মাধুর্যের স্মৃতিতেই তিনি বোধ হয় তন্ময় হইয়া রহিলেন, রথ চালাইবার ইচ্ছা যেন তাঁহার মনে জাগিবার অবকাশই পাইলনা; তাই সকলের চেষ্টাই ব্যর্থ হইল—রথ চলিলনা; কারণ, রথ চলে জগন্নাথের ইচ্ছায়, কাহারও বলে চলেনা (৩।১৩।২৭)। রথ কিছুতেই

মহানন্দে লোক করে 'জয়জয়'-ধ্বনি।
'জয় জগন্নাথ' বহি আর নাহি শুনি ॥ ৫৫
নিমিষেকে রথ গেলা গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্যপ্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার ॥ ৫৬
'জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
এইমত কোলাহল লোকে 'ধন্যধন্য' ॥ ৫৭
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রসঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥ ৫৮
পাণ্ডুবিজয় তবে কৈল সেবকগণে।
জগন্নাথ বসিল আসি নিজ-সিংহাসনে ॥ ৫৯
সুভদ্রা বলদেব সিংহাসনেতে আইলা।
জগন্নাথের স্নান ভোগ হইতে লাগিলা ॥ ৬০
অঙ্গনেতে মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
আনন্দে আরম্ভিল প্রভু নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥ ৬১
আনন্দেতে মহাপ্রভুর প্রেম উছলিল।
দেখি সবলোক প্রেমসমুদ্রে ভাসিল ॥ ৬২
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল।
আইটোটা আসি প্রভু বিশ্রাম করিল ॥ ৬৩
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্যমুখ্য নব-জন নব-দিন পাইল ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চলিতেছেনা শুনিয়া প্রভু যখন উদ্যান হইতে রথের নিকটে আসিলেন, তখন তাঁহার দর্শনে জগন্নাথের মন প্রসন্ন হইল বটে; কিন্তু তখনও মত্তহস্তিগণের চেষ্টা ব্যর্থ হইল, রথ নড়িলনা। ইহার হেতু বোধহয় এইরূপ। প্রভুর দর্শনে তাঁহার আনন্দ হইল বটে; কিন্তু একটু কৌতুক-রঙ্গের জন্যই যেন সুরসিক জগন্নাথদেবের ইচ্ছা হইল। তিনি তো বৃন্দাবনে যাইতেছেন? বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার ভাববিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যদি তাঁহাকে বৃন্দাবনে লইয়া যান, তাহাইলে তিনি যাইবেন, নতুবা যাইবেন না—কৌতুকবশতঃ এই ভঙ্গীটী প্রকাশ করার জন্যই যেন তিনি আর রথ চালাইতে ইচ্ছা করিলেন না, যেন হট করিয়াই রথ স্থির করিয়া রাখিলেন। লীলাশক্তি তাঁহার এই হঠরঙ্গ বুঝিতে পারিয়াই যেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যে প্রেরণা জাগাইয়া মত্তহস্তিগণকে ছাড়াইয়া দেওয়াইলেন এবং গৌরের দ্বারা তাঁহার পার্ষদ-ভক্তদের হাতে রথের কাছি ধরাইলেন। ইহাতেই শ্রীশ্রীজগন্নাথের বৃন্দাবনে যাওয়ার অনুকূলে শ্রীরাধার ভাববিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা এবং চেষ্টা প্রকাশ পাইল; দেখিয়া জগন্নাথদেবের মনেও কৌতুক-হর্ষের উদয় হইল। কিন্তু তখনও রথ নড়ে নাই। রসিক-শেখর জগন্নাথদেব বোধহয় ইহাদ্বারা এই ভাব দেখাইতে চাহিলেন যে—শ্রীরাধার ভাববিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ যদি নিজে জোর করিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে লইয়া না যান, তাহা হইলে তিনি যাইবেন না। এই নূতন হঠরঙ্গের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া লীলাশক্তি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে প্রেরণা দিয়া রথের পশ্চাতে নিয়া গেলেন এবং লীলাশক্তিরই প্রেরণায় রসিকা-শিরোমণি শ্রীরাধার ভাববিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নিজের মাথার সাহায্যে রথ ঠেলিতে লাগিলেন; ভাব বোধ হয় এই যে—"দেখি, কিরূপে তুমি বৃন্দাবনে না যাইয়া হঠ করিয়া থাকিতে পার।" শ্রীরাধার প্রেমের শক্তির নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বরাবরই হার মানিয়াছেন। এখানেও হার মানিলেন—হড় হড় করিয়া রথ চলিয়া নিমিষের মধ্যেই বৃন্দাবনের নিভৃত কেলিকুঞ্জস্বরূপ গুণ্ডিচা-মন্দিরের নিকটে আনিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে হাজির করিল। বিদগ্ধ-শিরোমণি শ্রীশ্রীজগন্নাথের চিত্তেও বোধ হয় আনন্দের বন্যা বহিতে লাগিল।

৫৫। **বহি**—বই, ব্যতীত।

৫৬। **নিমিষেকে**—এক নিমিষের মধ্যে; অতি অল্প সময়ের মধ্যে।

৫৯। **পাণ্ডুবিজয়**—শ্রীজগন্নাথদেবকে রথ হইতে গুণ্ডিচা-মন্দিরে লইয়া যাওয়া। ২।১৩।৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৩। **আইটোটা**—আইনামক উদ্যান। ১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৪। **নবদিন**—রথযাত্রার পরে নয়দিন, দ্বিতীয়া হইতে দশমী পর্য্যন্ত। এই নয়দিন শ্রীঅদ্বৈতাদি নয়জন প্রধানভক্ত প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য যতদিন।
একএকদিন করি পড়িল বণ্টন ॥ ৬৫
চারিমাসের দিন মুখ্য ভক্ত বাঁটি নিল।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল ॥ ৬৬
একদিন নিমন্ত্রণ করে দুই-তিন মেলি।
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-কেলি ॥ ৬৭
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি জগন্নাথ।
সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্য করে ভক্তগণসাথ ॥ ৬৮
কভু অদ্বৈত নাচে—কভু নিত্যানন্দ।
কভু হরিদাস নাচে—কভু অচ্যুতানন্দ ॥ ৬৯
কভু বক্রেশ্বর—কভু আর ভক্তগণে।
সন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে ॥ ৭০
'বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ' এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান ॥ ৭১
'রাধাসঙ্গে কৃষ্ণ-লীলা' এই হৈল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে ॥ ৭২
নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবন-লীলা।
ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে করে জলখেলা ॥ ৭৩
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিগে বেঢ়িয়া ॥ ৭৪
কভু এক মণ্ডল কভু অনেক মণ্ডলে।
জলমণ্ডুক-বাদ্য বাজায় সভে করতলে ॥ ৭৫
দুইদুইজন মেলি করে জল-রণ।
কেহো হারে জিনে, প্রভু করে দরশন ॥ ৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৬৫। **চাতুর্ম্মাস্য**—শয়নৈকাদশী হইতে উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত চারিমাস সময়কে চাতুর্ম্মাস্য বলে। এই চাতুর্ম্মাস্যের মধ্যে অন্য ভক্তগণের এক এক জনে একদিন করিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

৬৬। **চারিমাসের দিন**—চাতুর্ম্মাস্যের অন্তর্গত দিন সকল। মুখ্য মুখ্য ভক্তগণের নিমন্ত্রণেই চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাস ফুরাইয়া গেল; অন্য ভক্তগণ আর প্রভুকে নিমন্ত্রণ করার সুযোগ পাইলেন না।

৬৭। **দুই-তিন মেলি**—দুই তিনজন ভক্ত একত্রে মিলিত হইয়া একদিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ৬৪-৬৭ পয়ারে প্রসঙ্গক্রমে রথযাত্রার পরবর্ত্তী চাতুর্ম্মাস্য-কালের কথা বলা হইয়াছে।

৬৮। **প্রাতঃকালে**—রথযাত্রার পরের দিন প্রাতঃকাল।

৬৯। "কভু হরিদাস নাচে—কভু অচ্যুতানন্দ।" এই পয়ারার্দ্ধ সকল গ্রন্থে নাই।

৭০। "সন্ধ্যাকীর্ত্তন করে গুণ্ডিচাপ্রাঙ্গণে"-স্থলে "দ্বিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে ভক্তগণসনে"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। "দ্বিসন্ধ্যা"-স্থলে "ত্রিসন্ধ্যা"-পাঠও দৃষ্ট হয়।

৭১। গুণ্ডিচামন্দিরে শ্রীজগন্নাথকে দেখিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে হইল—"শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আসিয়াছেন।" ইহা মনে করিয়া তাঁহার কৃষ্ণবিরহ ব্যথা তিরোহিত হইল। "অবসান"-স্থলে-"সমাধান"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৭২। **রাধাসঙ্গে কৃষ্ণলীলা**—শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কেলিবিলাস (বৃন্দাবনে)।
"এইরসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে"-এই পয়ারার্দ্ধ সকল পুস্তকে নাই।

৭৩। **নানোদ্যানে**—নানাবিধ উদ্যানে। **বৃন্দাবনলীলা**—বৃন্দাবনলীলা কীর্ত্তন করেন, অথবা বৃন্দাবনলীলার আবেশে সেই লীলার অভিনয় করেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে জলকেলির ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু বোধ হয় ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে জল-কেলি করিয়াছিলেন।

৭৫। **জলমণ্ডুক বাদ্য**—জলের উপরে হাতের দ্বারা আঘাত করিয়া এক রকম বাদ্য করা। **করতলে**—হাতের তালুর আঘাতে।

৭৬। **জল-রণ**—জলযুদ্ধ; পরস্পরের গায়ে জল ফেলাফেলি।

অদ্বৈত নিত্যানন্দ করে জল-ফেলাফেলি।
আচার্য্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি ॥ ৭৭
বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ স্বরূপের সনে।
গুপ্ত দত্ত জলযুদ্ধ করে দুইজনে ॥ ৭৮
শ্রীবাস-সহিতে জল খেলে গদাধর।
রাঘবপণ্ডিত-সনে খেলে বক্রেশ্বর ॥ ৭৯
সার্ব্বভৌম-সহ খেলে রামানন্দরায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দোঁহার—হৈলা শিশুপ্রায় ॥ ৮০
মহাপ্রভু তাঁহা দোঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া—॥ ৮১
পণ্ডিত গম্ভীর দোঁহে প্রামাণিক-জন।
বাল্যচাঞ্চল্য করে, করহ বর্জ্জন ॥ ৮২
গোপীনাথ কহে—তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত কর যবে, তার একবিন্দু ॥ ৮৩
মেরু-মন্দরপর্ব্বত ডুবায় যথাতথা।
এই দুই গণ্ডশৈল—ইহার কা কথা? ॥ ৮৪
শুষ্কতর্ক-খলি খাইতে জন্ম গেল যার।
তারে লীলামৃত পিয়াও, এ কৃপা তোমার ॥ ৮৫
হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষশয্যা কৈল ॥ ৮৬
আপনে তাহার উপর করিল শয়ন।
শেষশায়ি-লীলা প্রভু কৈল প্রকটন ॥ ৮৭
শ্রীঅদ্বৈত নিজশক্তি প্রকট করিয়া।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া ॥ ৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৭। **আচার্য্য**—অদ্বৈত-আচার্য্য।

৭৮। **বিদ্যানিধি**—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। **গুপ্ত-দত্ত**—গুপ্ত ও দত্ত; মুরারি গুপ্ত ও বাসুদেব দত্ত।

৮০। **শিশুপ্রায়**—শিশুর মত চঞ্চল।

৮২। **পণ্ডিত গম্ভীর**—পণ্ডিত ও গম্ভীর (গাঢ়)। **দোঁহে**—রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম। **প্রামাণিক**—প্রমাণস্থানীয়; পাণ্ডিত্য ও গাম্ভীর্য্য আছে বলিয়া যাঁহাদের কথা সকলেই মানিয়া লয়। **বাল্যচাঞ্চল্য**—বালকের ন্যায় চপলতা। **করহ বর্জ্জন**—নিষেধ কর, যেন চাঞ্চল্য না করে।

৮৩-৮৪। "তোমার কৃপাসিন্ধুর একবিন্দুমাত্রও যখন উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তখন মেরু ও মন্দরের ন্যায় সমুচ্চ পর্ব্বতসমূহও ডুবিয়া যাইতে পারে—সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের ন্যায় দুইটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত যে তাহাতে ভাসিয়া যাইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?" অর্থাৎ "প্রভু, তোমার কৃপাতেই ইঁহাদের পাণ্ডিত্য ও গাম্ভীর্য্যের অভিমান—এমন কি স্মৃতি পর্য্যন্ত—দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, ইঁহারা উভয়েই বালকের ন্যায় সরল হইয়া পড়িয়াছেন।"

মেরু-মন্দর—মেরুপর্ব্বত ও মন্দর পর্ব্বত। **গণ্ডশৈল**—ক্ষুদ্র পাহাড়।

৮৫। বিশেষরূপে সার্ব্বভৌমকে লক্ষ্য করিয়া এই পয়ার বলা হইয়াছে।

শুষ্কতর্ক—ভক্তিবিরুদ্ধ নীরস তর্ক। **খলি**—খইল। **প্রভু,** যে সার্ব্বভৌম ভক্তিবিরুদ্ধ নীরস তর্ক করিয়া কাল কাটাইতেন, তোমার কৃপায় তিনি কৃষ্ণলীলামৃত পান করিতেছেন! তোমার কৃপার কি অপূর্ব্ব মহিমা!

"খলি"—গরুর খাদ্য; "শুষ্কতর্করূপ খলি খাইত" বলিয়া এস্থলে গোপীনাথ আচার্য্য বোধ হয় তাঁহার শ্যালক সার্ব্বভৌমকে একটু পরিহাসও করিলেন।

৮৬-৮৭। **শেষ শয্যা**—অনন্ত শয্যা। অনন্তদেব যে ভাবে জলের উপর শুইয়া নারায়ণকে ধারণ করিয়াছিলেন, শ্রীঅদ্বৈতও সেইভাবে জলের উপর শুইয়া ভাসিয়া রহিলেন, স্বয়ং প্রভু তাঁহার উপরে শয়ন করিয় শেষ-শায়ী নারায়ণের লীলা প্রকটিত করিলেন।

৮৮। **নিজশক্তি প্রকটিয়া**—স্বীয় শক্তি প্রকটিত করিয়া; কিন্তু কি সেই শক্তি? ৮৬-৮৭ পয়ারের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়, শেষ বা অনন্তরূপে (১।৫।১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) যে শক্তি প্রকাশিত হয় এবং যে শক্তির প্রভাবে অনন্তদেব শয্যারূপে ভগবানের সেবা করেন, সেই শক্তিই এস্থলে প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু এই শক্তিকে

এইমত জলক্রীড়া করি কথোক্ষণ।
আইটোটা আইলা, প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ৮৯
পুরী-ভারতী আদি মুখ্য ভক্তগণ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিল ভোজন ॥ ৯০
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল ॥ ৯১
অপরাহ্নে আসি কৈল দর্শন-নর্ত্তন।
নিশাতে উদ্যানে আসি করিল শয়ন ॥ ৯২
আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর-দর্শন।
প্রাঙ্গণে নৃত্য গীত করিলা কথোক্ষণ ॥ ৯৩
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া।
বৃন্দাবনবিহার করে ভক্তগণ লৈয়া ॥ ৯৪
বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে।
ভৃঙ্গ পিক গায়, বহে শীতল পবনে ॥ ৯৫
প্রতি-বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন।
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন ॥ ৯৬
এক-এক-বৃক্ষতলে এক-এক গায়।
পরম আবেশে একা নাচে গৌররায় ॥ ৯৭
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিল নাচিতে।
বক্রেশ্বর নাচে, প্রভু লাগিলা গাইতে ॥ ৯৮
প্রভু-সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায়।
দিগ্‌বিদিগ্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায় ॥ ৯৯
এইমত কথোক্ষণ করি বনলীলা।
নরেন্দ্র-সরোবরে গেলা করিতে জলখেলা ॥ ১০০
জলক্রীড়া করি পুন আইলা উদ্যানে।
ভোজন-লীলা কৈল তবে লঞা ভক্তগণে ॥ ১০১
নবদিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ।
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্তসাথ ॥ ১০২
'জগন্নাথবল্লভ'-নাম বড় পুষ্পারাম।
নবদিন করে প্রভু তথাই বিশ্রাম ॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শ্রীঅদ্বৈতের নিজশক্তি বলা হইল কেন? তাহার উত্তর এই—শ্রীঅদ্বৈত হইলেন মহাবিষ্ণু, কারণার্ণবশায়ী; কারণার্ণবশায়ীর অবতার গর্ভোদশায়ী, গর্ভোদশায়ীর অবতার ক্ষীরোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ীর অবতার হইলেন শেষ বা অনন্ত (১।৫।৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং শেষ বা অনন্ত হইলেন মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতের অংশ-কলা; মহাবিষ্ণুর শক্তিতেই শেষের শক্তি; শেষ বা অনন্তদেবে যে শক্তির বিকাশ, তাহা তাঁহার অংশী মহাবিষ্ণু অদ্বৈতেও আছে। সুতরাং অনন্তদেব শয্যারূপে যে শক্তি প্রকাশ করেন, তাহা স্বরূপতঃ মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতেরই নিজশক্তি। অংশীর মধ্যেই অংশের অবস্থান; ৮৬-৮৮ পয়ারে বর্ণিত লীলায় শ্রীঅদ্বৈতে তাঁহার অংশ শ্রীঅনন্তদেবের শক্তিই প্রকটিত হইয়াছে। **বুলে**—ভ্রমণ করেন।

৯০। **পুরী ভারতী**--পরমানন্দপুরী ও ব্রহ্মানন্দভারতী। **আচার্য্যের**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের।

৯২। **দর্শন-নর্ত্তন**--শ্রীজগন্নাথের দর্শন এবং তৎসাক্ষাতে কীর্ত্তনে নর্ত্তন (করিলেন মহাপ্রভু)।

৯৪। **বৃন্দাবনবিহার**—বৃন্দাবনলীলার উদ্দীপনে তদনুরূপ লীলা।

৯৫। **বৃক্ষবল্লী**—বৃক্ষ ও লতা। **প্রফুল্লিত**—পুষ্পিত। **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর। **পিক**--কোকিল।

৯৭। **এক এক গায়**—এক একটি গান গাহেন (বাসুদেব দত্ত)।

১০২। **নবদিন**—রথদ্বিতীয়া হইতে নয় দিন—দশমী পর্য্যন্ত।

১০৩। **পুষ্পারাম**—পুষ্পের বাগান। এই পয়ারে বলা হইল, নয়দিনই প্রভু "জগন্নাথবল্লভ"-নামক বাগানে বিশ্রাম করিতেন; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৩ ও ৮৯ পয়ার হইতে জানা যায়, প্রভু আইটোটাতেই বিশ্রাম করিতেন। ইহা হইতে মনে হয়—জগন্নাথবল্লভ-নামক বাগানই আইটোটা নামে খ্যাত।

[উৎকল-মতে একাদশী তিথিতেই শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা; সুতরাং দ্বিতীয়া হইতে দশমী পর্য্যন্ত নয় দিন তিনি গুণ্ডিচাতে বিশ্রাম করেন, একাদশীদিনে নীলাচলে আসেন। মহাপ্রভুও রথদ্বিতীয়া হইতে দশমী

হোরাপঞ্চমীর দিন আইল জানিয়া।
কাশীমিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিয়া—॥ ১০৪
কালি হোরাপঞ্চমী—শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়।
ঐছে উৎসব কর, যৈছে কভু নাহি হয়॥ ১০৫
মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার।
দেখি মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার॥ ১০৬
ঠাকুরের ভাণ্ডারে, আর আমার ভাণ্ডারে।
চিত্র বস্ত্র আর ছত্র কিঙ্কিণী চামরে॥ ১০৭
ধ্বজ পতাকা ঘণ্টা দর্পণ করহ মণ্ডনী।
নানাবাদ্য নৃত্য দোলা করহ সাজনী॥ ১০৮
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার।
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার॥ ১০৯
সেই ত করিহ—প্রভু লঞা নিজ-গণ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে করেন দর্শন॥ ১১০
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজ-গণ লঞা।
জগন্নাথ দর্শন কৈল সুন্দরাচল যাঞা॥ ১১১
নীলাচল আইলা পুন ভক্তগণ-সঙ্গে।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরাপঞ্চমীর রঙ্গে॥ ১১২
কাশীমিশ্র প্রভুকে বহু আদর করিয়া।
গণসহ ভালস্থানে বসাইল লৈয়া॥ ১১৩
রসবিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল।
ঈষৎ হাসিয়া তবে স্বরূপে পুছিল—॥ ১১৪
যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকাবিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার॥ ১১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পর্য্যন্ত নয় দিন পুষ্পোদ্যানে বিশ্রাম করেন, একাদশীর দিন রথের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া রাত্রিতে গম্ভীরাতেই বিশ্রাম করিয়াছেন।]

১০৪। হোরাপঞ্চমী—রথযাত্রার অব্যবহিত পরবর্ত্তী পঞ্চমী তিথি। হোরা-অর্থ গমন করা। এই পঞ্চমীতে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীমন্দির হইতে বাহিরে গমন করেন বলিয়া ইহাকে হোরা পঞ্চমী বলে; এই অধ্যায়ে প্রথমশ্লোকের টীকায় "শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্"-শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

কোনও কোনও গ্রন্থে "হোরাপঞ্চমী"-স্থলে "হেরাপঞ্চমী"-পাঠ দৃষ্ট হয়। হেরা অর্থ দেখা। শ্রীলক্ষ্মীদেবী এই পঞ্চমীতে শ্রীজগন্নাথকে দেখিবার জন্য বাহির হয়েন বলিয়া ইহাকে হেরাপঞ্চমী বলে। কবি কর্ণপূরও কিন্তু "হোরা"-পাঠ লিখিয়াছেন।

১০৫। শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়—শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বাহিরে গমন।

১০৬। সম্ভার—আয়োজন।

১০৮। মণ্ডনী—সজ্জা।

১০৯। দ্বিগুণ—অন্যান্য বৎসর যাহা হয়, তাহার দ্বিগুণ।

১১১। সুন্দরাচল—যে স্থানে গুণ্ডিচামন্দির অবস্থিত, তাহাকে সুন্দরাচল বলে।

১১২। নীলাচল—যে স্থানে শ্রীজগন্নাথের মন্দির অবস্থিত, তাহাকে নীলাচল বলে। **রঙ্গে**—লীলা, তামাসা।

১১৩। ভালস্থানে—যে স্থানে বসিলে সমস্ত বিষয় ভালরূপে দেখা যায়। **গণসহ**—প্রভুর সঙ্গীয় ভক্তগণের সহিত। পরবর্ত্তী ১৩২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১৪। রসবিশেষ—ব্রজরস, যাহাতে লক্ষ্মীদেবী হইতে ব্রজগোপীদের প্রাধান্য খ্যাপিত হয়।

১১৫। দ্বারকাবিহার—শ্রীজগন্নাথের নীলাচল-লীলা দ্বারকালীলা বলিয়া খ্যাত; এস্থানে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার ভাব। **সহজ**—স্বাভাবিক। **উদার**—পরের ইচ্ছানুবর্ত্তী। নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ দ্বারকালীলার স্বাভাবিকী পরেচ্ছানুবর্ত্তিতাই প্রকটিত করেন; এস্থানে তিনি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বশবর্ত্তী হইয়াই থাকেন।

তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার।
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার ॥ ১১৬
বৃন্দাবনসম এই উপবনগণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন ॥ ১১৭
বাহির হইতে করে রথযাত্রা-ছল।
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল ॥ ১১৮
নানাপুষ্পোদ্যানে তাহাঁ খেলে রাত্রি দিনে।
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি-কারণে ? ॥ ১১৯
স্বরূপ কহে—শুন প্রভু ! কারণ ইহার।
বৃন্দাবনক্রীড়ায় লক্ষ্মীর নাহি অধিকার ॥ ১২০
বৃন্দাবনক্রীড়ার সহায় গোপীগণ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন ॥ ১২১
প্রভু কহে—যাত্রা ছলে কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুইজন ॥ ১২২
গোপীসঙ্গে লীলা যত করে উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহো নাহি জানে ॥ ১২৩
অতএব কৃষ্ণের প্রকট নাহি কিছু দোষ।
তবে কেনে লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ ? ॥ ১২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১৮। রথযাত্রার ছলে নীলাচল ছাড়িয়া বৎসরে একবার সুন্দরাচলে যায়েন এবং বৃন্দাবনতুল্য উপবনাদি দর্শন করিয়া বৃন্দাবন-দর্শনের বাসনা পূর্ণ করেন।

শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা-লীলাটী শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হইতে বৃন্দাবন-গমন-লীলা—ইহাই এই পয়ারে সূচিত হইল।

১১৯। সুন্দরাচল যাওয়ার সময়ে লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে নেন না কেন ?—ইহাই স্বরূপ-দামোদরের প্রতি প্রভুর প্রশ্ন। স্বরূপ-দামোদর এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন ১২০-২১ পয়ারে।

১২০-২১। স্বরূপদামোদর বলিলেন—"শ্রীজগন্নাথের সুন্দরাচল গমন হইল বৃন্দাবন-গমন; সুন্দরাচলে তিনি বৃন্দাবন-লীলাই করিয়া থাকেন; বৃন্দাবন-লীলায় লক্ষ্মীর অধিকার নাই বলিয়াই তিনি লক্ষ্মীকে সঙ্গে লয়েন না; বৃন্দাবন-লীলায় একমাত্র গোপীদেরই অধিকার।"

বৃন্দাবন হইল ঐশ্বর্য্য-গন্ধলেশ-শূন্য শুদ্ধমাধুর্য্যময় ধাম; শুদ্ধমাধুর্য্যবতী ব্রজগোপীদেরই বৃন্দাবনলীলায় অধিকার, অপরের সাহচর্য্যে সে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে বিকশিত হইতে পারে না। শ্রীলক্ষ্মীদেবীতে ঐশ্বর্য্যের ভাব মিশ্রিত আছে বলিয়া বৃন্দাবনে তাঁহার অধিকার নাই; কারণ, বৃন্দাবনে ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য নাই; এস্থানে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত; লক্ষ্মীদেবী কিন্তু কাহারও আনুগত্যে অভ্যস্তা নহেন। ২।৮।১৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

নাহি অধিকার—বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী হইলেন দেবী। বৃন্দাবনলীলায় যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরিকর, তাঁহাদের সকলেরই নর-অভিমান, দেবদেবীর অভিমান তাঁহাদের কাহারও নাই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও নর-অভিমান; তাই যাঁহাদের নর-অভিমান নাই, বৃন্দাবন-লীলায় তাঁহাদের অধিকার নাই; যেহেতু, তাঁহারা নরলীল-শ্রীকৃষ্ণের লীলার রসপুষ্টি বিধান করিতে পারেন না। **হরিতে নারে মন**—বৃন্দাবনের কান্তাভাবের লীলায় একমাত্র মহাভাববতী গোপীগণই রসপুষ্টি বিধান করিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না; যেহেতু, বৃন্দাবনের লীলা শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা; পূর্ণতম-বিকাশময়-প্রেম-মহাভাবের প্রভাবেই কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাবাসনার অপ্রতিহত বিকাশ সম্ভব—যাহা ব্যতীত ব্রজের কান্তাভাবময়ী লীলা পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও সেবাগ্রহণ-বাসনা এবং ভক্ত-চিত্তবিনোদন-বাসনা অপ্রতিহত বিকাশ লাভ করিতে পারে না। ব্রজগোপীদিগের মধ্যে এইরূপ প্রেম আছে বলিয়াই রাসাদি-লীলারসের আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বাসনা জাগ্রত করিতে পারেন এবং তাঁহাদের সঙ্গও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয় হয়। শ্রীলক্ষ্মীদেবীতে এতাদৃশ প্রেমের বিকাশ নাই বলিয়া বৃন্দাবনের লীলায় তাঁহার সঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে লোভনীয় নয়, বৃন্দাবন-লীলাতেও তাঁহার অধিকার নাই।

১২২-২৪। যাত্রাছলে—রথযাত্রার ছলে।

স্বরূপ কহে—প্রেমবতীর এই ত স্বভাব।
কান্তের ঔদাস্যলেশে হয় ক্রোধভাব ॥ ১২৫
হেনকালে, খচিত যাহে বিবিধ রতন।
সুবর্ণের চৌদোলা করি আরোহণ ॥ ১২৬
ছত্র-চামর ধ্বজ পতাকার গণ।
নানাবাদ্য আগে নাচে দেবদাসীগণ ॥ ১২৭
তাম্বূলসম্পুট ঝারি ব্যজন চামর।
হাথে যার দাসীশত দিব্যভূষাম্বর ॥ ১২৮
অলৌকিক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু পরিবার।
ক্রুদ্ধ হৈঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার ॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সকলেই জানে, লক্ষ্মীও জানেন—শ্রীজগন্নাথ রথযাত্রায়ই বাহির হইয়াছেন; তিনি যে বৃন্দাবনে যাইতেছেন, তাহা লক্ষ্মীদেবী জানেন না; বিশেষতঃ সঙ্গে ভগিনী সুভদ্রা এবং বড়ভাই বলদেব আছেন; তাঁহাদের সাক্ষাতে গোপীদের লইয়া বিহার করাও সম্ভব নয়—ইহাও লক্ষ্মীদেবী জানেন। তিনি সেস্থানে গোপীদের সঙ্গে বিহার করেন বটে; কিন্তু তাহা করেন অতি সংগোপনে উপবনে—সুন্দরাচলেও নহে; আর উপবনে যে তিনি বিহার করেন, তাহার কথা তিনি কাহারও নিকটে প্রকাশও করেন না; সুতরাং লক্ষ্মীদেবী বা অন্য কাহারও পক্ষে তাহা জানাও সম্ভব নহে। **অতএব কৃষ্ণের প্রকট** ইত্যাদি—সুতরাং লক্ষ্মীদেবীর ক্রোধ হওয়ার মতন কোনও দোষইতো কৃষ্ণ প্রকাশ্যে করেন নাই, তদ্রূপ কোনও কথাও লক্ষ্মী জানিতে পারেন নাই; তথাপি লক্ষ্মীদেবী এত রুষ্ট হইলেন কেন?

[পরবর্ত্তী ১২৬ পয়ার হইতে জানা যায়, প্রভু যখন স্বরূপদামোদরকে প্রশ্ন করিলেন, যখন শ্রীজগন্নাথের প্রতি লক্ষ্মীদেবীর রোষের কথা বলিলেন, তখনও লক্ষ্মীদেবী মন্দির হইতে বাহির হয়েন নাই, সুতরাং তখনও লক্ষ্মীদেবীর ক্রোধের সাক্ষাৎ পরিচয় প্রভু পায়েন নাই। ইহাতে মনে হইতেছে, লক্ষ্মীদেবী মন্দির হইতে বাহির হইয়া জগন্নাথের সেবকগণকে যে প্রহারাদি করান, তাহা প্রভু পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন; তাই তিনি লক্ষ্মীদেবীর রোষের কথা উল্লেখ করিলেন।]

১২৫। ঔদাস্যলেশে—সামান্য উদাসীনতাতেই, সামান্য উপেক্ষাতেই। শ্রীজগন্নাথ যে রথযাত্রায় লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে হইয়া যায়েন নাই, তাহাতেই তাঁহার প্রতি জগন্নাথের কিছু ঔদাসীন্য বা উপেক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে; এই ঔদাসীন্যবশতঃই প্রেমবতী লক্ষ্মীদেবীর ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে; ইহা স্বাভাবিক।

১২৬-২৯। হেনকালে—লক্ষ্মীদেবীর রোষসম্বন্ধে যখন স্বরূপ-দামোদরের সহিত প্রভুর কথাবার্ত্তা চলিতেছে, তখন। **খচিত যাহে** ইত্যাদি—বিবিধ রত্নখচিত সুবর্ণনির্ম্মিত চতুর্দ্দোলা আরোহণ করিয়া। **চৌদোলা**—চতুর্দ্দোলা। "পতাকার গণ" স্থলে "পতাকাতোরণ" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **তাম্বূল-সম্পূট**—পানের কৌটা। **ঝারি**—জলপাত্র-বিশেষ। **ব্যজন**—পাখা। ১২৮ পয়ারে "হাথে যার" স্থলে "সাথে যায়" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। সাথে যায়—সঙ্গে যায়। **দাসীশত দিব্যভূষাম্বর**—সুন্দর বসনভূষণে ভূষিত শত শত দাসী। **বহুপরিবার**—বহুলোকজন। **সিংহদ্বার**—জগন্নাথের মন্দিরের সিংহদ্বার।

যখন মহাপ্রভু ও স্বরূপদামোদর কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন বিবিধ-রত্নখচিত চতুর্দ্দোলে চড়িয়া ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মীদেবী জগন্নাথের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছত্র, চামর, ধ্বজা, পতাকায় চতুর্দ্দোল সুশোভিত; সঙ্গে দিব্যবসনভূষণে ভূষিতা শতশত দাসী; তাহাদের কাহারও হাতে তাম্বূলকৌটা, কাহারও হাতে ঝারি, কাহারও হাতে ব্যজন, কাহারও হাতে বা চামর; নানাবিধ বাদ্য বাজিতেছে; দেবদাসীগণ চতুর্দ্দোলার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে; লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বহুসংখ্যক পরিজন; অলৌকিক ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া তিনি সিংহদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন।

শ্রীজগন্নাথের যত মুখ্য ভৃত্যগণ।
লক্ষ্মীদাসীগণ তারে করেন বন্ধন ॥ ১৩০
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে।
চোরে যেন দণ্ড করি লয় নানা ধনে ॥ ১৩১
অচেতন রথ—তার করেন তাড়নে।
নানামত গালি দেন ভণ্ডের বচনে ॥ ১৩২
লক্ষ্মী-সঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্‌ভ্য দেখিয়া।
হাসিতে লাগিলা প্রভু নিজ গণ লঞা ॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩০-৩১। শ্রীজগন্নাথের প্রধান প্রধান সেবকগণের মধ্যে যাঁহারা সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন, লক্ষ্মীদেবীর দাসীগণ তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া আনিয়া লক্ষ্মীর পদতলে ফেলিয়া দিলেন—যেন চোর ধরিয়া আনা হইয়াছে। **চোরে**—চোরকে। পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩২। শ্রীজগন্নাথের রথ অচেতন-জড়বৎ পদার্থ, কথাবার্ত্তাদি বলিতে পারে না, নিজে নড়িয়া চড়িয়াও কোনও কাজ করিতে পারেনা; কিন্তু লক্ষ্মীর দাসীগণ সেই রথকেও তাড়না—প্রহার—করিতেছে, অশ্লীল কথায় গালাগালি দিতেছে; যেন রথ কোনও এক মহা অপরাধ করিয়াছে। রথ জগন্নাথকে নীলাচল হইতে—শ্রীলক্ষ্মীদেবীর নিকট হইতে—সুন্দরাচলে লইয়া গিয়াছে, ইহাই রথের অপরাধ, যেন রথ নিজে ইচ্ছা করিয়াই এই কাজ করিয়াছে।

অচেতন রথ—অচেতনবৎ আচরণশীল রথ। শ্রীজগন্নাথের রথ স্বরূপতঃ অচেতন নহে; কারণ, ইহা চিদ্বস্তু (২।১৩।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তবে দেখিতে অচেতনের মত মনে হয়; নতুবা লীলারস পুষ্ট হয় না।

এস্থলে একটু আলোচনার প্রয়োজন। রথযাত্রার দিন শ্রীজগন্নাথের রথ সুন্দরাচলেই গিয়া থাকে এবং পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত সুন্দরাচলেই থাকে। তাহা হইলে লক্ষ্মীদাসীগণকর্ত্তৃক রথের উপরে প্রহার যে সুন্দরাচলেই ঘটিয়াছিল, তাহা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। যদিও লক্ষ্মীদেবীর সুন্দরাচল পর্য্যন্ত যাওয়ার কথা কবিরাজ-গোস্বামী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই, তথাপি ১৩২-পয়ারোক্তি হইতেই তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়েও হোরা পঞ্চমীতে লক্ষ্মীদেবী সুন্দরাচল পর্য্যন্ত গিয়া থাকেন এবং সুন্দরাচলেই ১৩০-৩২-পয়ারোক্ত ব্যবহার প্রকটিত করেন; ইহা প্রাচীন রীতির অনুসরণ ব্যতীত আর কিছু নহে। প্রশ্ন হইতে পারে—লক্ষ্মীদেবী যদি সুন্দরাচল পর্য্যন্তই গিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে প্রভু সুন্দরাচলে জগন্নাথ দর্শন করিয়া (২।১৪।১১১) পুনরায় নীলাচলেই বা আসিলেন কেন (২।১৪।১১২) এবং কাশীমিশ্রই বা আদর করিয়া তাঁহাকে ভাল স্থানে বসাইলেন কেন (২।১৪।১১৩)? হোরা পঞ্চমীর রঙ্গ দেখিবার জন্য প্রভুর যখন উৎকণ্ঠা (২।১৪।১২২) এবং সুন্দরাচলেই যখন এই রঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তখন প্রভুই বা কেন নীলাচলে ভাল স্থানে বসিতে গেলেন? উত্তর এইরূপ হইতে পারে। রথযাত্রার সময়ে প্রভু যেমন শ্রীজগন্নাথের সঙ্গে নীলাচল হইতে সুন্দরাচল গিয়াছিলেন, হোরাপঞ্চমীতেও তেমনি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে যাওয়ার অভিপ্রায়েই প্রভু সুন্দরাচল হইতে নীলাচলে আসিয়াছিলেন। যখন তিনি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তখন কাশীমিশ্র দেখিলেন যে, লক্ষ্মীদেবীর বাহির হওয়ার কিছু বিলম্ব আছে। লক্ষ্মীদেবী বাহির হওয়া পর্য্যন্ত প্রভু এস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবেন—ইহা কাশীমিশ্রের মনঃপূত হইল না; তাই তিনি প্রভুর বসিবার বন্দোবস্ত করিলেন, প্রভুও ভক্তবৃন্দের সহিত সেস্থানে বসিলেন। সেই স্থানে বসিয়া বসিয়াই প্রভু স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে ১১৪-২৫ পয়ারোক্ত আলোচনা করিয়াছেন। ১২৫-পয়ারোক্ত কথাগুলি বলা হইয়া গিয়াছে, ঠিক এই সময়েই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, লক্ষ্মীদেবী মন্দির হইতে বাহির হইয়া সিংহদ্বারে আসিয়াছেন এবং সুন্দরাচলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তখন প্রভুও ভক্তগণের সহিত লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া সুন্দরাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন, আসিয়া সুন্দরাচলেই ১৩০-৩২ পয়ারোক্ত ব্যবহার দেখিতে পাইলেন। ১৩৩-পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া যে আলোচনার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, সুন্দরাচলেই সেই আলোচনা হইয়াছিল।

১৩৩। লক্ষ্মী-সঙ্গে—লক্ষ্মীর সঙ্গিনী। **প্রাগলভ্য**—প্রগল্‌ভতা; ঔদ্ধত্য।

দামোদর কহে—ঐছে মানের প্রকার।
ত্রিজগতে কাহাঁ নাহি দেখি শুনি আর ॥ ১৩৪
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ।
ভূমে বসি নখে লিখে মলিন বসন ॥ ১৩৫
পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এইবিধ মান।
ব্রজে গোপীগণের মান—রসের নিধান ॥ ১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

১৩৪। মান—পরস্পর অনুরক্ত এবং একত্র অবস্থিত নায়ক-নায়িকার মধ্যে যদি এমন কোনও ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, যদ্দ্বারা তাহাদের অভীষ্ট আলিঙ্গন ও বীক্ষণাদির বাধা জন্মে, তবে সেই ভাবকে মান বলে। "দম্পত্যো র্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥ উঃ নীঃ মান। ৩১।" এই মানে নির্ব্বেদ, শঙ্কা, অমর্ষ (ক্রোধ), চপলতা, গর্ব্ব, অসূয়া, অবহিত্থা, গ্লানি ও চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব দৃষ্ট হয়।

ঐছে—এইরূপ; লক্ষ্মী যেরূপ মান প্রকট করিতেছেন, এইরূপ। লক্ষ্মীর দাসীগণের ব্যবহার দেখিয়া প্রভু যখন হাসিতে লাগিলেন, তখন স্বরূপ-দামোদর বলিলেন, "প্রভো, হাসিবার কথাই বটে; এইরূপ মান ত্রিজগতে কোথাও দেখিও নাই, শুনিও নাই।" বাস্তবিক ইহা মান নহে, ইহা প্রচণ্ড রৌদ্ররস। "নীতা ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভাবাদ্যৈ র্নিজোচিতৈঃ। হৃদি ভক্তজনস্যাসৌ রৌদ্রভক্তিরসো ভবেৎ॥" ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। উত্তর। ৫। ১॥ ক্রোধ-রতি নিজোচিত বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টি লাভ করিলে রৌদ্রভক্তিরস হয়। শ্রীজগন্নাথ লক্ষ্মীকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় লক্ষ্মীর অত্যন্ত ক্রোধ হইয়াছে; তাই তিনি ক্রোধে জগন্নাথের সেবকগণকে দণ্ড দিতেছেন, জগন্নাথের রথকে প্রহার করিতেছেন; এসব ক্রোধোচিত বিভাব; তাই এস্থলে রৌদ্ররস প্রকাশ পাইতেছে।

১৩৫। এই পয়ারে প্রকৃত মানিনী-নায়িকার লক্ষণ বলিতেছেন। কান্তের ঔদাস্যে মানিনী বসন ভূষণ পরিত্যাগ করেন, মনের দুঃখে মলিন বসন পরিধান করেন, আর বসিয়া বসিয়া অন্যমনস্কভাবে নখে ভূমিতে কত কিছু লিখিতে থাকেন। লক্ষ্মীর কিন্তু সব বিপরীত, তিনি বসনভূষণ ত্যাগ করিয়া মলিন বসন পরিধান তো করেনই নাই; বরং বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া ছত্র-চামর-আদি মূল্যবান্ ও গৌরবসূচক সাজসজ্জায় নিজের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতেছেন; আবার ঘরে বসিয়া বিষণ্ণ মনে নখে ভূমিতে লিখার পরিবর্ত্তে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া যেন স্বীয় কান্ত শ্রীজগন্নাথকে ধরিয়া নেওয়ার জন্যই দাসীবৃন্দ লইয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইয়াছেন।

১৩৬। পূর্ব্বে—দ্বাপরে দ্বারকালীলায়। দ্বারকায় সত্যভামার মানের কথা শুনা যায়। তাহা লক্ষ্মীর মানের মত নহে; সত্যভামা যখন মানিনী হইতেন, তখন তিনি ভূষণাদি ত্যাগ করিয়া মলিন বসনে অধোবদনে নখে ভূমিতে লিখিতেন। হরিবংশে সত্যভামার মানের কথা এইরূপ লিখিত আছে :—এক সময়ে নারদ স্বর্গ হইতে একটী পারিজাত পুষ্প আনিয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা রুক্মিণীকে দিলেন। সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আদরিণী ছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ পারিজাতটি তাঁহাকে না দিয়া রুক্মিণীকে দেওয়াতে তাঁহার ঈর্ষ্যা হইল; ঈর্ষ্যাভরে সত্যভামা মান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও সত্যভামার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। তিনি মানিনী সত্যভামাকে রোষবতীর ন্যায় দেখিয়া অতিশয় ভীত হয়েন, এবং ধীরে ধীরে তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করেন। ইহাতে বুঝা যায়, স্নেহশীল নায়কের কোনও অপরাধের (বা অপরাধাভাসের) ফলে নায়িকা যদি মান করেন, তবে ঐ নায়িকাকে নায়ক ভয় করেন, এবং প্রেমবতী নায়িকারও ঐরূপ কৃতাপরাধ নায়কের উপর ঈর্ষ্যা-জনিত মান হয়। এরূপস্থলে নায়িকাকে রোষবতীর ন্যায়ই মনে হয়। হরিবংশে সত্যভামাকে "রোষবতী" বলা হয় নাই, "রোষবতীর ন্যায়—রুষিতামিব" বলা হইয়াছে :—"রুষিতামিব তাং দেবীং স্নেহাৎ সঙ্কল্পয়ন্নিব। ভীতভীতোঽতি শনৈর্বিবেশ যদুনন্দনঃ॥ রূপযৌবনসম্পন্না স্বসৌভাগ্যেন গর্ব্বিতা। অভিমানবতী দেবী শ্রুত্বৈবের্ষ্যাবশংগতা॥ উঃ নীঃ মান। ৩৫ শ্লোকে ধৃত হরিবংশ-বচন।"

ইহোঁ সর্ব্বসম্পত্তি নিজ প্রকট করিয়া।
প্রিয়ের উপরে যায় সৈন্য সাজাইয়া॥ ১৩৭

প্রভু কহে—কহ ব্রজমানের প্রকার।
স্বরূপ কহে—গোপীমান নদী শতধার॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রোষ ও মানে অনেক পার্থক্য; রোষ কটু ও সন্তাপজনক; মান মধুর ও স্নিগ্ধতাসম্পাদক। এই বৈলক্ষণ্যসত্ত্বেও বাহ্যদৃষ্টিতে একরূপ দেখায় বলিয়া মানকে সময় সময় রোষ বলে; বস্তুতঃ মান রোষ নহে, বরং রোষাভাস মাত্র।

এইরূপ মানের নাম ঈর্ষ্যামান। এই মান সহেতুক; নায়কের কোনও অপরাধ বা অপরাধাভাসই এই মানের হেতু; সত্যভামাদি-মহিষীবর্গে এবং চন্দ্রাবলী-আদি গোপীবর্গে এইরূপ মান দেখা যায়। ইহা ছাড়া আরও একরূপ মান আছে, তাহার নাম প্রণয়মান; এই প্রণয়মান অহেতুক। ইহা কোনও অপরাধ বা অপরাধাভাসের অপেক্ষা করেনা; প্রণয়াধিক্যবশতঃ আপনা আপনিই ইহার উদয় হয়; ইহা প্রণয়েরই একটা ভঙ্গী; এই মান শ্রীরাধিকাদি ব্রজদেবী ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। ব্রজদেবীর মধ্যে সহেতুক মানও অবশ্য দেখা যায়; কিন্তু তাঁহাদের সহেতুক মানও অন্যত্র দুর্লভ; মহিষীবর্গের সহেতুক মান অপেক্ষা ব্রজদেবীগণের সহেতুক মানের বৈশিষ্ট্য আছে। মহিষীগণের মানের হেতু—অপরের সৌভাগ্য-সহনে অসামর্থ্য; আর ব্রজদেবীদের মানের হেতু—কান্তের দুঃখের আশঙ্কা। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে আদর করিয়া পারিজাত দিলেন। রুক্মিণীর এই সৌভাগ্য সত্যভামার সহ্য হইল না; এই সৌভাগ্যটী সত্যভামার নিজেরই প্রাপ্য ছিল মনে করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেন ভাবিয়া সত্যভামা ঈর্ষ্যাবশতঃ মান করিলেন। আর ব্রজে হয়ত শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া কুঞ্জে বসিয়া আছেন; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু শ্রীরাধার কুঞ্জে না আসিয়া চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেলেন; শ্রীরাধা ইহা শুনিয়া মানিনী হইলেন। এস্থলে চন্দ্রাবলীর সৌভাগ্য সহ্য করিতে না পারিয়া ঈর্ষ্যাবশতঃ শ্রীরাধিকা মান করেন নাই; তাঁহার মানের হেতু এই—চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের মরম ভালরূপে জানেন না; সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে পারিবেন না; বরং নিজের সুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে হয়ত এমন ব্যবহার করিবেন, যাতে শ্রীকৃষ্ণের দুঃখও হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের এই সুখের অভাব এবং দুঃখের আশঙ্কাই শ্রীরাধিকার মানের হেতু। সুতরাং মহিষীগণের এবং ব্রজদেবীগণের সহেতুক-মানেরও অনেক পার্থক্য। শ্রীকৃষ্ণের সুখই ব্রজদেবীগণের একমাত্র লক্ষ্য; ইহা ছাড়া তাঁহারা আর কিছুই চাহেন না, ইহাই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যের হেতু। এজন্যই তাঁহাদের মান অত্যন্ত আস্বাদ্য এবং আস্বাদ্য বলিয়াই গোপীদের মানকে রসের নিধান বলা হয়।

রসের নিধান—মধুর রসের আধার, রসের পুষ্টিকারক, নায়ক-নায়িকার প্রেম-প্রকাশক। "স্নেহং বিনা ভয়ং ন স্যান্নের্ষ্যাচ প্রণয়ং বিনা। তস্মান্মানপ্রকারোঽয়ং দ্বয়োঃ প্রেমপ্রকাশকঃ। উজ্জ্বলনীলমণি॥ মান। ৩৪॥ নায়িকার প্রতি স্নেহ না থাকিলে নায়কের ভয় হয় না; আর নায়কের প্রতি প্রণয় না থাকিলে নায়িকার ঈর্ষ্যা হয় না। এজন্য মান নায়ক-নায়িকার প্রেম-প্রকাশক।

১৩৭। **ইঁহো**—লক্ষ্মী। **সর্ব্বসম্পত্তি**—প্রণয়িনী মানিনী নিজ বেশ-ভূষাদি পরিত্যাগ করিয়া দীনাহীনার ন্যায় মলিনবসন পরিধান করিয়া ঘরের কোণে বসিয়া অধোবদনে নখে ভূমিতে লিখেন; কিন্তু লক্ষ্মীদেবী—নিজের বেশভূষা ত্যাগ করাত দূরের কথা, বরং সহজ অবস্থা হইতে আরও অনেক বেশী বেশভূষা করিয়া তাঁহার যাবতীয় মূল্যবান্ আসবাব-পত্র বাহির করিয়া দাসদাসীরূপ সৈন্যসামন্ত সহ মহা-সমারোহে প্রিয়-নায়ককে যেন আক্রমণ করিতেই যাইতেছেন।

১৩৮। **ব্রজমানের**—ব্রজগোপীদের মানের। **গোপীমান নদী শতধার**—গোপীদিগের মান শতধারাবিশিষ্টা নদীর মতন; একই নদী যেমন শতধারায় প্রবাহিত হইয়া ভেদ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ একই মান গোপীদের ভাবাদিভেদে শতশত ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

নায়িকার স্বভাব প্রেমবৃত্তি বহুভেদ।
সেই ভেদে নানাপ্রকার মানের উদ্ভেদ ॥ ১৩৯
সম্যক্ গোপীর মান না যায় কথন।
এক-দুই-ভেদে করি দিগ্‌দরশন ॥ ১৪০
মানে কেহো হয় 'ধীরা' কেহো ত 'অধীরা'।
এই তিন ভেদ—কেহো হয় 'ধীরাধীরা' ॥ ১৪১
'ধীরা' কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান।
নিকটে আসিলে করে আসন প্রদান ॥ ১৪২
হৃদি কোপ, মুখে কহে মধুর বচন।
প্রিয় আলিঙ্গিতে তারে করে আলিঙ্গন ॥ ১৪৩
সরল ব্যবহারে করে মানের পোষণ।
কিংবা সোল্লুণ্ঠ-বাক্যে করে প্রিয়-নিরসন ॥ ১৪৪
'অধীরা' নিষ্ঠুর-বাক্যে করয়ে ভর্ৎসন।
কর্ণোৎপলে তাড়ে, করে মালায় বন্ধন ॥ ১৪৫
'ধীরাধীরা' বক্রবাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস ॥ ১৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩৯। একই মান ব্রজগোপীদের সংশ্রবে কিরূপে বহুবিধ ভেদ প্রাপ্ত হয়, তাহা বলিতেছেন।

স্বভাব—প্রকৃতি। **প্রেম**—ধ্বংসের কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যাহার ধ্বংস হয় না, যুবক-যুবতীর মধ্যে এরূপ ভাববন্ধনকে প্রেম বলে। "সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ উঃ নীঃ স্থা. ৪৬ ॥" প্রেম তিন প্রকার—প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ। যে প্রেমে বিরহ অসহ্য হয়, তাহাকে বলে প্রৌঢ় প্রেম; যে প্রেমে অতিকষ্টে বিরহ সহ্য করা যায়, তাহাকে বলে মধ্যম প্রেম; আর যে প্রেমে কখনও কখনও বিস্মৃতি আসে, তাহাকে বলে মন্দ প্রেম। মন্দ প্রেম ব্রজে নাই। **প্রেমবৃত্তি**—প্রেমের গতিভেদ।

ভিন্ন ভিন্ন গোপীর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি; প্রকৃতির এইরূপ বিভিন্নতাহেতু তাঁহাদের প্রেমের গতিও ভিন্ন ভিন্ন; প্রেমের গতির এইরূপ বিভিন্নতা হেতু তাঁহাদের মানেরও অনেক প্রকার ভেদ হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহাদের মানও নানারূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

১৪০। সম্যক্—সম্পূর্ণরূপ। গোপীদের মানের অনেক ভেদ থাকায়, তাহার সম্যক্ বর্ণন অসম্ভব; এস্থলে সংক্ষেপে দু একটী ভেদের কথা বলা হইতেছে।

১৪১-৪৪। ব্রজে মানবতীদের তিনটী অবস্থা—কেহ ধীরা, কেহ অধীরা এবং কেহ বা ধীরাধীরা। "ধীরা কান্ত দূরে দেখি" হইতে "কিম্বা সোল্লুণ্ঠবাক্যে করে প্রিয়-নিরসন" পর্য্যন্ত এই কয় পয়ারে ধীরা-নায়িকার লক্ষণ বলা হইয়াছে। **প্রত্যুত্থান**—উঠিয়া অভ্যর্থনা করে। **আলিঙ্গিতে**—আলিঙ্গন করিতে। **সোল্লুণ্ঠবাক্য**—পরিহাসযুক্ত বাক্য। **প্রিয়-নিরসন**—প্রিয়ের প্রত্যাখ্যান। ধীরা নায়িকা মানের অবস্থায় কান্তকে দূরে আসিতে দেখিলে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করেন; কান্ত নিকটে আসিলে বসিবার জন্য তাঁহাকে আসন দেন; মুখে মিষ্টবাক্য বলেন, কিন্তু হৃদয়ে মান পোষণ করেন; প্রিয় যদি আলিঙ্গন করিতে আসেন, তবে তাঁহাকে আলিঙ্গনও করেন। বাহিরে সরল ভাবে ব্যবহার করেন; ভিতরে মান পোষণ করেন; অথবা পরিহাসযুক্ত বাক্যাদি প্রয়োগ করিয়া কান্তকে প্রত্যাখ্যান করেন।

১৪৫। এই পয়ারে অধীরা নায়িকার লক্ষণ বলা হইয়াছে। **করয়ে ভর্ৎসন**—তিরস্কার করে। **কর্ণোৎপলে**—যে পদ্মকলিকা ভূষণরূপে কর্ণে ধারণ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা। **তাড়ে**—তাড়না করে। অধীরা-নায়িকা মানাবস্থায় নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া কান্তকে তিরস্কার করেন, কর্ণভূষাদ্বারা তাহাকে তাড়না করেন এবং মালাদ্বারা তাহাকে বন্ধন করেন।

১৪৬। এই পয়ারে "ধীরাধীরার" লক্ষণ বলিতেছেন। ধীরাধীরা নায়িকা বক্রোক্তিদ্বারা কান্তকে উপহাস করেন, কান্তকে কখনও স্তুতি, কখনও বা নিন্দা করেন; আবার কখনও তাঁহার প্রতি ঔদাস্যও প্রকাশ করেন।

মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা,—তিন নায়িকার ভেদ।
'মুগ্ধা' নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ বিভেদ॥ ১৪৭
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের বিনয়-বাক্যে হয় পরসন্ন॥ ১৪৮
'মধ্যা' 'প্রগল্‌ভা' ধরে ধীরাদি বিভেদ।
তার মধ্যে সভার স্বভাব তিন-ভেদ—॥ ১৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪৭। অন্যভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, নায়িকা আবার তিন রকমের—মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা। **মুগ্ধা**—"মুগ্ধা নববয়ঃ কামা রতৌ বামা সখীবশা। রতিচেষ্টাস্বতিব্রীড়াচারুগূঢ়প্রযত্নভাক্॥ কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা। প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌচাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা॥ উঃ নীঃ নায়িকা। ১১॥" মুগ্ধানায়িকা, নবীনযৌবনা, ঈষৎকামবতী, রতিবিষয়ে বামা, সখীগণের অধীনা, রতিবিষয়ে লজ্জাশীলা অথচ তদ্বিষয়ে গোপনে যত্নবতী, সাপরাধ প্রিয়তমের প্রতি সলজ্জদৃষ্টিসঞ্চারিণী, প্রিয় ও অপ্রিয় বচনে অশক্তা, এবং মানবিষয়ে সর্ব্বদা পরাঙ্মুখী। **মধ্যা**—"সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী। কিঞ্চিৎপ্রগল্‌ভবচনা মোহান্তসুরতক্ষমা। মধ্যা স্যাৎ কোমলা ক্বাপি মানে কুত্রাপি কর্কশা॥ উঃ নীঃ নায়ি। ১৭॥" যাঁহার কাম ও লজ্জা সমান, যিনি নবযৌবনা, যিনি কিঞ্চিৎপ্রগল্‌ভবচনা, যিনি মোহপর্য্যন্ত সুরতক্ষমা, মানে কখনও কোমলা কখনও বা কর্কশা, তিনিই মধ্যানায়িকা। **প্রগল্‌ভা**—"প্রগল্‌ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা। ভূরি ভাবোদ্‌গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা। অতি প্রৌঢ়োক্তচেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্তকর্কশা॥ উঃ নীঃ নায়ি। ২৪॥" যিনি পূর্ণযৌবনা, মদান্ধা, অত্যন্ত-সম্ভোগেচ্ছা-শালিনী, প্রচুর-ভাবোদ্‌গমে অভিজ্ঞা, রসদ্বারা কান্তকে স্বায়ত্ত করিতে সমর্থা, যাঁহার বচন ও চেষ্টা অতি প্রৌঢ় ভাবাপন্ন এবং যিনি মানে অত্যন্ত কঠিনা, তাঁহাকে প্রগল্‌ভা নায়িকা বলে।

বৈদগ্ধ্য—চতুরতা বা পাণ্ডিত্য।

১৪৮। মুগ্ধানায়িকা মানবিষয়ে বিশেষ চতুরা নহে। মানবতী হইলে মুগ্ধা মুখ ঢাকিয়া কেবল রোদন করে; কিন্তু কান্ত কিছু বিনয়বাক্য বলিলেই তাহার মান দূরীভূত হয়।

১৪৯। মধ্যা ও প্রগল্‌ভা আবার ধীরাদি-ভেদে এই কয় রকম:—ধীরমধ্যা, অধীরমধ্যা, ধীরাধীরমধ্যা, ধীর-প্রগল্‌ভা, অধীর-প্রগল্‌ভা ও ধীরাধীর-প্রগল্‌ভা। ধীরমধ্যা-নায়িকা সাপরাধ-প্রিয়কে বক্রোক্তি দ্বারা উপহাসপূর্ণ বচন বলেন। "ধীরাতু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ং। উঃ নীঃ নায়ি। ২০।" অধীরমধ্যা-নায়িকা রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কান্তকে নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। "অধীরা পরুষৈর্ব্বাক্যৈর্নিরস্যেৎ বল্লভং রুষা।" উঃ নীঃ নায়ি। ২১।" ধীরাধীরমধ্যা-নায়িকা অশ্রুবিমোচনপূর্ব্বক প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন। "ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ং। উঃ নীঃ নায়ি। ২২।" ধীরপ্রগল্‌ভা দুই প্রকার; এক—মানিনী-অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া সম্ভোগ-বিষয়ে উদাসীনা। দ্বিতীয়—অবহিত্থা-(আকার-সঙ্গোপন) যুক্তা ও আদরান্বিতা। "উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থা চ সাদরা। উঃ নীঃ নায়ি। ৩১।" অধীরাপ্রগল্‌ভা-নায়িকা ক্রোধবশতঃ নিষ্ঠুররূপে কান্তকে তাড়না করে। "সন্তর্য্য নিষ্ঠুরং রোষাদধীরা তাড়য়েৎ প্রিয়ম্॥ উঃ নীঃ নায়ি। ৩৩॥" ধীরাধীর-প্রগল্‌ভা নায়িকার গুণ ধীরা-নায়িকার গুণের অনুরূপ।

তারমধ্যে—পূর্ব্বোক্ত নায়িকাগণের মধ্যে। **সভার স্বভাব তিনভেদ**—নায়কের প্রেমাদরাদি লাভের আধিক্য, সমতা ও লঘুতা অনুসারে গোকুল-নায়িকা তিন রকমের—অধিকা, সমা ও লঘ্বী। "সৌভাগ্যাদেরিহাধিক্যা-দধিকা সাম্যতঃ সমা। লঘুত্বাল্লঘুরিত্যুক্তা স্ত্রিধা গোকুলসুভ্রুবঃ॥ উঃ নীঃ যূথে। ২॥"

পূর্ব্বোক্ত ধীর-মধ্যাদি ছয় প্রকার নায়িকাগণের প্রত্যেকে আবার অধিকা, সমা ও লঘ্বী ভেদে তিন প্রকার।

কেহো মুখরা, কেহো মৃদু, কেহো হয় সমা।
স্ব-স্ব ভাবে কৃষ্ণের বাঢ়ায় রসসীমা ॥ ১৫০
প্রাখর্য্য মার্দ্দব সাম্য স্বভাব নির্দ্দোষ।
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ ॥ ১৫১
এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
'কহ কহ দামোদর।'—কহে বারবার ॥ ১৫২
দামোদর কহে—কৃষ্ণ রসিকশেখর।
রস-আস্বাদক রসময়-কলেবর ॥ ১৫৩
প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন।
শুদ্ধ-প্রেমরস-গুণে গোপিকা প্রবীণ ॥ ১৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫০। উক্ত নায়িকাগণের প্রত্যেকের আবার প্রখরা, সমা (মধ্যা) ও মৃদ্বী (মৃদু) এই তিন প্রকার ভেদ। যথা, অধিক-প্রখরা, অধিকমধ্যা, অধিকমৃদ্বী ; সমপ্রখরা, সমমধ্যা, সমমৃদ্বী ; লঘুপ্রখরা, লঘুমধ্যা, লঘুমৃদ্বী।

"প্রত্যেকং প্রখরা মধ্যা মৃদ্বীচেতি পুনস্ত্রিধা। প্রগল্ভবাক্যা প্রখরা খ্যাতা দুর্ল্লঙ্ঘ্যভাষিতা। তদূনত্বে ভবেন্মৃদ্বী মধ্যা তৎসাম্যমাগতা ॥ উঃ নীঃ যূথে। ৩ ॥" যিনি সদম্ভবাক্য প্রয়োগ করেন এবং যাঁহার বাক্য কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, তাঁহাকে প্রখরা কহে। ইহার ন্যূন হইলে মৃদ্বী, সমতা হইলে সমা বা মধ্যা। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে উজ্জ্বলনীলমণির যূথেশ্বরীভেদ দ্রষ্টব্য।

উক্ত নায়িকাগণ নিজ নিজ ভাবদ্বারা রসের পুষ্টি সাধন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন। **রসসীমা**—রসের সীমা ; রসের পুষ্টি সাধন পূর্ব্বক শেষ সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করেন।

১৫১। **নির্দ্দোষ**—নিজ-সুখাভিসন্ধানরূপদোষশূন্য। **প্রাখর্য্য**—প্রখরতা ; প্রখরা নায়িকার ভাব। **মার্দ্দব**—মৃদুতা ; মৃদ্বী নায়িকার ভাব। **সাম্য**—সমতা ; সমা বা মধ্যা নায়িকার ভাব। প্রখরতা, মৃদুতা ও সমতা—এই তিনটী গুণে যদি নায়িকার নিজের সুখাভিলাষরূপ কোনও দোষ থাকে, তাহা হইলে নায়কের তাহাতে সন্তোষ হয় না। কিন্তু ব্রজনাগরীদিগের ভাবে কোনও দোষ নাই ; নিজসুখাভিসন্ধানের ক্ষীণ-ছায়ামাত্রও তাঁদের ভাবকে স্পর্শ করিতে পারে না ; এজন্য ঐ প্রখরতা, মৃদুতা ও সমতা শ্রীকৃষ্ণের বিরক্তির কারণ না হইয়া বরং বৈচিত্রী দ্বারা রসপুষ্টি করিয়া তাঁহার সন্তোষের কারণ হইয়া থাকে।

ব্রজসুন্দরীদিগের সকলেই মহাভাববতী ; মহাভাব পরম-মধুর, পরম-আস্বাদ্য—বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ। আবার ইহার একটী ধর্ম্ম এই যে, মহাভাববতীদিগের মনকে এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে এই মহাভাব নিজের স্বরূপতা প্রাপ্ত করায়, তাঁহাদের মন এবং ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই মহাভাবাত্মক (উ, নী, স্থা, ১১২)। এজন্যই তাঁহাদের যে কোনও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ায়, এমন কি তাঁহাদের তিরস্কারেও শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দ অনুভব করেন। তাঁহার নিজের উক্তিই তাহার প্রমাণ। "প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন। বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন ॥" চিনিদ্বারা নির্ম্মিত সর্পের আকারই যেমন ভীতিপ্রদ, তাহার স্বাদ যেমন লোভনীয়, স্বাদ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে যেমন আকারের ভীতিপ্রদত্বের কথাও মনে থাকেনা ; তদ্রূপ মহাভাববতীদিগের তিরস্কারাদিও বাহ্যিক আকারেই তিক্ততার অনুরূপ, কিন্তু মহাভাবাত্মক ইন্দ্রিয় হইতে উদ্ভূত হয় বলিয়া তাহারাও বরামৃত-স্বরূপশ্রী—পরম-আস্বাদ্য, আস্বাদন আরম্ভ হইলে আকারের তিক্ততার কথা মনেও জাগেনা।

১৫২। **দামোদর**—স্বরূপ-দামোদর। **কহ কহ**—ব্রজগোপীদের ভাবে কৃষ্ণ সন্তোষলাভ করেন কেন, বল। ১৫৩-৫৬ পয়ারে স্বরূপদামোদর এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

১৫৩। **রস-আস্বাদক রসময় কলেবর**—শ্রীকৃষ্ণ নিজে রসস্বরূপ এবং রস আস্বাদনও তিনি করেন। রসো বৈ সঃ।

১৫৪। **প্রেমময় বপু**—শ্রীকৃষ্ণের দেহ প্রেমময়—প্রেমদ্বারা গঠিত বা প্রেম-পরিপূর্ণ। **ভক্ত-প্রেমাধীন**—শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রেমের অধীন। **শুদ্ধপ্রেমরসগুণে**—শুদ্ধ অর্থ কামগন্ধহীন, স্বসুখ-বাসনাশূন্য। গোপীদের প্রেম

গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাসদোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥ ১৫৫

তথাহি (ভাঃ ১০।৩৩।২৫)—
এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

রাসক্রীড়াং নিগময়তি—এবমিতি। স কৃষ্ণঃ সত্যসঙ্কল্পোঽনুরাগিস্ত্রীকদম্বস্তু এব সর্ব্বা নিশাঃ সেবিতবান্, শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ শরদি ভবাঃ কাব্যেষু কথ্যমানা যে রসাস্তেষামাশ্রয়ভূতা নিশাঃ। যদ্বা নিশা ইতি দ্বিতীয়াত্যন্তসংযোগে শৃঙ্গাররসাশ্রয়াঃ শরদি প্রসিদ্ধাঃ কাব্যেষু যাঃ কথাস্তাঃ সিষেব ইতি এবমপ্যাত্মন্যেবাবরুদ্ধঃ সৌরতশ্চরমধাতুর্নতু স্খলিতো যস্যেতি কামজয়োক্তিঃ। স্বামী।

শরদি যে কাব্যকথারসাঃ সম্ভবন্তি তেষামাশ্রয়ো যাসু শ্রীভগবৎকৃতানন্তলীলাসু তাদৃশীঃ নিশা ব্যাপ্যেতি পক্ষে সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথাঃ সর্ব্বদেশকালকবিভির্যাবত্যো বর্ণয়িতুং শক্যন্তে তাবতীস্তাঃ সিষেব কিন্তু রসাশ্রয়াঃ রস এব আশ্রয়ো যাসাং তা এব নতু কৈশ্চিদ্বিরসতয়া যা গ্রথিতা স্তা অপীত্যর্থঃ। উপলক্ষণং চৈতদন্যাসাম্। কীদৃশঃ সন্ সিষেব তত্রাহ—আত্মন্যন্তর্ম্মনসি অবরুদ্ধাঃ সমন্ততঃ স্থাপিতাঃ সৌরতাঃ তাসাং সুরতসম্বন্ধিনো ভাবহাবাদয়ো যেন তাদৃশঃ সন্ ইতি ততস্তাঃ পরিত্যক্তুং ন শক্তবানিতি ভাবঃ। শ্রীজীব। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বসুখ-বাসনাশূন্য। **প্রবীণা—**প্রধানা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রসিকশেখর—যিনি বিচারপূর্ব্বক উত্তম রস আস্বাদন করিতে পটু, তাঁহাকে রসিক বলে। শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর-চূড়ামণি; তিনি প্রেমময়; স্বতন্ত্র হইয়াও তিনি ভক্তের প্রেমাধীন। আর গোপীগণের প্রেমও কামগন্ধহীন, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল। তাঁহারা প্রেমিকার শিরোমণি; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে এই গোপীদিগের ভাব আস্বাদন করিয়া পরম-সন্তোষ লাভ করিবেন, তাঁহাদের প্রেমের বশীভূত হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি?

১৫৫। রসাভাস—"অনৌচিত্য-প্রবৃত্তত্বে আভাসো রসভাবয়োঃ।-সাহিত্যদর্পণ। ৩।" রস অনুচিতরূপে প্রবৃত্ত হইলেই তাহাকে রসাভাস বলা যায়। যে রসের যে ভাবে প্রবৃত্তি হওয়া উচিত নহে, সেই রস যদি সেই ভাবে প্রবৃত্ত হয়, তবেই রসাভাস হয়। শৃঙ্গার-রসের স্থায়িভাব রতি যদি উপপতি-বিষয়িণী, মুনিপত্নী-বিষয়িণী ও গুরুপত্নী-বিষয়িণী হয়, অথবা যদি নায়ক ও নায়িকার সমান অনুরাগ না থাকে, কিম্বা ঐ রতি যদি বহু-নায়কনিষ্ঠ বা নীচগত হয়, তবে ঐ রস রসাভাস বলিয়া গণ্য হয়। ব্রজগোপীগণের প্রেমে এসকল দোষ নাই; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, তাঁহাদের কেবল-কৃষ্ণনিষ্ঠ-প্রেম স্বাভাবিক; শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ উভয়ের প্রতি উভয়ের তুল্য অনুরাগ। এজন্য গোপীদের প্রেম রসাভাস-দোষবর্জ্জিত। এ স্থলে যে বলা হইল, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, তাহাতে আপাতঃ-দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণে গোপীদিগের পতিভাবই বুঝা যাইতেছে; কারণ উপপতি-ভাবে রসাভাস দোষ আছে। প্রকৃত কথা এই—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিত্যকান্ত, গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা; কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণ উভয়েই এই সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া আছেন। ভুলিয়া থাকাতেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে তাঁহার উপপত্নী এবং গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি বলিয়া মনে করেন। এই ঔপপত্য কেবল মাত্র ভাবে, বাস্তব নহে; এজন্য ইহা রসাভাসের কারণ না হইয়া বরং রসপুষ্টির কারণ হইয়াছে। "পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ১।৪।৪২।" এ সমস্ত কারণেই গোপীদের ভাব আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন। ভূমিকায় "ব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩। অন্বয়। সত্যকামঃ (যিনি সত্যকাম) অনুরতাবলাগণঃ (অবলাগণ যাঁহার প্রতি নিরন্তর অনুরক্তা) আত্মনি (নিজের অন্তর্মনে) অবরুদ্ধসৌরতঃ (সৌরতসম্বন্ধীয় হাবভাবাদি যিনি অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সঃ (সেই—সেই শ্রীকৃষ্ণ) শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ (চন্দ্রকিরণশোভিতাঃ) শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ (শরৎকালভব-কাব্যে কথ্যমান রসসমূহের আশ্রয়-ভূতা) সর্ব্বাঃ (যাবতীয়—সমস্ত) নিশাঃ (রাত্রিসমূহকে) এবং (এই ভাবে—পূর্ব্বোক্তরূপে) সিষেব (সেবা করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। যিনি সত্যকাম, অবলাগণ নিরন্তর যাঁহার প্রতি অনুরক্ত, যিনি স্বীয় মনের মধ্যে সৌরতসম্বন্ধীয় হাবভাবাদিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ—শরৎকালে যে সমস্ত কাব্যকথারস সম্ভব হয়, সে সমস্ত কাব্যকথারসের আশ্রয়ভূতা চন্দ্রকিরণশোভিতা যাবতীয় নিশাকে এইরূপে সেবা করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ তাদৃশী নিশার সুখ সমস্ত উপভোগ করিয়াছিলেন)। ৩

রাস-নৃত্যকালে কোনও গোপী পরিশ্রান্তা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের করকমল স্বীয় স্তনযুগলে ধারণ করিলেন; শ্রীকৃষ্ণও বাহুযুগলদ্বারা গোপীদিগের কণ্ঠকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, হাস্য ও স্নিগ্ধ ঈক্ষণাদি সহকারে তাঁহাদের সহিত উদ্দাম-বিলাসে নিমগ্ন হইলেন; তিনি এক এক গোপীর পার্শ্বে স্বীয় এক এক মূর্ত্তিতে তাঁহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন, রতিশ্রমে ক্লান্তা প্রেয়সীদিগের বদন হইতে স্বেদবিন্দু স্বহস্তে অপসারিত করিয়া দিলেন; অবশেষে তাঁহাদের সহিত যমুনাগর্ভে প্রবেশ করিয়া যথেচ্ছভাবে জলকেলি করিতে লাগিলেন; পরে যমুনা হইতে উত্থিত হইয়া ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত যমুনার উপবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন; এইরূপ রাসকেলি-বৈচিত্রীর কথা বর্ণন করিয়া রাসক্রীড়ার উপসংহারে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন "এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ" ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ **এবং**—এইভাবে; পূর্ব্বোক্ত প্রকারে; প্রেয়সীদিগের কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে হস্তস্থাপন, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন, চুম্বন, তাঁহাদের বদনমণ্ডল হইতে স্বেদাপসারণ, তাঁহাদের সহিত নৃত্য, জলকেলি, বনবিহার প্রভৃতি দ্বারা **সিষেব**—সেবা করিয়াছিলেন। সেব্যের প্রীতিবিধানই সেবার তাৎপর্য্য। নিজের প্রীতিবিধান হইল উপভোগের তাৎপর্য্য, সেবার তাৎপর্য্য নহে। এস্থলে সেব্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন সিষেব-ক্রিয়াপদের তাৎপর্য্য এই—এই লীলাতে ব্রজসুন্দরীদিগের যেমন স্বসুখ-বাসনা ছিলনা, শ্রীকৃষ্ণেরও তেমনি স্বসুখ-বাসনা ছিলনা; ব্রজসুন্দরীদিগের একমাত্র কাম্য যেমন শ্রীকৃষ্ণের সুখ, শ্রীকৃষ্ণেরও একমাত্র কাম্য ব্রজসুন্দরীদিগের প্রীতি। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥" ভক্ত-বিনোদনই শ্রীকৃষ্ণের ব্রততুল্য; এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার সমস্ত লীলা। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীদিগের প্রীতি পারস্পরিকী, পরস্পরের প্রীতি-বিধানার্থই তাঁহাদের মিলন। স্বসুখ-বাসনা-মূলা কামক্রীড়া যে ব্রজে নাই, "সিষেব"-শব্দে তাহাই সূচিত হইল। এজন্যই এই শ্লোকের টীকায় সিষেব-শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"মহাপ্রসাদান্নং সেবতে ভক্ত ইতিবৎ। যতস্তে কামবিলাসা ন প্রাকৃতা জ্ঞেয়াঃ—ভক্ত যে ভাবে মহাপ্রসাদ সেবা করেন, শ্রীকৃষ্ণও সেই ভাবেই কামবিলাস সেবা করিয়াছিলেন; যেহেতু, এসমস্ত কাম-বিলাস প্রাকৃত কাম-বিলাস নহে।" বস্তুতঃ "স্বসুখ-বাসনা"-জিনিসটীরই ব্রজে অভাব, ব্রজ-পরিকরদের এবং শ্রীকৃষ্ণেরও স্বসুখ-বাসনার সহিত পরিচয় নাই। তাই, রাগানুগমার্গের ভজনেও যাঁহাদের চিত্তে সম্ভোগেচ্ছা জাগ্রত হয়, ব্রজে তাঁহাদের প্রাপ্তি হয়না (প্রমাণাদি ২।২২।৮৮ পয়ারের টীকার শেষাংশে দ্রষ্টব্য)। তাহার হেতু বোধ হয় এই যে, ব্রজের সেবা হইল আনুগত্যময়ী; ব্রজে যখন কোনও পরিকরের মধ্যেই স্বসুখ-বাসনা নাই, তখন স্বসুখার্থ সম্ভোগেচ্ছু সাধক সিদ্ধাবস্থায় কাহার আনুগত্য করিবেন? যাহাহউক, পরস্পরের সুখবিধান করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার পরিকরগণ যে আনন্দ অনুভব করেন, ব্যবহারিক ভাবে তাহাকেই উপভোগ বলা হয়; এই ভাবে সিষেব-শব্দের অর্থকে বলা যায়—উপভোগ করিয়াছিলেন। কি উপভোগ করিয়াছিলেন? **নিশাঃ**—রাত্রি-সমূহকে (বহুবচন)। প্রশ্ন হইতে পারে—শারদীয় মহারাস হইয়াছিল শরৎ-পূর্ণিমাতে, এক রাত্রিতে মাত্র; কিন্তু এস্থলে বহু রাত্রির কথা বলা হইল কেন? আবার "নিশাঃ"-শব্দের বিশেষণরূপে **সর্ব্বাঃ**—সমস্ত, যাবতীয়—শব্দই বা ব্যবহৃত হইল কেন? এক শারদীয়-পূর্ণিমার রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে "যাবতীয় রজনীকে"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উপভোগ করিলেন? উত্তর—এস্থলে এক-শারদীয়-পূর্ণিমারাত্রিকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রতি শারদীয় পূর্ণিমারাত্রির কথাই বলা হইয়াছে; শ্রীমদ্-ভাগবতে শারদীয়-পূর্ণিমারাত্রিতে যে মহারাস-লীলার কথা বর্ণিত হইয়াছে, প্রতি বৎসর প্রতি শারদীয়-পূর্ণিমা রাত্রিতেই ঐরূপ মহারাস-লীলা হইত; এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যাবতীয় শারদীয়-পূর্ণিমারাত্রিতেই রাসলীলার আস্বাদন করিয়াছিলেন। অথবা, এস্থলে শারদীয়-পূর্ণিমারাত্রির উপলক্ষণে বৎসরের বারমাসের অন্তর্গত অন্যান্য জ্যোৎস্নাময়ী ও তামসী রাত্রিসমূহের কথাই বলা হইয়াছে; যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলার আনুকূল্যার্থ বারমাসের অন্তর্গত সমস্ত রজনীই—লীলাস্থলে—পূর্ণচন্দ্রোদ্ভাসিত রজনী বলিয়া প্রতীত হইত; সাধারণ নিয়মে যাহা তামসী রজনী, যোগমায়ার প্রভাবে সেই রজনীতেও রাসলীলাস্থলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইত; এইরূপে প্রত্যেক রজনীতেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত শারদীয়-মহারাসের নৃত্যবিলাস-সুখ উপভোগ করিতেন। যাহা হউক, এসকল উপভোগযোগ্য রজনীসমূহ কিরূপ ছিল? **শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ**—শশাঙ্কের (পূর্ণচন্দ্রের) অংশুসমূহ (কিরণসমূহ) দ্বারা বিরাজিতা (শোভিতা); রাত্রিগুলি পূর্ণচন্দ্রের কিরণে সমুদ্ভাসিত ছিল। রাত্রিগুলি আর কিরূপ ছিল? **শরৎ-কাব্যকথারসাশ্রয়াঃ**—শরৎকালে যে সমস্ত কাব্যকথারসের উদ্ভব, তাহাদের আশ্রয়-স্বরূপ। অথবা, শরৎ অর্থ বৎসরও হয় (অমরকোষ); শরতে (অর্থাৎ বৎসরে বা বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে) যে সমস্ত কাব্যকথারসের উদ্ভব হয়, তাহাদের আশ্রয়ভূতা; ব্যাস-পরাশর-জয়দেব-শ্রীরূপাদি সৎকবিগণ স্ব স্ব-কাব্যগ্রন্থে বৎসরের বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে যে সকল শৃঙ্গারস-প্রধান রসের কথা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত রসের আশ্রয়ভূতা রজনী-সমূহ; কাব্যাদিতে যে সমস্ত শৃঙ্গার-রসকেলির কথা বর্ণিত আছে, এই সকল রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ তৎসমস্তই আস্বাদন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ হইয়া এসমস্ত রজনীর বিলাসসুখ আস্বাদন করিয়াছিলেন? **সত্যকামঃ**—সত্য (দোষশূন্য) কাম (অভিলাষ) যাঁহার, তাদৃশ হইয়া। ব্রজসুন্দরীদের সহিত রাসলীলাদি-করণে শ্রীকৃষ্ণের যে অভিলাষ ছিল, সেই অভিলাষ সম্যক্‌রূপে নির্দ্দোষ ছিল; প্রাকৃত কামবিলাসের অভিলাষ তাঁহার ছিলনা; অথবা, সত্যকামঃ—সত্যসঙ্কল্প। বস্ত্রহরণ-লীলার দিন ব্রজসুন্দরীগণের অভিপ্রায় জানিয়া "যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমারংস্যথ ক্ষপা" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত রমণ করিবেন বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং তদনুরূপ যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই সঙ্কল্প ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ শারদীয়-পূর্ণিমারাত্রিতে ব্রজগোপীদের সহিত রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সত্যকাম বলা হইয়াছে। আর কিরূপ হইয়া? **অনুরতাবলাগণঃ**—অনুরত (নিরন্তর অনুরক্ত, নিরন্তর প্রেমবতী) হইয়াছে অবলাগণ (ব্রজসুন্দরীগণ) যাঁহাতে, তাদৃশ হইয়া। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের সহিত রাসকেলি করিয়াছিলেন, সেই ব্রজসুন্দরীগণ সর্ব্বদাই তাঁহাতে অনুরক্ত—অনুরাগবতী ছিলেন; তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদিগের অনুরাগই এই রাসকেলির প্রকৃত কারণ—ব্রজসুন্দরীদের প্রাকৃত রমণেচ্ছা ইহার হেতু ছিলনা। (রাসকেলিতে শ্রীকৃষ্ণেরও পশুবৎ শৃঙ্গারেচ্ছা ছিলনা, ব্রজসুন্দরীদেরও ছিলনা—ইহাই সূচিত হইতেছে)। আর কিরূপ হইয়া? **আত্মনি**—শ্রীকৃষ্ণের নিজের মধ্যে, নিজের অন্তর্ম্মনে। **অবরুদ্ধসৌরতঃ**—অবরুদ্ধ (অবরোধ পূর্ব্বক স্থাপিত) সৌরত (ব্রজসুন্দরীদিগের সুরতসম্বন্ধীয়-হাবভাবাদি) যৎকর্ত্তৃক, তাদৃশ হইয়া। শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বাসনার উদ্রেকের নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীগণ যে সমস্ত হাব-ভাবাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তৎসমস্তের প্রতি উদাসীন ছিলেন না, পরন্তু তৎসমস্তকে অঙ্গীকার করিয়া—তৎসমস্তকে স্বীয় অন্তর্ম্মনে স্থাপিত করিয়া—তৎসমস্তদ্বারা ব্রজসুন্দরীদিগের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি পরম-আসক্তি-সহকারে তাঁহাদের সহিত কেলিবিলাসাদি করিয়াছিলেন। এইরূপে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আসক্তি থাকাতে, কেলি-বিলাসে উভয়েরই বলবতী আকাঙ্ক্ষা থাকাতে, বিলাস-সুখ উভয়েই (শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীগণ এই উভয়েই) পূর্ণতম রূপে আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীধরস্বামী বলেন—আত্মনি অবরুদ্ধসৌরতঃ অর্থ—আত্মনি (নিজের মধ্যে) অবরুদ্ধ (রক্ষিত) সৌরত (চরম ধাতু) যাঁহার, তাদৃশ অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত রাসকেলি-বিলাসে শ্রীকৃষ্ণের চরমধাতু স্খলিত হইয়াছিল না; সুতরাং ইহাদ্বারা কামজয়

'বামা' এক গোপীগণ, 'দক্ষিণা' এক গণ।
নানা ভাবে করায় কৃষ্ণে রস-আস্বাদন ॥ ১৫৬
গোপীগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী।
নির্ম্মল-উজ্জ্বলরস-প্রেমরত্ন-খনি ॥ ১৫৭

বয়সে 'মধ্যমা' তেঁহো—স্বভাবেতে 'সমা'।
গাঢ়প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর 'বামা' ॥ ১৫৮
বাম্যস্বভাবে 'মান' উঠে নিরন্তর।
উঁহার বাম্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দসাগর ॥ ১৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সূচিত হইতেছে। গোস্বামিপাদগণ বলেন—"এরূপ অর্থের প্রসিদ্ধি নাই; শ্রীকৃষ্ণ যে প্রাকৃত-কামপরবশ নহেন, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই শ্রীধরস্বামী ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন।"

ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়া যে পরম সন্তোষ লাভ করেন এবং তাঁহাদের প্রেমে যে রসাভাস দোষ নাই, শ্লোকোক্ত "রসাশ্রয়া" শব্দে তাহা দেখাইবার নিমিত্তই এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৫৬। শুদ্ধ প্রেমরস-প্রবীণা গোপীগণ আবার "বামা" ও "দক্ষিণা" ভেদে দুই শ্রেণীর। "মানগ্রহে সদোদ্‌যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা। অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্ত্যতে॥ উঃ নীঃ সখী। ১৩॥" যে নায়িকা মানগ্রহণার্থ সর্ব্বদা উদ্যোগিনী এবং সেই মানের শৈথিল্যে যিনি কোপনা হন, নায়ক যাঁহার মান প্রসাদন করিতে অসমর্থ এবং যিনি নায়কের প্রতি প্রায়ই কঠিনার ন্যায় প্রতীয়মানা হন, তাঁহাকে **বামা** বলে। বামা-নায়িকাগণের শ্রীকৃষ্ণে মদীয়তাময় মধুস্নেহ। মধু যেমন অন্য বস্তুর সংযোগব্যতীতও স্বীয় গুণেই মধুর ও আস্বাদ্য; তদ্রূপ যে স্নেহ আপনা-আপনিই মধুর, যাহার মাধুর্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত অন্য ভাবের সংযোগ দরকার হয় না, তাহাকে মধুস্নেহ বলে। মধুস্নেহে সূক্ষ্মভাবে নানা রসের অবস্থিতি আছে; এজন্য ইহা স্বতঃই মধুর। ইহা মদীয়তাময়; অর্থাৎ এই স্নেহ যে নায়িকার আছে, তাঁহার মধ্যে "নায়ক আমারই, অপর কাহারও নহে" এই ভাব অতি প্রবল। "অসহা মাননির্ব্বন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী। সামভিস্তেন ভেদ্যাচ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা॥ উঃ নীঃ সখী। ১৪॥" যে নায়িকা মানগ্রহণে অসমর্থা, যিনি নায়কের প্রতি যুক্তবাক্য প্রয়োগ করেন এবং যিনি নায়কের স্তববাক্যে শীঘ্রই প্রসন্না হন, তাঁহাকে **দক্ষিণা** নায়িকা বলে। দক্ষিণা-নায়িকাগণের নায়কে তদীয়তাময় ঘৃতস্নেহ। ঘৃত যেমন লবণাদি অন্য বস্তুর সংযোগ ব্যতীত স্বাদু হয় না, তেমনি যে স্নেহ অন্য ভাবের সহিত যুক্ত না হইলে মধুর হয় না, তাহাকে বলে ঘৃতস্নেহ। ইহা তদীয়তাময়; "আমি তাহারই" এই ভাবকে তদীয়তাময় বলে। শ্রীরাধিকাদি বামা, শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি দক্ষিণা। **নানাভাবে**—বাম্য-দাক্ষিণ্যাদি বহুবিধ ভাবে।

১৫৭। যাঁহাদের বিশুদ্ধ প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ পরম-সন্তোষ লাভ করেন, সেই গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; কারণ, প্রেমে, স্বভাবে, রসবৈচিত্রী-উৎপাদনের সামর্থ্যে তাঁহার তুল্য আর কেহ নাই; তাঁহার প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ যত সন্তুষ্ট হয়েন, আর কাহারও প্রেমে—এমন কি অন্য সমস্ত গোপীদের সমবেত প্রেমেও—শ্রীকৃষ্ণ তত সন্তুষ্ট নহেন; তাই গোপীগণের মধ্যে তিনিই ঠাকুরাণী।

নির্ম্মল—বিশুদ্ধ; স্বসুখ-বাসনাদিশূন্য; কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়। **উজ্জ্বলরস**—শৃঙ্গাররস; ১।১।৪ শ্লোকের টীকায় উজ্জ্বলরস-শব্দের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। **প্রেমরত্ন**—প্রেমরূপ রত্ন। **খনি**—আকর; জন্মস্থান। স্বসুখবাসনা-লেশশূন্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় মধুর-রসের উৎসস্বরূপ যে প্রেম, সেই প্রেমরূপ রত্নের আকর বা জন্মস্থান হইলেন শ্রীরাধা। শ্রীরাধা মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী এবং মহাভাবস্বরূপিণী বলিয়া কান্তাপ্রেমের মূল আশ্রয়ই হইলেন তিনি।

১৫৮। বয়সে মধ্যমা—কৈশোর-মধ্যমা। **তেঁহো**—শ্রীরাধা। **সমা**—প্রখরা ও মৃদ্বীর সাম্যপ্রাপ্তা। **গাঢ়প্রেমভাবে** ইত্যাদি—স্বভাবে সমা হইলেও তাঁহার প্রেমের গাঢ়তাবশতঃ তিনি সর্ব্বদাই বাম্যভাবাপন্না।

১৫৯। বাম্য স্বভাবে ইত্যাদি—বাম্যভাবাপন্না বলিয়া শ্রীরাধা সহজেই—এবং প্রায় সর্ব্বদাই—মানবতী হইয়া পড়েন।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদ-

প্রকরণে (৪৩)—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মানউদঞ্চতি ॥ ৪

এত শুনি বাঢ়ে প্রভুর আনন্দ-সাগর।
'কহ কহ' বোলে প্রভু, কহে দামোদর—॥ ১৬০
'অধিরূঢ়—মহাভাব' সদা রাধার প্রেম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল যেন দশবাণ হেম ॥ ১৬১
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে।
নানা-ভাব-বিভূষণে হয় বিভূষিতে ॥ ১৬২
অষ্ট সাত্ত্বিক, হর্ষাদি ব্যভিচারী আর।
সহজ প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার—॥ ১৬৩
কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত।
বিব্বোক, মোট্টায়িত, আর মৌগ্ধ্য, চকিত ॥ ১৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁর বাম্যে—বাম্য, প্রাখর্য্য প্রভৃতি ভাব প্রেমেরই অবস্থাবিশেষ বলিয়া তাহাতে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আনন্দ হয়। কামার্ত্ত লোকের কিন্তু বাম্য-প্রাখর্য্যাদিতে আনন্দ না হইয়া ক্ষোভ বা বিরক্তি জন্মিয়া থাকে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।২৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৫৮-৫৯ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক; গাঢ়প্রেমের ধর্ম্মবশতঃ আপনা-আপনিই যে মানের উদয় হইতে পারে, তাহার প্রমাণ।

১৬০। ১৫৭-৫৯ পয়ারে শ্রীরাধার প্রেমের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের কথা শুনিয়া প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল; শ্রীরাধার প্রেম সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার নিমিত্ত তিনি স্বরূপ-দামোদরকে আদেশ করিলেন।

১৬১। অধিরূঢ়-মহাভাব—১।৪।১৩৯ এবং ২।২৩।৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **নির্ম্মল**—বিশুদ্ধ, কামগন্ধহীন। **হেম**—সোনা। **দশবাণ-হেম**—দশবার আগুনে পোড়ান হইয়াছে যেই সোনা, সেই সোনা যেমন অতি নির্ম্মল, তাহাতে যেমন কোনওরূপ খাদ বা মলিনতা থাকিতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীরাধার অধিরূঢ়-মহাভাবাখ্য প্রেমও অতি বিশুদ্ধ, তাহাতে স্বসুখ-বাসনারূপ মলিনতার লেশমাত্রও নাই।

১৬২। এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী ১৮৯ পর্য্যন্ত শ্রীরাধার ভাব-বৈশিষ্ট্যকে—অধিরূঢ় মহাভাবকে—কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতেছেন।

আচম্বিতে—হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত ভাবে। **নানাভাব**—বিবিধ ভাব; পরবর্ত্তী ১৬৩-৬৪ পয়ারে এই বিবিধ ভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। **বিভূষণে**—অলঙ্কারে।

হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলে শ্রীরাধার দেহে স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক, হর্ষাদি সঞ্চারী, কিলকিঞ্চিতাদি বিংশতি ভাবের আবির্ভাব হয় এবং এই সকল ভাবরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীরাধা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া থাকেন।

১৬৩-৬৪। অষ্টসাত্ত্বিক—অশ্রুকম্পাদি আটটী সাত্ত্বিক ভাব। ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **হর্ষাদি-ব্যভিচারী**—তেত্রিশটী ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব। ২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সহজপ্রেম**—স্বাভাবিক (বা স্বরূপসিদ্ধ) প্রেম। **বিংশতিভাব অলঙ্কার**—কুড়িটী ভাবরূপ অলঙ্কার। ২।৮।১৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত, বিব্বোক, মোট্টায়িত এই কয়টী স্বভাবজাত দশটী ভাবের অন্তর্ভুক্ত; ২।৮।১৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **মৌগ্ধ্য**—প্রিয়তমের অগ্রভাগে জ্ঞাত-বস্তুসম্বন্ধেও অজ্ঞের ন্যায় জিজ্ঞাসাকে মৌগ্ধ্য বলে। "জ্ঞাতস্যাপ্যজ্ঞবৎ পৃচ্ছা প্রিয়াগ্রে মৌগ্ধ্যমীরিতম্ ॥ উঃ নীঃ অনু। ৭৯। উদাহরণঃ—সত্যভামা একসময়ে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৃষ্ণ! আমার কঙ্কণস্থ মুক্তাফলের ন্যায় যাহাদের ফল দেখিতেছি, সেই সকল লতার নাম কি? কোথায় এই লতা পাওয়া যায়? কে ইহা রোপণ করিয়াছে?" **চকিত**—প্রিয়তমের অগ্রভাগে ভয়ের অস্থানেও যে গুরুতর ভয়, তাহাকে চকিত বলে। "প্রিয়াগ্রে চকিতং ভীতেরস্থানেঽপি ভয়ং মহৎ ॥ উঃ নীঃ অনু। ৭৯॥" উদাহরণঃ—শ্রীরাধার কানের নিকটে একটী ভ্রমর আসিতেছে দেখিয়া তিনি কোনও সখীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া

এত ভাব-ভূষায় ভূষিত রাধা-অঙ্গ।
দেখিলে উছলে কৃষ্ণের সুখাব্ধি-তরঙ্গ ॥ ১৬৫
'কিলকিঞ্চিত'ভাব-ভূষার শুন বিবরণ।
যে ভূষায় ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ-মন ॥ ১৬৬
রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন।
দানঘাটিপথে যবে বর্জ্জেন গমন ॥ ১৬৭
যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে।
সখী-আগে চাহে যদি অঙ্গে হস্ত দিতে ॥ ১৬৮
এই সব স্থানে 'কিলকিঞ্চিত' উদ্গম।
প্রথমেই হর্ষ সঞ্চারী মূল কারণ ॥ ১৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উঠিলেন—"সখি, আমাকে রক্ষা কর রক্ষা কর; এই ভয়ঙ্কর মধুকর আমার কর্ণস্থ চম্পকের প্রতি ধাবমান হইয়া আসিতেছে"—একথা বলিয়াই শ্রীরাধা মধুকরের ভয়ে ভীত হইয়া নিকটবর্ত্তী হরিকে গিয়া জড়াইয়া ধরিলেন।

অত্যন্ত চমৎকৃতিপ্রদ বলিয়া ১৬৪ পয়ারে কিলকিঞ্চিতাদি ছয়টী ভাব এবং মৌগ্ধ ও চকিত এই আটটী ভাবরূপ অলঙ্কারের বিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৬৫। এত—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬৩-৬৪ পয়ারোক্ত।

ভাব-ভূষা—ভাবরূপ ভূষা বা অলঙ্কার। অলঙ্কার-ধারণে রমণীদিগের সৌন্দর্য্য যেমন পরিস্ফুট হয়, এই সকল ভাবের উদয়েও তদ্রূপ বা তদধিক সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়; এইজন্য এই সকল ভাবকে ভূষা বা অলঙ্কার বলা হইয়াছে।

সুখাব্ধিতরঙ্গ—সুখরূপ সাগরের তরঙ্গ।

১৬৬। উক্ত কয়টী ভাবের মধ্যে কিলকিঞ্চিত ভাবই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দপ্রদ বলিয়া এইভাবের একটু বিস্তৃত বিবরণ দিতেছেন, ১৬৭-৭৪ পয়ারে।

১৬৭-৬৯। কোন্ কোন্ স্থলে সাধারণতঃ শ্রীরাধার মধ্যে কিলকিঞ্চিত ভাবের উদয় হয়, প্রথমে তাহা বলিতেছেন। (১) শ্রীকৃষ্ণ যদি শ্রীরাধাকে ছুঁইতে ইচ্ছা বা চেষ্টা করেন, (২) দানঘাটিপথে (বা তদুপলক্ষণে অন্য স্থলে বা অন্যসময়ে) যদি শ্রীরাধার গমনে বাধা দেন, (৩) শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধাকে পুষ্প চয়ন করিতে নিষেধ করেন, কিম্বা (৪) যদি সখীদের সাক্ষাতে তিনি শ্রীরাধার অঙ্গে হাত দিতে চাহেন, তাহা হইলেই শ্রীরাধার মধ্যে কিলকিঞ্চিত-ভাবের উদয় হয়।

এইসবস্থানে—উল্লিখিত চারিটী স্থলে।

দানঘাটিপথে—শ্রীরাধার নিকট হইতে দান (কর) আদায়ের ছল করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেখানে তাঁহার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই পথে। একদিন প্রত্যূষে ব্রাহ্মণগণ গোকুলে আসিয়া শ্রীরাধার শাশুড়ী জরতীর নিকটে বলিলেন—"গোবর্দ্ধনপাশে, আমরা হরিষে, করিব যজ্ঞের কাম। যে গোপযুবতী, ঘৃত দিবে তথি, ইষ্টবর পাবে দান॥—যদুনন্দনদাসের পদ॥" ইহা শুনিয়া জরতী তাঁহার বধূ শ্রীরাধাকে ঘৃত লইয়া উক্ত যজ্ঞে যাইতে আদেশ করিলেন; শ্রীরাধা স্বীয় অন্তরঙ্গা সখীগণের সঙ্গে সুবর্ণপাত্রে গব্যঘৃত লইয়া গোবর্দ্ধনের দিকে অগ্রসর হইলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়া সুবলাদি অন্তরঙ্গ সখাগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরাধার সহিত রঙ্গ করার অভিপ্রায়ে—গোবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী রাস্তায় দানঘাট (কর আদায়ের স্থান) সাজাইয়া নিজে দানী (কর আদায়কারী) সাজিয়া দাঁড়াইলেন। সখীগণের সহিত শ্রীরাধা সেস্থানে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং শ্রীরাধার বসনভূষণাদির জন্য দান (কর) চাহিলেন। যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাকে দানঘাটিপথ বলে। **বর্জ্জেন গমন**—শ্রীরাধার গমন নিষেধ করেন; দান (কর) না দিলে যাইতে পারিবে না—এরূপ বলিয়া পথ রোধ করেন। এক্ষণে কিলকিঞ্চিতের মূল কারণের কথা বলিতেছেন। **প্রথমেই হর্ষ** ইত্যাদি—হর্ষনামক সঞ্চারী ভাব, কিলকিঞ্চিতের মূল কারণ। হর্ষজনিত গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্করোদন, ক্রোধ, অসূয়া, ও মন্দহাস্য—এই সকলের একত্র উদয় হইলে কিলকিঞ্চিত ভাব হয়।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে (৭১)—

গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্॥ ৫

আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয়।
অষ্টভাব-সম্মিলনে 'মহাভাব' হয়॥ ১৭০

গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্ক-রুদিত।
ক্রোধ-অসূয়া-সহ আর মন্দস্মিত॥ ১৭১

নানা স্বাদু অষ্টভাবে একত্র মিলন।
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ-মন॥ ১৭২

দধি-খণ্ড-ঘৃত-মধু-মরিচ-কর্পূর।
এলাচি-মিলনে যৈছে 'রসালা' মধুর॥ ১৭৩

এইভাবযুক্ত দেখি রাধাস্য-নয়ন।
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটিগুণ॥ ১৭৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

গর্ব্বাদীনাং সপ্তানাং সঙ্করীকরণং মিশ্রণং যুগপৎ প্রাকট্যমিত্যর্থঃ। হর্ষাদিতি তত্র হর্ষ এব হেতুরিত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৫। অন্বয়। হর্ষাৎ (হর্ষবশতঃ) গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং (গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষদ্ধাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ—এই সাতটীর) সঙ্করীকরণং (একত্রীকরণ—একই সময়ে উদয়) কিলকিঞ্চিতং (কিলকিঞ্চিত নামে) উচ্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ। হর্ষবশতঃ গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষদ্ধাস্য, অসূয়া (দ্বেষ), ভয় ও ক্রোধ—এই সাতটীর একই সময়ে উদয়কে কিলকিঞ্চিত বলে। ৫

হর্ষ—২।২।৬৫ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **গর্ব্ব** ও **অসূয়া**—২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কিলকিঞ্চিতে, হর্ষ হইতেই যে গর্ব্বাদি সাতটী ভাবের উদয় হয়, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইল; সুতরাং এই শ্লোক ১৬৯ পয়ারোক্ত "প্রথমেই হর্ষ সঞ্চারী মূলকারণ"—এই উক্তির প্রমাণ।

১৭০। আর সাত ভাব—গর্ব্ব, অভিলাষাদি সাতটী ভাব। **মহাভাব**—এস্থলে কিলকিঞ্চিত। **অষ্টভাব**—হর্ষ এবং গর্ব্বাদি সাত, এই আটভাব।

১৭১। শুষ্ক-রুদিত—কপট ক্রন্দন। প্রকৃত ক্রন্দন দুঃখব্যতীত জন্মিতে পারে না; কিলকিঞ্চিতের ক্রন্দন হর্ষ হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহা প্রকৃত ক্রন্দন নহে। **মন্দস্মিত**—ঈষৎ হাস্য।

১৭২। নানাস্বাদু—বিবিধ স্বাদযুক্ত। হর্ষ-গর্ব্বাদি আটটী ভাবের প্রত্যেকটীরই স্বাদের বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেকটীর স্বাদই পৃথক্। এই আট রকমের স্বাদযুক্ত আটটী ভাবের মিলনে যে ভাবটীর উদ্ভব হয়, তাহাতে এই আট রকমের স্বাদই মিশ্রিত আছে বলিয়া তাহার স্বাদ অতি চমৎকার হয় এবং ইহা আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হয়েন।

১৭৩। উক্ত আটটী ভাবের মিলনে কিরূপ মধুরতার সৃষ্টি হয়, দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাহা বুঝাইতেছেন।

খণ্ড—খাঁড়, মিষ্টদ্রব্যবিশেষ। **রসালা**—অতি সুস্বাদু দ্রব্যবিশেষ; দধি, খণ্ড, ঘৃত, মধু, গোলমরিচ, কর্পূর ও এলাচি মিলিত করিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। দধি, খণ্ড প্রভৃতি সাতটী দ্রব্যেরই পৃথক্ পৃথক্ স্বাদ আছে; তাহাদের মিলনে যে রসালা জন্মে, তাহার স্বাদ অতি চমৎকার। তদ্রূপ, হর্ষ-গর্ব্বাদি বিভিন্ন স্বাদযুক্ত ভাবগুলির মিলনে যে কলকিঞ্চিতের উদ্ভব হয়, তাহার স্বাদও অপূর্ব্ব মধুর।

১৭৪। এই ভাবযুক্ত—এই কিলকিঞ্চিত-ভাব-বিশিষ্ট; কিলকিঞ্চিত ভাবের দ্যোতক। **রাধাস্য-নয়ন**—রাধার আস্য (মুখ) ও নয়ন (চক্ষু); শ্রীরাধার মুখে ও চক্ষুতে কিলকিঞ্চিতের লক্ষণ প্রকটিত দেখিলে। **সঙ্গম**—রতিবিলাসাদি। **সুখ পায়** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ কোটিগুণ সুখ পাইয়া থাকেন।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে (৭৩)—

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী॥
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥ ৬ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

রসিকতোৎসিক্তেতি গর্ব্বঃ। উৎসেকোঽত্র চিত্তৌন্নত্যম্। মধুরেত্যভিলাষঃ। ব্যাভুগ্নেত্যসূয়া। স্মিতরুদিতে স্পষ্টে। পুরোমীলিতেতি ভয়ম্। কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলেতি ক্রুৎ। কিলকিঞ্চিতরূপো যঃ স্তবকঃ গাম্ভীর্য্যময়ত্বাদস্ফুটো ভাববিশেষস্তদ্বতী। শ্রীজীব। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৬। অন্বয়। পথি (পথিমধ্যে) মাধবেন (শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক) রুদ্ধায়াঃ (অবরুদ্ধা) রাধায়াঃ (শ্রীরাধার) অন্তঃস্মেরতয়া (অন্তরে আনন্দজনিত ঈষৎ-হাস্যবশতঃ) উজ্জ্বলা (যাহা উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল), জলকণব্যাকীর্ণ-পক্ষ্মাঙ্কুরা (অশ্রুজল-কণাদ্বারা যাহার পক্ষ্মসকল ব্যাপ্ত হইয়াছিল), কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা (যাহার প্রান্তভাগ কিঞ্চিৎ অরুণবর্ণ হইয়াছিল) রসিকতোৎসিক্তা (যাহা রসিকতায় উৎসিক্ত হইয়াছিল) পুরঃকুঞ্চতী (যাহা শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছিল) মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা (যাহার তারকা মধুরভাবে বক্র হইয়া উত্তমতা ধারণ করিয়াছিল) কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী (কিলঞ্চিতভাবরূপ পুষ্পগুচ্ছযুক্তা) দৃষ্টিঃ (সেই দৃষ্টি) বঃ (তোমাদের) শ্রিয়ং (মঙ্গল) ক্রিয়াৎ (বিধান করুক)।

অনুবাদ। দানঘাটির পথে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অবরুদ্ধা শ্রীরাধার যে দৃষ্টি তাঁহার অন্তরের আনন্দজনিত ঈষৎ-হাস্যে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যে দৃষ্টির (নয়নের) পক্ষ্মসকল অশ্রুকণদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, যে দৃষ্টির (নয়নের) প্রান্তভাগ অরুণ বর্ণ ধারণ করিয়াছিল, রসিকতায় যে দৃষ্টি উৎসিক্তা হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রভাগে যে দৃষ্টি (নয়ন) কুঞ্চিত হইয়াছিল, যে দৃষ্টির (নয়নের) তারকাদ্বয় মধুরভাবে বক্র হইয়া অতি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছিল, কিলকিঞ্চিত-ভাবরূপ পুষ্পগুচ্ছে পরিশোভিতা শ্রীরাধার সেই দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুক। ৬

দানঘাটির পথে শ্রীকৃষ্ণ যখন দানগ্রহণের ছলে শ্রীরাধার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন শ্রীরাধার কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। হর্ষ-গর্ব্বাদি আটটী ভাবের উদয়ে শ্রীরাধিকার কিলকিঞ্চিত ভাবের উদয় হইয়াছিল; শ্রীরাধার কেবল চক্ষুর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই যে উক্ত আটটী ভাবের অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে। **দৃষ্টিঃ**—দর্শন করা যায় যদ্দ্বারা; নয়ন, চক্ষু। শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাতে পথরোধ করিতে দেখিয়া শ্রীরাধার চক্ষু কিরূপ হইয়াছিল, তাহাই বলিতেছেন। **অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা**—আন্তরিক মন্দহাস্যদ্বারা উজ্জ্বলা। চক্ষুদ্বারাও হাসা যায়, মুখেও হাসা যায়। যে হাসি প্রাণের অন্তস্তল হইতে উত্থিত নহে, তাহার অস্তিত্ব কেবল মুখে—চক্ষুতে তাহার অভিব্যক্তি থাকে না। যাহা প্রাণের হাসি, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যাহা উত্থিত হয়, তাহার মুখ্য অভিব্যক্তি চক্ষুতে, মুখেও তাহা প্রকাশ পাইতে পারে; কিন্তু চক্ষুতে তাহার প্রকাশ থাকিবেই; এই হাসিতে চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠে। হৃদয়ে আনন্দ অনুভূত হইলেই এই হাসির উদয় হয়, অন্যথা এরূপ প্রাণের হাসি অসম্ভব। সুতরাং যখনই কাহারও চক্ষুতে হাসি দেখা যায়, নিঃশব্দ হাসিতে যখনই কাহারও চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখনই বুঝিতে হইবে—তাহার চিত্তে আনন্দের লহরী খেলিয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন গূঢ়হাস্যে শ্রীরাধারও চক্ষু উজ্জ্বল হইয়াছিল; ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের আচরণে শ্রীরাধার অন্তরে অত্যন্ত আনন্দ—হর্ষ—জন্মিয়াছিল; এই হর্ষের অভিব্যক্তিতেই চক্ষুর উজ্জ্বলতা—দৃষ্টি অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা। চক্ষুর এই উজ্জ্বলতা দ্বারা কিলকিঞ্চিতের মূলকারণ (১) হর্ষ এবং তজ্জনিত (২) মন্দহাসি প্রকাশ পাইতেছে। **জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা**—জলকণ (অশ্রুবিন্দু) দ্বারা ব্যাকীর্ণ (ব্যাপ্ত) হইয়াছে পক্ষ্ম (চক্ষুরোম—

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১৮)—

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্।
কান্তায়াঃকিলকিঞ্চিতমসৌবীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং যোঽভূন্ন
গীর্গোচরঃ ॥৭॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কান্তায়া নিরোধজন্য-কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমাননং বীক্ষ্য অসৌ কৃষ্ণঃ সঙ্গমাৎ কোটিগুণিতং তমানন্দমবাপ য আনন্দঃ গিরাং গোচরো নাভূৎ। কিলকিঞ্চিতমাহ। বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রমিত্যত্র। বাষ্পব্যাকুলিতমিতি রুদিতম্।১। অরুণাঞ্চলমিতি ক্রোধঃ।২। চলন্নেত্রমিতি ভয়ম্।৩। রসোল্লাসিতমিতি গর্ব্বঃ।৪। হেলোল্লাসচলাধরমিত্যভিলাষঃ।৫। কুটিলিত-ভ্রূযুগ্মমিত্যসূয়া।৬। উদ্যৎস্মিতমিতি স্মিতম্।৭। উজ্জ্বলনীলমণৌ যথা। গর্ব্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূয়া-ভয়ক্রুধাম্। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্॥ সদানন্দবিধায়িনী।৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চক্ষুর পাতা) রূপ অঙ্কুর যাহার, তাদৃশী দৃষ্টি। শ্রীরাধার রোমগুলি অশ্রু-কণায় ভিজিয়া গিয়াছে; ইহা দ্বারা (৩) রোদন প্রকাশ পাইতেছে। **কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা**—কিঞ্চিৎ (ঈষৎ) পাটলিত (অরুণবর্ণ) হইয়াছে অঞ্চল (প্রান্তভাগ) যাহার, তাদৃশী দৃষ্টি। শ্রীরাধার নয়নের প্রান্তভাগ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়াছে; ইহা দ্বারা (৪) ক্রোধ প্রকাশ পাইতেছে। **রসিকতোৎসিক্তা**—রসিকতাদ্বারা উত্তমরূপে সিক্ত হইয়াছে যাহা, তাদৃশী দৃষ্টি। শ্রীরাধার নয়ন রসাস্বাদন-বাসনায় যেন আপ্লুত হইয়া গিয়াছে; ইহা দ্বারা (৫) অভিলাষ প্রকাশ পাইতেছে। **পুরঃকুঞ্চতী**—পুরঃ (শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে—সম্মুখে অবস্থিতি হেতু) সঙ্কুচিতা হইয়াছে যে দৃষ্টি। এই চক্ষুঃ-সঙ্কোচনদ্বারা (৬) ভয় প্রকাশ পাইতেছে। **মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা**—মধুর রূপে ব্যাভুগ্ন (বক্র) যে তারা (চক্ষুর তারকা), তদ্দ্বারা উত্তরা (অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যশালিনী) হইয়াছে যে দৃষ্টি। শ্রীরাধার নয়ন-তারকা মধুর-বক্রতা ধারণ করিয়া অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিয়াছে। চক্ষুর মধুর-বক্র-তারকাদ্বারা (৭) গর্ব্ব ও (৮) অসূয়া সূচিত হইয়াছে। এই আটটী ভাবের অভিব্যক্তিতে কিলকিঞ্চিত ভাব সূচিত হইতেছে। শ্রীরাধার দৃষ্টিও **কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী**—কিলকিঞ্চিত-ভাবরূপ পুষ্পগুচ্ছদ্বারা পরিশোভিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মনোহারিণী হইয়াছে।

কিলকিঞ্চিত ভাবের উদাহরণ এই শ্লোক।

শ্লো।৭। অন্বয়। অসৌ (সেই—শ্রীকৃষ্ণ) রাধায়াঃ (শ্রীরাধার) বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং (যাহা বাষ্প—অশ্রু—পরিপূরিত, যাহার প্রান্তভাগ অরুণবর্ণ এবং যাহা চঞ্চল—এরূপ নেত্র বিরাজিত যে মুখে) রসোল্লাসিতং (যে মুখ রসে উল্লসিত) হেলোল্লাসচলাধরং (যাহার অধর হেলানামক ভাবের উল্লাসে চপল), কুটিলিতভ্রূযুগ্মং (যাহাতে কুটিল ভ্রূযুগল শোভা পাইতেছে), উদ্যৎস্মিতং (যাহাতে ঈষৎ হাস্যের উদয় হইয়াছে), কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতং (কিলকিঞ্চিতভাবভূষিত) আননং (সেই আনন—মুখ) বীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) সঙ্গমাৎ (সঙ্গম হইতে) কোটিগুণিতং (কোটিগুণ) তং (সেই) আনন্দং (আনন্দ) অবাপ (পাইয়াছিলেন) যঃ (যেই—যেই আনন্দ) গীর্গোচরঃ (বাক্যের বিষয়ীভূত) ন অভূৎ (হয় নাই)।

অনুবাদ। যে মুখে—অশ্রুপরিব্যাপ্ত, অরুণপ্রান্ত এবং চঞ্চল নেত্রদ্বয় বিরাজিত, যাহা রসে উল্লসিত, যাহা হেলানামক ভাববিশেষের উল্লাসে চপলাধরবিশিষ্ট, যাহাতে কুটিল-ভ্রূযুগল শোভা পাইতেছে এবং যাহাতে ঈষৎ হাস্যের উদয় হইয়াছে—শ্রীরাধার তাদৃশ কিলকিঞ্চিত-ভাব-ভূষিত বদন নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ লাভ করেন, তাহা সঙ্গম হইতে কোটিগুণ অধিক এবং তাহা বাক্যের অগোচর।৭

মধ্যাহ্নলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার অঙ্গ স্পর্শ করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়া পরিহাস বাক্য বলিতে লাগিলেন, তখন যদিও স্পর্শ দান করিতে শ্রীরাধা উৎসুকা, তথাপি লজ্জা, ভয় ও বামতাবশতঃ যেন পুষ্পচয়ন নিমিত্তই তিনি এক দিকে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন; তখন শ্রীরাধার যে অবস্থা হইয়াছিল এবং সেই অবস্থা দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহাই এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। এই অবস্থায়

এত শুনি প্রভুর হৈলা আনন্দিত মন।
সুখাবিষ্ট হৈয়া স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন—॥ ১৭৫
বিলাসাদি-ভাবভূষার কহ ত লক্ষণ।
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন॥ ১৭৬
তবে ত স্বরূপগোসাঞি কহিতে লাগিলা।
শুনি প্রভু ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা॥ ১৭৭
রাধা বসি আছে কিবা বৃন্দাবনে যায়।
তাহাঁ যদি আচম্বিতে কৃষ্ণদর্শন পায়॥ ১৭৮
দেখিতেই নানা ভাব হয় বিলক্ষণ।
সেই বৈলক্ষণ্যের নাম 'বিলাস' ভূষণ॥ ১৭৯

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাব-
প্রকরণে (৬৭)—
গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তাৎকালিকমিত্যনেন প্রিয়সঙ্গারম্ভকাল এব লক্ষ্যতে। চক্রবর্ত্তী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীরাধার **আননং**—মুখ কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছেন। **বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং**—বাষ্প (অশ্রু) দ্বারা ব্যাকুলিত এবং অরুণ (রক্তবর্ণ) অঞ্চল (প্রান্ত) বিশিষ্ট এবং চঞ্চল নেত্র (নয়ন) যাহাতে, তাদৃশ আনন। শ্রীরাধার মুখে যে নয়নদ্বয় ছিল, সেই নয়নদ্বয় অশ্রু দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহাদের প্রান্তদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহারা তখন বেশ চঞ্চল (অস্থির) হইয়া উঠিয়াছিল। [বাষ্পাকুলিত লোচনদ্বারা (১) রোদন, রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বারা (২) ক্রোধ এবং চঞ্চল নেত্র দ্বারা (৩) ভয় সূচিত হইতেছে।]। **রসোল্লাসিতং**—রসে উল্লসিত হইয়াছিল যাহা, তাদৃশ মুখ; শ্রীরাধার মুখ গর্ব্বরসে উল্লাসিত হইয়াছিল। [ইহা দ্বারা (৪) গর্ব্ব সূচিত হইতেছে]। আর **হেলোল্লাসচলাধরং**—হেলানামক শৃঙ্গার-সূচক ভাবের উদয়ে যে উল্লাস জন্মিয়াছিল, তাহার ফলে চল (চপল—চঞ্চল—কম্পিত) হইয়াছে অধর যাহাতে তাদৃশ মুখ; শ্রীরাধার মধ্যে হেলা নামক শৃঙ্গার-সূচক ভাবের উদয় হইয়াছিল; তাহার ফলে তাঁহার অত্যন্ত উল্লাস জন্মিয়াছিল; সেই উল্লাসে তাঁহার অধর কম্পিত হইতেছিল। [ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের (৫) অভিলাষ সূচিত হইতেছে]। **কুটিলিত ভ্রূযুগ্মং**--কুটিলিত (বক্র) হইয়াছে ভ্রূযুগ্ম (ভ্রূযুগল) যাহাতে তাদৃশ মুখ; শ্রীরাধার ভ্রূ-যুগলও কুটিল হইয়াছিল। [ইহা দ্বারা (৬) অসূয়া প্রকাশ পাইতেছে]। **উদ্যতস্মিতং**—উদিত হইয়াছে স্মিত (মন্দহাসি) যাহাতে তাদৃশ মুখ; তখন শ্রীরাধার মুখে মন্দহাসিও শোভা পাইতেছিল। [ইহা দ্বারা (৭) স্মিত বা মন্দ হাস্য প্রকাশ পাইতেছে]। গর্ব্বাদি সাতটী ভাবের যুগপৎ উদয়ে শ্রীরাধার মধ্যে কিলকিঞ্চিত-ভাবের উদয় হইয়াছিল; এই **কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতং**—কিলকিঞ্চিতভাব দ্বারা পরিশোভিত শ্রীরাধার বদন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে আনন্দ জন্মিল, তাহা **সঙ্গমাৎ কোটিগুণিতং**—শ্রীরাধার সহিত সঙ্গম হইতেও কোটিগুণ অধিক এবং তাহা **গীর্গোচরঃ ন অভূৎ**—বাক্যের অগোচর, অনির্ব্বচনীয়। **হেলা**—২।৮।১৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৪ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭৫। এত শুনি—১৭৩-১৭৪ পয়ারোক্ত কিলকিঞ্চিত ভাবের কথা শুনিয়া।

১৭৬। প্রভু এক্ষণে স্বরূপ-দামোদরকে বিলাসাদি-ভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। **বিলাসাদি**—বিলাস, ললিত, কুট্টমিত প্রভৃতি। পরবর্ত্তী পয়ারাদিতে এই কয়টী ভাবের লক্ষণ বলা হইয়াছে।

১৭৮। কোন্ স্থলে বিলাস-নামক ভাবের উদয় হয়, প্রথমে তাহাই বলিতেছেন। শ্রীরাধা বসিয়া আছেন, এমন সময়ে, কি বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ যদি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পান, তাহা হইলে বিলাস-নামক ভাবের উদয় হয়।

১৭৯। দেখিতেই ইত্যাদি—ঐরূপ অবস্থায় অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হইলে গতি-আদির যে বৈশিষ্ট্য জন্মে, তাহাকেই বিলাস বলে। **বৈলক্ষণ্য**—বিশিষ্টতা; স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অন্যরূপ অবস্থা।

শ্লো। ৮। অন্বয়। গতি-স্থানাসনাদীনাং (গমন, অবস্থান, উপবেশনাদির) মুখনেত্রাদিকর্ম্মাণাং (মুখ-

লজ্জা হর্ষ অভিলাষ সম্ভ্রম বাম্য ভয়।
এত ভাব মিলি রাধায় চঞ্চল করয় ॥ ১৮০

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১১)—

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি।
চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ প্রিয়স্য মুদে আনন্দায় সা বিলাসাখ্যেন স্বস্য স্বোজ্জাতাবাত্মনি স্বং ত্রিষাত্মীয়ে স্বোঽস্ত্রিয়াং ধনে ইত্যমরঃ। অলঙ্কারেণ বৃতাসীৎ। বিলাসাখ্যালঙ্কারমাহ। কৃষ্ণদর্শনাদস্যাগতিঃ স্থগিতকুটিলাভূৎ। মুখমপি তিরশ্চীনং নীলবস্ত্রেণ দরং স্বল্পমাবৃতং চাভূৎ। নয়নযুগং চলন্তী তারা যত্র তৎ স্ফারং বিস্তৃতং আভুগ্নমল্পবক্রং চাভূৎ উজ্জ্বলনীলমণৌ বিলাসলক্ষণং যথা। গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদি কর্ম্মণাম্। তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজঃ॥ সদানন্দবিধায়িনী। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নেত্রাদির কর্ম্মসকলের) প্রিয়সঙ্গজং (প্রিয়সঙ্গজনিত) তাৎকালিকং (সেইকালের—প্রিয়সঙ্গ প্রারম্ভকালের) বৈশিষ্ট্যং (বৈশিষ্ট্যই) বিলাসঃ (বিলাস)।

অনুবাদ। গমন, অবস্থান ও উপবেশনাদির এবং মুখ-নেত্রাদির কর্ম্মসকলের প্রিয়সঙ্গজনিত যে তাৎকালিক (প্রিয়সঙ্গারম্ভকালের) বৈশিষ্ট্য, তাহাকে বিলাস বলে। ৮

গতিস্থানাসনাদীনাং—গতি (গমন), স্থান (স্থিতি, অবস্থান) ও আসন (আসনে উপবেশন) ইত্যাদির; গমনের, একস্থানে অবস্থানের, উপবেশনাদির। **মুখ-নেত্রাদিকর্ম্মণাং**—মুখ ও নেত্রাদির কর্ম্মসমূহের; মুখভঙ্গীর, নেত্রভঙ্গীর, মুখ-নেত্রাদি সম্বন্ধীয় অন্য কর্ম্মাদির।

হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া পড়িলে গমনের, অবস্থানের বা উপবেশনের যে বৈশিষ্ট্য জন্মে—গমনাদির ভঙ্গী স্বাভাবিক ভঙ্গী হইতে যে অন্যরূপ ধারণ করে এবং মুখ-নেত্রাদির ভঙ্গী বা ক্রিয়াতেও যে বৈশিষ্ট্য জন্মে, তাহাকেই বিলাস বলে।

বিলাসালঙ্কারের লক্ষণজ্ঞাপক এই শ্লোক।

১৮০। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া পড়িলে গতি-স্থানাদির বৈশিষ্ট্য কেন জন্মে (অর্থাৎ বিলাস নামক ভাবের কারণ কি), তাহাই বলিতেছেন।

হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে শ্রীরাধার যে লজ্জা, হর্ষ, অভিলাষ, সম্ভ্রম, বাম্য ও ভয় জন্মে, তাহাতেই তিনি চঞ্চল হইয়া পড়েন এবং এই চঞ্চলতাবশতঃই তাঁহার গমন-অবস্থানাদি স্বাভাবিক ভঙ্গী হারাইয়া এক অদ্ভুত ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া থাকে।

লজ্জা—অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া পড়াতে লজ্জা। **হর্ষ**—প্রাণবল্লভকে দেখিয়া হর্ষ। **অভিলাষ**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গের নিমিত্ত অভিলাষ (ইচ্ছা)। **সম্ভ্রম**—ভয়াদিজনিত ত্বরা; হঠাৎ আসিয়া পড়াতে কি করিবেন, কি না করিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়া। **বাম্য**—১।৪।১১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ভয়**—শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গস্পর্শাদি করিবেন ভাবিয়া, অথবা কেহ তাহা দেখিয়া ফেলিবে আশঙ্কা করিয়া, অথবা কেহ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য দেখিয়া ফেলিবে আশঙ্কা করিয়া ভয়।

শ্লো। ৯। অন্বয়। পুরঃ (সাক্ষাতে) কৃষ্ণালোকাৎ (শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া) অস্যাঃ (ইঁহার—শ্রীরাধার) গতিঃ (গমন) স্থগিতকুটিলা (স্থগিত ও কুটিল) অভূৎ (হইয়াছিল), শ্রীমুখং (তাঁহার মুখ) অপি (ও) তিরশ্চীনং (বক্র) কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং (এবং নীলবস্ত্রে ঈষৎ আবৃত) [অভূৎ] (হইয়াছিল); নয়নযুগং (তাঁহার

কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাইয়া।
তিন-অঙ্গ-ভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাইয়া ॥ ১৮১
মুখে-নেত্রে করে নানাভাবের উদ্গার।
এই কান্তাভাবের নাম 'ললিত' অলঙ্কার ॥ ১৮২

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাব-
প্রকরণে (৭৫)—
বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্‌যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্ ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভ্রুবোর্বিলাসো মনোহরো যত্র। চক্রবর্ত্তী। ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নয়নদ্বয়) চলত্তারং (চঞ্চল-তারকাবিশিষ্ট) স্ফারং (বিস্ফারিত) আভুগ্নং (এবং ঈষৎ বক্র) [অভূৎ] (হইয়াছিল); ইতি (এইরূপে) সা (সেই—শ্রীরাধা) প্রিয়মুদে (প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধানার্থ) বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণবলিতা (বিলাসাখ্য-স্বীয় অলঙ্কারে ভূষিতা) আসীৎ (হইলেন)।

অনুবাদ। সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধার গতি (গমন) প্রথমে স্থগিত, তারপর কুটিল (বক্র) হইল; তাঁহার মুখও বক্র এবং নীলবস্ত্রে ঈষৎ আবৃত হইল; তাঁহার নয়নদ্বয়ের তারকা চঞ্চল হইল (বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল) এবং নয়নদ্বয় বিস্ফারিত (বিস্তৃত) ও ঈষৎ বক্রও হইল; শ্রীরাধা এইরূপে স্বীয়-বিলাসাখ্য-অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের হেতু হইলেন। ৯

এস্থলে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধার গমনাদির যে বৈশিষ্ট্য জন্মিয়াছিল, তাহা দেখান হইতেছে। গতির বৈশিষ্ট্য—শ্রীরাধা সহজভাবে সোজাসোজি চলিয়া যাইতেছিলেন; শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার গতি প্রথমে থামিয়া গেল; একটু পরে তিনি (পূর্ব্বের স্বাভাবিক সোজা গমন ছাড়িয়া) বক্রগতিতে চলিতে আরম্ভ করিলেন। মুখনেত্রাদির কর্ম্মের বৈশিষ্ট্য—শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া হঠাৎ তিনি মুখ একটু বাঁকাইলেন (ঘুরাইয়া নিলেন) এবং পরিধানের নীলাম্বর দ্বারা মুখখানাকে একটু ঢাকিয়া রাখিলেন। নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইল, দৃষ্টি ঈষৎ বক্র হইল (বক্রদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিতে লাগিলেন) এবং চক্ষুর তারকাও ঘূর্ণিত হইতে লাগিল (একবার বক্রদৃষ্টিতে কৃষ্ণের দিকে, একবার অন্যদিকে—তাড়াতাড়িভাবে এরূপ করিতে করিতেই চক্ষুর তারকা ঘুরিতে লাগিল)। এইরূপে শ্রীরাধার গমনে এবং মুখনেত্রাদির ক্রিয়ায় যে বৈশিষ্ট্য জন্মিল, তাহাই বিলাস-নামক ভাব; এই ভাবের উদয়ে শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য এতই বর্দ্ধিত হইল যে, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

বিলাসালঙ্কারের উদাহরণ এই শ্লোক।

১৮১-৮২। বিলাস-নামক ভাবের কথা বলিয়া এক্ষণে ললিত-নামক ভাবের কথা বলিতেছেন।

কোন্ সময়ে ললিত-নামক ভাবের উদয় হয়, তাহা বলিতেছেন। **কৃষ্ণ আগে** ইত্যাদি—শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন, তখনই শ্রীরাধার দেহে ললিত-নামক ভাবের উদয় হয়। এক্ষণে ললিতের লক্ষণ বলিতেছেন—তিন অঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা। **তিন-অঙ্গ-ভঙ্গে**—গ্রীবা (ঘাড়), চরণ ও কটী এই তিন অঙ্গ-ভঙ্গ করিয়া বা বাঁকাইয়া; ত্রিভঙ্গ হইয়া। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া যখন ভ্রূ নাচাইতে থাকেন, মুখে এবং নেত্রে নানাভাব প্রকাশ করিতে থাকেন, তখন বলা হয় তিনি ললিতালঙ্কারে ভূষিত হইয়াছেন।

কান্তাভাবের—কান্তার (প্রেয়সীর) এইরূপ ভাবের। **ললিত-অলঙ্কার**—ললিত-নামক ভাবরূপ অলঙ্কার।

শ্লো ১০। অন্বয়। যত্র (যাহাতে) অঙ্গানাং (অঙ্গ সমূহের) বিন্যাসভঙ্গিঃ (বিন্যাস—অবস্থান-ভঙ্গি) ভ্রূবিলাসমনোহরা (ভ্রূবিলাস দ্বারা মনোহর) সুকুমারা (এবং সুকুমার) ভবেৎ (হয়) তৎ (তাহা) ললিতং (ললিত-নামক ভাব) উদাহৃতং (কথিত হয়)।

অনুবাদ। যাহাতে অঙ্গসমূহের বিন্যাসভঙ্গি ভ্রূ-বিলাসদ্বারা মনোহর ও সুকুমার (কোমলতাযুক্ত) হয়, তাহাকে ললিত-নামক ভাব বলে। ১০

ললিত-ভূষিত যদি রাধা দেখে কৃষ্ণ।
দোঁহে দোঁহা মিলিবারে হয় ত সতৃষ্ণ ॥ ১৮৩

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১৪)—

হ্রিয়া তির্য্যগ্-গ্রীবা-চরণ-কটিভঙ্গীসুমধুরা
চলচ্চিল্লীবল্লীদলিতরতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ।
প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিতললিতালালিততনুঃ
প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীতুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্থাতুং গন্তুং চাসমর্থা প্রিয়প্রীত্যৈ উদিতললিতালঙ্কারেণ যুতাসীৎ। ললিতালঙ্কারযুতায়াঃ প্রকারমাহ। হ্রিয়েত্যাদি চলচ্চিলী ভ্রূঃ সৈব বল্লী তয়া দলিতো নির্জ্জিতঃ কন্দর্পস্যোর্জ্জিতধনুর্যয়া সা। প্রিয়স্য প্রেম্নো য উল্লাসস্তেন উল্লসিতা সা চাসৌ ললিতয়া লালিতা তনুর্যস্যাঃ সা। প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিতা চাসৌ ললিতা চেতি তয়া লালিতা ক্রোড়ীকৃত্য হস্তস্পর্শাদিনা সেবিতা তনুর্যস্যাঃ সা। তস্য মানবৃদ্ধৌ ললিতায়া হর্ষো ভবতীতি ভাবঃ। ললিতং যথোজ্জ্বলনীলমণৌ। বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা। সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদীরিতম্॥ সদানন্দ-বিধায়িনী। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ললিত-নামক অলঙ্কারের লক্ষণ এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

১৮৩। শ্রীরাধা যখন ললিত-ভাবরূপ অলঙ্কারে ভূষিত হয়েন, তখন যদি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীরাধার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন এবং শ্রীরাধাও তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন।

শ্লো। ১১। অন্বয়। হ্রিয়া (লজ্জাবশতঃ) তির্য্যগ্‌গ্রীবা (যাঁহার গ্রীবাদেশ বক্র হইয়াছে) চরণ-কটীভঙ্গীসুমধুরা (যাঁহার চরণভঙ্গী ও কটীভঙ্গী বড়ই মধুর) চলচ্চিল্লীবল্লীদলিতরতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ (চঞ্চল-ভ্রূলতা দ্বারা যিনি কন্দর্পের প্রভাবশালী ধনুকেও পরাজিত করিয়াছেন) প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিত-ললিতা-লালিততনুঃ (শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমোল্লাসে উল্লসিতা ললিতা যাঁহার দেহের লালন করেন) সা (সেই শ্রীরাধা) প্রিয়প্রীত্যৈ (প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত) উদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা (প্রকটীভূত ললিতালঙ্কারযুক্তা) আসীৎ (হইয়াছিলেন)।

অনুবাদ। লজ্জায় যাঁহার গ্রীবাদেশ বক্র হইয়াছে, যাঁহার চরণভঙ্গী ও কটীভঙ্গী বড়ই মধুর, চঞ্চল ভ্রূলতাদ্বারা যিনি কামদেবের প্রভাবশালী ধনুকেও পরাভূত করিয়াছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমোল্লাসে উল্লাসিতা ললিতা দ্বারা যাঁহার দেহ লালিত, সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির নিমিত্ত প্রকটিত-ললিতালঙ্কারে যুক্তা হইলেন (অর্থাৎ ললিতালঙ্কারযুক্তা হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষের হেতুভূত হইলেন)। ১১

হ্রিয়া—শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাতে দেখিয়া লজ্জাবশতঃ। **তির্য্যগ্‌গ্রীবা**—তির্য্যক্ (বক্র) হইয়াছে গ্রীবা যাঁহার এবং **চরণকটীভঙ্গীসুমধুরা**—চরণ এবং কটীর ভঙ্গীদ্বারা সুমধুরা হইয়াছেন যিনি; চরণ ও কটীর রমণীয় ভঙ্গীদ্বারা যাঁহার মনোহারিত্ব অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে [গ্রীবা, চরণ ও কটীর ভঙ্গীদ্বারা অঙ্গসমূহের মনোরম বিন্যাস সূচিত হইল]; **চলচ্চিল্লীবল্লীদলিত-রতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ**—চঞ্চল চিল্লী (ভ্রূ) রূপ বল্লী (লতা) দ্বারা দলিত (সম্যক্‌রূপে পরাভূত) হইয়াছে রতিনাথের (কন্দর্পের) উর্জ্জিত (প্রভাবশালী—অতিশক্তিশালী) ধনু যাঁহাদ্বারা [কন্দর্পের ধনু অত্যন্ত শক্তিশালী; এই ধনুদ্বারা কামদেব সমস্ত জগৎকে সম্যক্‌রূপে পরাজিত করিতে সমর্থ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে শ্রীরাধা ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া যখন তাঁহার ভ্রূলতাকে চঞ্চলভাবে নৃত্য করাইতে লাগিলেন, তখন সেই ভ্রূলতার সৌন্দর্য্য ও মনোহারিত্ব এতই অধিকরূপে বিকশিত হইল যে, তাহার তুলনায় কন্দর্পের ধনু নিতান্ত নগণ্য বলিয়া পরিগণিত হইল; যে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সেই ধনুকধারী স্বয়ং কামদেব পর্য্যন্ত মোহিত হন, শ্রীরাধার ভ্রূলতার নৃত্যমাধুরী দর্শন করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া গেলেন। ইহাদ্বারা ভ্রূবিলাসমনোহরত্ব সূচিত হইল]। **প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিত-ললিতালালিত-তনুঃ**—প্রিয়তম

লোভে আসি কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ।
অন্তরে উল্লাস রাধা করে নিবারণ॥ ১৮৪
বাহিরে বামতা ক্রোধ, ভিতরে সুখমন।
'কুট্টমিত' নাম এই ভাববিভূষণ॥ ১৮৫

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে (৭৩)—
স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্তনাধরাদীত্যত্র বিবিক্ত ইতি। শেষো দেয়ঃ সখীদৃষ্টিপথেতু কিলকিঞ্চিত এব স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। চক্রবর্ত্তী। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের যে উল্লাস (বৈচিত্রীময় বিকাশ), তদ্দ্বারা উল্লসিতা যে ললিতা, সেই ললিতাদ্বারা লালিতা (কোলে লইয়া হস্তস্পর্শাদিদ্বারা সেবিতা) তনু (দেহ) যাঁহার [শ্রীরাধার দেহ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের সামগ্রী, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে প্রাণাপেক্ষাও প্রীতির বস্তু; তাই কৃষ্ণপ্রেমে উল্লাসিতা—শ্রীকৃষ্ণে-পরম-অনুরাগবতী—ললিতা শ্রীরাধার দেহকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া অতি যত্নে ও অতি প্রীতির সহিত হস্তস্পর্শাদি দ্বারা লালন করিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা দেহের সুকুমারত্ব—সুতরাং অঙ্গ-ভঙ্গীরও লালিত্য সূচিত হইতেছে]; **সা**—সেই শ্রীরাধা **উদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা**—উদিত (প্রকটিত) যে ললিত-নামকভাবরূপ অলঙ্কার, তদ্দ্বারা যুক্তা হইলেন; শ্রীরাধার দেহের ললিত-নামক ভাব প্রকটিত হইয়া সেই দেহের শোভা অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত করিল; তাহাতে সেই ললিত-ভাবভূষিতা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-সন্তোষের হেতুভূত হইলেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

ললিতালঙ্কারের উদাহরণ এই শ্লোক।

১৮৪-৮৫। এক্ষণে কুট্টমিত-নামক ভাবের কথা বলিতেছেন। প্রথমতঃ, কোন্‌স্থলে কুট্টমিত ভাবের উদয় হয়, তাহা বলিতেছেন, লোভে আসি ইত্যাদি দ্বারা।

লোভে—শ্রীরাধার সঙ্গলোভে। **কঞ্চুক**—কাঁচুলি; স্তনের আচ্ছাদনবস্ত্র। **কঞ্চুকাকর্ষণ**—কাঁচুলি টানা।

শ্রীরাধার সঙ্গলোভে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যখন শ্রীরাধার কাঁচুলি ধরিয়া টান দেন, তখনই শ্রীরাধার মধ্যে কুট্টমিত-ভাবের উদয় হয়।

অন্তরে উল্লাস ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার কঞ্চুকাকর্ষণ করেন, তখন শ্রীরাধার অন্তরে অত্যন্ত আনন্দ হয়; কিন্তু তিনি সেই আনন্দ বাহিরে প্রকাশ করেন না, বাহিরে বরং কঞ্চুকাকর্ষণ করিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিষেধ করেন—বাধা দেন। বাহিরে তিনি বাম্যভাব প্রকাশ করেন, কঞ্চুকাকর্ষণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশও করেন, কিন্তু অন্তরে তিনি সুখ অনুভব করেন। এসমস্তই কুট্টমিত-ভাবের লক্ষণ।

ভাববিভূষণ—ভাবরূপ বিভূষণ (অলঙ্কার)।

শ্লো। ১২। অন্বয়। স্তনাধরাদিগ্রহণে (নায়ককর্ত্তৃক নায়িকার স্তন ও অধরাদি গৃহীত হইলে) হৃৎপ্রীতৌ (নায়িকার হৃদয়ে আনন্দ হইলে) অপি (ও) সম্ভ্রমাৎ (সম্ভ্রমবশতঃ) ব্যথিতবৎ (ব্যথিতের ন্যায়) বহিঃ (বাহিরের) ক্রোধঃ (ক্রোধ) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক) কুট্টমিতং (কুট্টমিত) প্রোক্তম্ (কথিত হয়)।

অনুবাদ। (নায়ক যদি নায়িকার) স্তন বা অধরাদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে চিত্তে আনন্দ হওয়াসত্ত্বেও নায়িকা যদি সম্ভ্রমবশতঃ (সখীদের সাক্ষাতে লজ্জাবশতঃ) ব্যথিতার ন্যায় বাহিরে (নায়কের প্রতি) ক্রোধ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেই ক্রোধকে পণ্ডিতগণ কুট্টমিত বলেন। ১২

স্তনাধরাদিগ্রহণে—স্তনে হস্ত প্রদান, অধরে অধর (চুম্বন) প্রদানাদি।

কুট্টমিতভাবের লক্ষণ এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণিরোধ।
অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ॥ ১৮৬

ব্যথা পাঞা করে যেন শুষ্ক-রোদন।
ঈষৎ হাসিয়া করে কৃষ্ণকে ভৎর্সন॥ ১৮৭

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—

পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং
ভৎর্সনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ।
মাধবস্য কুরুতে করভোরুঃ
হারি শুষ্করুদিতঞ্চ মুখেঽপি॥ ১৩॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

করভোরুঃ হস্তিশুণ্ডবদূরু যস্যাঃ সা রাধা অবিরোধিতবাঞ্ছং যথা স্যাৎ তথা মাধবস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাণিরোধং কুরুতে তথা ভৎর্সনাদিকঞ্চ কুরুতে। চক্রবর্ত্তী। ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮৬-৮৭। কুট্টমিত-ভাবের লক্ষণকে আরও পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতেছেন।

কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ণ হয়—স্তন কি অধর গ্রহণে যাহাতে কৃষ্ণের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে সেই ভাবে; স্তনাধরাদি-গ্রহণে শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে বাধা না পান, সেইভাবে (নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের অন্তর্গত "অবিরোধিতবাঞ্ছং" শব্দের অনুবাদেই "কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ হয়" বলা হইয়াছে; সুতরাং এই বাক্যের উক্ত রূপ অর্থ ই করিতে হইবে)। **করে পাণিরোধ**—(শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের) পাণি (হস্তকে) রোধ করেন; স্তন ধরিতে উদ্যত হাতকে বাধা দেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার স্তন ধারণ করার নিমিত্ত হাত বাড়াইয়া দেন, তখন শ্রীরাধা (লজ্জাবশতঃ) শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দেন বটে; কিন্তু এমন ভাবে বাধা দেন, যাহাতে স্তনধারণে শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবিক কোনও বিঘ্ন না জন্মে, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অভীষ্ট স্তনধারণে সমর্থ হইতে পারেন (ইহা কুট্টমিতের একটা লক্ষণ)।

অন্তরে আনন্দ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণকে স্তনধারণে উদ্যত দেখিয়া শ্রীরাধার অন্তরে আনন্দ জন্মে; তথাপি তিনি বাহিরে বাম্যভাব প্রকাশ করেন (বাহ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কাজ করিতে উদ্যত বলিয়া ভাব প্রকাশ করেন) এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধও (বোধ হয় কৃত্রিম ক্রোধ) প্রকাশ করেন (ইহাও কুট্টমিতের একটী লক্ষণ)।

ব্যথা পাঞা ইত্যাদি—(প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও ব্যথা পান নাই, বরং আনন্দই পাইতেছেন; তথাপি কিন্তু) যেন খুব ব্যথা পাইয়াছেন, এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া কৃত্রিম কান্নাও কান্দেন (ইহাও কুট্টমিতের একটী লক্ষণ)।

শুষ্ক রোদন—কৃত্রিম রোদন।

ঈষৎহাসিয়া ইত্যাদি—শুষ্করোদন করিতে আবার ঈষৎ হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কারও করেন (ইহাও কুট্টমিতের একটী লক্ষণ)।

ভৎর্সন—তিরস্কার; গালি। ঈষৎ-হাসিদ্বারা বুঝা যাইতেছে—এই ভৎর্সন আন্তরিক নহে, কেবল মৌখিক মাত্র; ঈষৎ-হাসিদ্বারা আন্তরিক সন্তোষই সূচিত হইতেছে।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। করভোরুঃ (হস্তিশুণ্ডতুল্য উরুযুক্তা শ্রীরাধা) অবিরোধিতবাঞ্ছং (শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছার অবিরোধী ভাবে) মাধবস্য (শ্রীকৃষ্ণের) পাণিরোধং (হস্তরোধ) কুরুতে (করেন), মধুরস্মিতগর্ভাঃ (অন্তর্নিহিতমধুরহাস্যযুক্ত) ভৎর্সনাশ্চ (তিরস্কারও) [কুরুতে] (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি করেন), মুখেঽপি (মুখেও) হারি (শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণযোগ্য) শুষ্করোদিতং (শুষ্করোদন) [কুরুতে] (করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ। হস্তিশুণ্ডতুল্য-উরুশালিনী শ্রীরাধা—(স্তনাদি-গ্রহণ-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের) বাসনার অবিরোধীভাবে (স্তনধারণোদ্যত) শ্রীকৃষ্ণের হস্তকে রোধ করেন, মধুর মন্দহাসিকে অন্তরে গোপন করিয়া (শ্রীকৃষ্ণকে) তিরস্কারও করেন এবং মুখে (শ্রীকৃষ্ণের) মনোহরণযোগ্য শুষ্করোদনও করিয়া থাকেন। ১৩

এইমত আর সব ভাববিভূষণ।
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণমন ॥ ১৮৮
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা—না যায় বর্ণন।
আপনে বর্ণেন যদি সহস্রবদন ॥ ১৮৯
শ্রীনিবাস হাসি কহে—শুন দামোদর !।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পদ্ বিস্তর ॥ ১৯০

বৃন্দাবন-সম্পদ্ কেবল ফুল কিসলয়।
গিরিধাতু শিখিপিচ্ছ গুঞ্জাফলময় ॥ ১৯১
বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ।
শুনি লক্ষ্মীদেবী-মনে হৈল আসোয়াথ—॥ ১৯২
এত সম্পত্তি ছাড়ি কেনে গেলা বৃন্দাবন ?।
তারে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন ॥ ১৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লোকস্থ "মুখেঽপি" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, কুট্টমিত-ভাববতী শ্রীরাধার শুষ্করোদন কেবল মুখেই প্রকাশিত হইতেছে; ইহা তাঁহার অন্তর হইতে উত্থিত নহে, দুঃখ হইতে উদ্ভূত নহে; অন্তরে তাঁহার আনন্দ। ভর্ৎসনা-শব্দের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে "মধুরস্মিতগর্ভা"—যে ভর্ৎসনার গর্ভে মধুর-স্মিত (মধুর মন্দহাসি) লুক্কায়িত আছে, কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধা সেই ভর্ৎসনা প্রয়োগ করেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়—এই ভর্ৎসনা কপট-ভর্ৎসনা, ইহার মূলে আছে নিবিড় আনন্দ।

১৮৬-৮৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৮৮। এইমত—পূর্ব্বোক্ত, কিলকিঞ্চিত, বিলাস, ললিত, কুট্টমিতাদি ভাবের ন্যায়। **আর সব**—অন্য সকল। অন্যান্য ভাবের বিবরণ ২।৮।১৩৫-৩৬ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **হরে**—হরণ করেন।

১৮৯। সহস্রবদন—অনন্তদেব; অনন্তদেব সহস্র বদনেও কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না।

১৯০। এক্ষণে নূতন প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে। **শ্রীনিবাস**—শ্রীবাস—ইনি পূর্ব্বলীলায় ছিলেন নারদ; তাই শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের প্রতি বিশেষ প্রীতিসম্পন্ন। **দামোদর**—স্বরূপ-দামোদর।

স্বরূপদামোদর ব্রজগোপীদিগের মানের বিবরণ বলিয়া প্রকারান্তরে লক্ষ্মীদেবীর মানের দোষ দেখাইলেন; তাহাতে শ্রীবাস হাসিয়া পরিহাসভরে বলিলেন—"শ্রীজগন্নাথ অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া সামান্য ফুল-ফলে ভরা বৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন বলিয়া লক্ষ্মীদেবী তাঁহার প্রতি ক্রোধ করিয়াছেন মাত্র—মান করেন নাই।"—এইরূপই এই প্রকরণের অভিপ্রায়। এই প্রকরণে শ্রীবাসের উক্তিগুলি পরিহাসোক্তি।

আমার লক্ষ্মীর ইত্যাদি—লক্ষ্মীদেবীর অতুল ঐশ্বর্য্য।

১৯১। বৃন্দাবনের সম্পদের কথা বলিতেছেন। **ফুল**—পুষ্প। **কিসলয়**—নূতন পাতা। **গিরি ধাতু**—গিরিমাটী। **শিখিপিচ্ছ**—ময়ূরপাখা। **গুঞ্জাফল**—কুঁচ।

বৃন্দাবনের সম্পদ্ তো কেবল—ফুল, নূতন পাতা, গিরিমাটী, ময়ূরপাখা, আর কুঁচফল—যাহার মূল্য কিছুই নাই এবং যাহা সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

১৯২। অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ফুল-পাতা-গিরিমাটীময় বৃন্দাবন দেখিবার নিমিত্ত শ্রীজগন্নাথের লোভ জন্মিল এবং তাহাই দেখিবার উদ্দেশ্যে তিনি নীলাচল ছাড়িয়া বৃন্দাবনে গেলেন—ইহা শুনিয়া লক্ষ্মীদেবীর মনে দুঃখ হইল। **আসোয়াথ**—অস্বস্তি, অস্বাস্থ্য, দুঃখ।

১৯৩। তারে হাস্য করিতে—শ্রীজগন্নাথকে উপহাস করিবার নিমিত্ত। **করিলা সাজন**—ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়া বাহির হইলেন।

অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া জগন্নাথ কেন লতাপাতাময় বৃন্দাবনে গেলেন—লক্ষ্মীদেবী ইহাই যেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন না। জগন্নাথকে উপহাস করার নিমিত্তই তিনি আজ তাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়া বাহির

"তোমার ঠাকুর দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি।
পত্র-ফুল-ফল-লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী॥ ১৯৪
এই কর্ম্ম করি কহায় 'বিদগ্ধশিরোমণি'।
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভু দেহ আনি॥" ১৯৫
এত বলি মহালক্ষ্মীর সব দাসীগণ।
কটিবস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর পরিজন॥ ১৯৬
লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি।
ধনদণ্ড লয়, আর করায় বিনতি॥ ১৯৭
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন।
চোরপ্রায় করে জগন্নাথের ভৃত্যগণ॥ ১৯৮
সব ভৃত্যগণ কহে করি যোড়হাত—।
কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ॥ ১৯৯
তবে লক্ষ্মী শান্ত হৈয়া যান নিজ ঘর।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্ বাক্য-অগোচর॥ ২০০
দুগ্ধ আউটে দধি মথে তোমার গোপীগণে।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে॥ ২০১
নারদপ্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস।
শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজদাস॥ ২০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়াছেন—কি ছাড়িয়া কোথায় জগন্নাথ গিয়াছেন, তাঁহার রুচি কি অদ্ভুতরূপে বিকৃত, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই লক্ষ্মীদেবীর এত আয়োজন।

১৯৪-৯৫। এই দুই পয়ারে, শ্রীজগন্নাথের সেবকদের প্রতি লক্ষ্মীদেবীর দাসীদের কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এই কর্ম্ম করি—এইরূপ রুচির পরিচয় দিয়া।

বিদগ্ধ শিরোমণি—রসিক-চূড়ামণি। ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা যাঁহার নাই, অতুল ঐশ্বর্য্য হইতেও লতাপাতার আকর্ষণ যাঁহার নিকটে বেশী, তিনি যে কিরূপে নিজেকে রসিক-শিরোমণি বলিয়া পরিচয় দেন, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা।—ইহাই এই "কর্ম্ম করি"-ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধের তাৎপর্য্য।

১৯৬-৯৭। এত বলি—১৯৪-৯৫ পয়ারের অনুরূপ কথা বলিয়া। **কটিবস্ত্রে**—কটিতে বস্ত্র বাঁধিয়া। **প্রভুর পরিজন**—শ্রীজগন্নাথের সেবকগণকে। **ধন দণ্ড লয়**—দণ্ড (জরিমানা) রূপে টাকা পয়সা আদায় করে। **করায় বিনতি**—বিনয়, কাকুতি-মিনতি করায়।

১৯৮। রথের উপরে ইত্যাদি—১৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **দণ্ডের তাড়ন**—দণ্ড (লাঠি) দ্বারা প্রহার।

চোরপ্রায় ইত্যাদি—জগন্নাথের সেবকদের প্রতি লক্ষ্মীর দাসীগণ যেরূপ ব্যবহার করে, তাহাতে মনে হয়—জগন্নাথের সেবকগণ যেন চোর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

১৯৯। কালি দিব আনি—আগামীকল্য (অর্থাৎ ষষ্ঠী-তিথিতেই) শ্রীজগন্নাথকে আনিয়া দিব। ইহা কেবল শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে প্রবোধ দেওয়ার জন্যই বলা হইয়াছে; প্রকৃত প্রস্তাবে ষষ্ঠীতে শ্রীজগন্নাথ নীলাচলে পুনরাগমন করেন না, একাদশী তিথিতেই তিনি ফিরিয়া আসেন। ২।১৪।১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২০০। বাক্য-অগোচর—কথায় যাহার বর্ণনা করা যায় না; অনির্ব্বচনীয়।

২০১। এই পয়ারে লক্ষ্মীদেবীর ও গোপীগণের পার্থক্য দেখাইতেছেন এবং তদ্দ্বারা—লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া বৃন্দাবনে গোপীগণের নিকটে যাওয়ায় জগন্নাথদেব যে বিকৃত রুচির পরিচয় দিয়াছেন, কৌশলে তাহাও দেখাইতেছেন। বলা বাহুল্য ১৯০-২০১ পয়ার পর্য্যন্ত সমস্তই পরিহাসোক্তি।

দুগ্ধ আউটে—দুধ জাল দেয়। **দধি মথে**—দধিমন্থন করে। **তোমার**—স্বরূপদামোদরকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। **আমার ঠাকুরাণী**—লক্ষ্মীদেবী।

২০২। নারদ-প্রকৃতি—নারদের ন্যায় প্রকৃতি যাঁহার। **করে পরিহাস**—১৯০-২০১ পয়ারের সমস্ত উক্তিই শ্রীবাসের পরিহাসোক্তি। **নিজদাস**—স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ।

প্রভু কহে—শ্রীবাস ! তোমার নারদ-স্বভাব।
ঐশ্বর্য্য ভায় তোমার ঈশ্বর প্রভাব ॥ ২০৩
দামোদরস্বরূপ ইঁহো শুদ্ধ ব্রজবাসী।
ঐশ্বর্য্য না জানে ইঁহো শুদ্ধপ্রেমে ভাসি ॥ ২০৪
স্বরূপ কহেন—শ্রীবাস ! শুন সাবধানে।
বৃন্দাবন সম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে ॥ ২০৫
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদসিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পদ্ তার একবিন্দু ॥ ২০৬
পরমপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণ যাহাঁ ধনী তাহাঁ বৃন্দাবনধাম ॥ ২০৭
চিন্তামণিময় ভূমি, রত্নের ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী-চরণভূষণ ॥ ২০৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২০৩। অন্বয় :—"শ্রীবাস ! তোমার নারদ-স্বভাব। তাই ঐশ্বর্য্য এবং ঈশ্বর-প্রভাবই তোমার ভায় (স্ফূর্ত্তি পায় বা বেশী ভাল লাগে)।"

নারদ-স্বভাব—নারদের ন্যায় স্বভাব বা প্রকৃতি যাঁহার। পূর্ব্বলীলায় শ্রীবাস ছিলেন নারদ। "শ্রীবাসপণ্ডিতো ধীমান্ যঃ পুরা নারদো মুনিঃ। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা। ৯০॥" তাই তাঁহার প্রকৃতি নারদের প্রকৃতির মত। নারদের ভাব ছিল ঐশ্বর্য্যাত্মক ; তাই শ্রীবাসের ভাবও তদ্রূপ। **ভায়**—স্ফূর্ত্তি পায় ; বা ভাল লাগে। **ঈশ্বর-প্রভাব**—ঈশ্বরের প্রভাব বা বিভূতি।

২০৪। শুদ্ধ ব্রজবাসী—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধপ্রেমময় ব্রজবাসী। পূর্ব্বলীলায় স্বরূপদামোদর ছিলেন বিশাখা (গৌরগণোদ্দেশ। ১৬০), কাহারও কাহারও মতে ললিতা ; তাই তাঁহাকে প্রভু শুদ্ধব্রজবাসী বলিয়াছেন। **ঐশ্বর্য্য না জানে ইঁহো**—শুদ্ধামাধুর্য্যময় ব্রজপ্রেমের আশ্রয় বলিয়া স্বরূপদামোদরের চিত্তে ঐশ্বর্য্যের স্ফূর্ত্তি হয় না।

২০৬। স্বরূপদামোদর বৃন্দাবনের সাহজিক সম্পদের কথা বলিতেছেন ২০৬-১৩ পয়ারে।

সাহজিক যে সম্পদ্সিন্ধু—বৃন্দাবনে স্বভাবতঃ যে সম্পদের সমুদ্র আছে, দ্বারকা ও বৈকুণ্ঠের সম্পদ্ তাহার একবিন্দু মাত্র—বৃন্দাবনের সম্পত্তির তুলনায় দ্বারকা-বৈকুণ্ঠের সম্পত্তি অকিঞ্চিৎকর ॥

২০৭। যাঁহাঁ—যে বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের সম্পদ্ কেন বেশী, তাহা বলিতেছেন। সমগ্র ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের আধার পরম-পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বৃন্দাবনের ধনী ; আর দ্বারকাদিতে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি বাসুদেবাদিই ধনী। ধন-পরিমাণের তারতম্যানুসারেই ধনীর তারতম্য ; বাসুদেবাদি শ্রীকৃষ্ণের (বিলাসরূপ) অংশ ; সুতরাং দ্বারকাদির ধনসম্পদ্ও বৃন্দাবনের অংশমাত্র হইবে। এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-ঘন-মূর্ত্তিত্ব, রসঘন-বিগ্রহত্ব এবং শুদ্ধমাধুর্য্য-লীলত্বের কথাই সূচিত হইতেছে।

২০৮। চিন্তামণিময় ভূমি—শ্রীবৃন্দাবনের যে ভূমি, তাহাও চিন্তামণি। চিন্তামণি যেমন—যাহা চাওয়া যায়, তাহাই দিতে পারে, শ্রীবৃন্দাবনের সাধারণ ভূমিও যাহা চাওয়া যায়, তাহাই দিতে পারে। বৃন্দাবনের ভূমিরই এত শক্তি ; সেই স্থানের আসল চিন্তামণির—কৌস্তুভাদির—না জানি কত শক্তি ! অথবা শ্রীবৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণিময়। অন্যস্থানের ভূমি কেবল মাটী ; বৃন্দাবনের ভূমি কেবল চিন্তামণি। অন্যত্র মাটীর যে মূল্য, শ্রীবৃন্দাবনে চিন্তামণিরও সেই মূল্য ; এতই বৃন্দাবনের সম্পদ্রাশি। **রত্নের ভবন**—ভবন অর্থ গৃহ ; শ্রীবৃন্দাবনের গৃহাদি রত্ননির্ম্মিত। অন্যত্র গৃহাদি তৃণ বা ইষ্টক-প্রস্তরাদি দ্বারা নির্ম্মিত হয় ; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের গৃহাদি রত্ন-নির্ম্মিত। অন্যত্র তৃণাদি বা ইষ্টক-প্রস্তরাদির যে মূল্য, বৃন্দাবনে রত্নাদিরও সেই মূল্য ; এতই বৃন্দাবনের সম্পদ্। অথবা, বৃন্দাবনে যদ্দ্বারা গৃহাদি নর্ম্মিত হয়, তাহাই অন্যত্র রত্নের মত মূল্যবান্, বৃন্দাবনের আসল রত্ন না জানি কত মূল্যবান্। অথবা, "রত্নের ভবন" এইটী ভূমির বিশেষণ ; অর্থ এই—শ্রীবৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণিময়, এবং রত্নের আলয়, ভূমিতে বহুল পরিমাণে রত্ন পাওয়া যায়।

কল্পবৃক্ষলতা যাহাঁ সাহজিক বন।
পুষ্পফল বিনা কেহো না মাগে অন্য ধন॥ ২০৯
অনন্ত কামধেনু যাহাঁ চরে বনে বনে।
দুগ্ধমাত্র দেন, কেহো না মাগে অন্য ধনে॥ ২১০
সহজলোকের কথা যাহাঁ দিব্যগীত।
সহজগমন করে নৃত্য-পরতীত॥ ২১১
সর্ব্বত্র জল যাহাঁ অমৃত-সমান।
চিদানন্দজ্যোতিঃ স্বাদ্য যাহাঁ মূর্ত্তিমান্॥ ২১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দাসীচরণভূষণ—চিন্তামণিসমূহ দ্বারা দাসীদিগের চরণ-ভূষণ প্রস্তুত হয়। বৃন্দাবনের সাধারণ দাসীগণের চরণ-ভূষণ যদ্দ্বারা নির্ম্মিত, তাহাই অন্যত্র চিন্তামণিতুল্য। অথবা দাসীগণের যে চরণ-ভূষণ, তাহাও সর্ব্ববাঞ্ছা পূরণ করিতে সমর্থ, কৌস্তুভাদি আসল চিন্তামণির কথা আর কি বলিব?

এই পয়ারের মর্ম্ম হইতে এই বুঝা যায়, সকলের বাঞ্ছনীয় দেবদুর্ল্লভ যে বহুমূল্য চিন্তামণি, শ্রীবৃন্দাবনের সম্পদ্-রাশির তুলনায়, তাহা অতি নগণ্য।

২০৯। সাহজিক বন—বৃন্দাবনের স্বাভাবিক বনাদির যে বৃক্ষলতাদি, তাহারাও কল্পবৃক্ষের মত সকলের সকল বাসনা পূরণ করিতে সমর্থ; সে স্থানের কল্পবৃক্ষের কথা আর কি বলিব? কিন্তু এই বনের বৃক্ষলতাদি সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ হইলেও তাহাদের নিকটে ফুল ও ফল ব্যতীত অন্য কোনও ধন-সম্পত্তি কেহ প্রার্থনা করে না। এই পয়ারে ইহাও ধ্বনিত হইল যে, ব্রজবাসিগণের ধনসম্পত্তি অপরিসীম; তাঁহাদের কিছুরই অভাব নাই, এইজন্যই তাঁহারা ফুল-ফল ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করে না। অথবা, মাধুর্য্যময়-শ্রীবৃন্দাবনে যে নির্ম্মল-মাধুর্য্যের স্রোত সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়া ব্রজবাসিগণ যে পরমানন্দ অনুভব করেন, তাহার তুলনায় ধনরত্নাদির আনন্দ অতি তুচ্ছ মনে করিয়াই তাঁহারা ধনরত্নাদি কামনা করেন না; পুষ্প-ফলাদিই মাধুর্য্যের সমুদ্রকে তরঙ্গায়িত করিতে পারে বলিয়া তাহারা পুষ্প-ফলাদিই সংগ্রহ করেন।

২১০। কামধেনুই ব্রজবাসীদের মতে তাঁহাদের একমাত্র ধন; তাই তাঁহারা অন্য ধনের কামনা করেন না।

বৃন্দাবনে মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ, ঐশ্বর্য্যেরও চরমতম বিকাশ; কিন্তু সর্ব্বাতিশায়ি প্রাধান্য মাধুর্য্যেরই—ঐশ্বর্য্যের নহে। এই স্থানের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত, মাধুর্য্যের সেবা করিয়া রসপুষ্টি-বিধানের জন্য লালায়িত। মাধুর্য্যের আবরণে আবৃত হইয়াই বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের সেবা করিয়া থাকে। সেবার জন্য ঐশ্বর্য্য কাহারও আহ্বানের বা প্রার্থনার অপেক্ষা রাখেনা; সুযোগ এবং প্রয়োজন বুঝিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই মাধুর্য্যের সেবা করিয়া থাকে। ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবাব্যতীত অন্য কিছুই জানেন না। পুষ্পপত্রাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বেশাদি রচনা, সুমিষ্ট ফলাদি বা দুগ্ধাদিদ্বারা তাঁহার আহার্য্যের আয়োজন, তাঁহার রস-উৎসারিণী-লীলার আনুকূল্য—ইত্যাদি দ্বারাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত। তাই কেবল পুষ্প, ফল, দুগ্ধাদিই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য—তৎসমস্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিজনক বলিয়া।

২১১। দিব্যগীত—বৃন্দাবনবাসীদের স্বাভাবিক কথাবার্ত্তাই পরম-মনোহর গীতের মত মধুর; সে স্থানের গীতের কথা আর কি বলিব?

সহজ গমন—তাঁহাদের স্বাভাবিক গমনাগমনই নৃত্যের মত মধুর; তাঁহাদের নৃত্যের কথা আর কি বলিব?

২১২। সর্ব্বত্র জল—সে স্থানের সর্ব্বত্র-প্রাপ্য সাধারণ জলই অমৃতের তুল্য; সে স্থানের অমৃতের কথা আর কি বলিব?

চিদানন্দ-জ্যোতিঃ ইত্যাদি—যে বৃন্দাবনে চিদানন্দ-জ্যোতিঃ (চন্দ্রসূর্য্যরূপে) মূর্ত্তিমান্ হইয়া আস্বাদ্য হইয়াছে। প্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্য জড় বস্তু; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের চন্দ্রসূর্য্য জড়বস্তু নহে, চিদ্বস্তু, চিন্ময়। প্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্য সকল সময়ে আনন্দদায়ক হয় না; অপূর্ণকল চন্দ্র তত আনন্দদায়ক নহে, একসঙ্গে উদিতও হয়না; প্রখর সূর্য্যকিরণ আবার জ্বালাকর; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের চন্দ্র ও সূর্য্য সর্ব্বদাই আনন্দদায়ক,—আনন্দময় এবং একসঙ্গে উদিত হয়। **জ্যোতিঃ**—

লক্ষ্মী জিনি গুণ যাহাঁ লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণবংশী করে যাহাঁ প্রিয়সখীকাজ॥ ২১৩

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৫৬)—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেবং নিজেষ্টদেবং ভজনীয়ত্বেন স্তুত্বা তেন বিশিষ্টং তল্লোকং তথা স্তৌতি শ্রিয়ঃ কান্তা ইতি যুগ্মকেন। **শ্রিয়ঃ** শ্রীব্রজসুন্দরীরূপা স্তাসামেব মন্ত্রে ধ্যানে চ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধেঃ। তাসামনন্তানামপ্যেক এব কান্ত ইতি পরমনারায়ণাদিভ্যো-ঽপি তস্য তত্তল্লোকেভ্যোঽপি তদীয়লোকস্য চাস্য মাহাত্ম্যং দর্শিতং কল্পতরবো দ্রুমা ইতি তেষাং সর্ব্বেষামেব সর্ব্বপ্রদত্বাত্তথৈব প্রথিতম্। ভূমিরিত্যাদিকঞ্চ ভূমিরপি সর্ব্বস্পৃহাং দদাতি কিমুত কৌস্তুভাদি। তোয়মপ্যমৃতমিব স্বাদু কিমুতামৃতমিত্যাদি। বংশী প্রিয়সখীতি সর্ব্বতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সুখস্থিতিশ্রাবকত্বেন জ্ঞেয়ম্। কিং বহুনা। চিদানন্দলক্ষণং বস্ত্বেব জ্যোতিশ্চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপম্। সমানোদিতচন্দ্রার্কমিতি বৃন্দাবনবিশেষণং গৌতমীয়তন্ত্রদ্বয়ে। তচ্চ নিত্যপূর্ণচন্দ্রত্বাত্তথা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

কিরণ। **চিদানন্দ-জ্যোতিঃ**—চিন্ময় ও আনন্দময় জ্যোতিঃ। **মূর্ত্তিমান্**—সাধারণতঃ জ্যোতির কোনও মূর্ত্তি নাই। শ্রীবৃন্দাবনে চিন্ময় ও আনন্দময় জ্যোতিঃ চন্দ্র ও সূর্য্যরূপে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। **স্বাদ্য**—উপভোগ-যোগ্য, শ্রীবৃন্দাবনের চন্দ্র ও সূর্য্য চিন্ময়—আনন্দময় বলিয়া উভয়েই উপভোগযোগ্য। ইহাতে বুঝা যায়—প্রাকৃত সূর্য্যের ন্যায় বৃন্দাবনের সূর্য্য কখনও জ্বালাকর নহে, নিত্যই স্নিগ্ধ ও সুখদ। শ্রীবৃন্দাবনের চন্দ্রও নিত্য পূর্ণচন্দ্র—এজন্যই নিত্যই উপভোগযোগ্য।

২১৩। লক্ষ্মীজিনি গুণ ইত্যাদি—যে বৃন্দাবনে রমণীগণের গুণশ্রেণী স্বয়ং লক্ষ্মীর গুণকেও পরাজিত করিয়াছে। বৃন্দাবনের প্রত্যেক গোপীই লক্ষ্মী অপেক্ষা অনেক অধিক-গুণবতী।

লক্ষ্মীর সমাজ—বৃন্দাবনের রমণীসমাজকে এস্থলে লক্ষ্মীর সমাজ বলা হইয়াছে। লক্ষ্মী-অপেক্ষা অধিক গুণবতী বহু রমণী বৃন্দাবনে আছেন। তাই গুণের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বৈকুণ্ঠে এক লক্ষ্মী, বৃন্দাবনে বহু লক্ষ্মী; আবার ইঁহাদের প্রত্যেকেই লক্ষ্মী অপেক্ষা অনেক অধিক-গুণবতী। [শ্রীরাধিকা হইলেন লক্ষ্মীগণের অংশিনী ; আর গোপীগণ হইলেন শ্রীরাধার কায়ব্যূহ ; সুতরাং গোপীগণ স্বরূপতঃও লক্ষ্মীর অংশিনীরূপ—সুতরাং স্বরূপতঃ লক্ষ্মী]।

কৃষ্ণবংশী—শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী। **প্রিয়সখী-কাজ**—শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী প্রিয়সখীর কাজ করে। প্রিয়সখীগণ নায়ক কোথায় আছে, কি ভাবে আছে, নায়িকাকে এসব জানায় ; নায়িকার সঙ্গে মিলনের জন্য নায়কের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সঙ্কেতস্থান, এসবও জানায় এবং কখনও বা নায়িকার মনেও মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেয় এবং নায়িকাকে লইয়া গিয়া নায়কের সঙ্গে মিলন করাইয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণের বংশীও এসব কাজ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যখন বাঁশী বাজান, তখন ঐ বাঁশীর স্বর লক্ষ্য করিয়া তিনি কোথায় আছেন, তাহা গোপীগণ স্থির করিতে পারেন ; এবং তিনি যে সুখে আছেন, তাহাও জানিতে পারেন ; কারণ, অসুখ অবস্থায় বাঁশী-বাজানের কৌতূহল কাহারও হয় না। বংশীস্বর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাই জ্ঞাপন করেন, এবং ঐ বংশীস্বর গোপীদের অন্তঃকরণেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দেয় এবং তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে লইয়া যায়। সঙ্কেতস্থান, মিলনের স্থান কোথায়, কোথায় শ্রীকৃষ্ণ আছেন, তাহাও গোপীগণ বংশীস্বর লক্ষ্য করিয়া স্থির করিতে পারেন। এজন্যই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের বংশী প্রিয়সখীর কাজ করে। সাধারণ বাঁশের বাঁশীই শ্রীবৃন্দাবনে এমন সুচারুরূপে প্রিয়সখীর কাজ করিতে পারে, বাস্তব প্রিয়সখীগণের কথা আর কি বলিব ?

শ্লো। ১৪। অন্বয়। [বৃন্দাবনে] (বৃন্দাবনে) কান্তাঃ (কৃষ্ণকান্তাগণ) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্মী—সকলেই লক্ষ্মী); কান্তঃ (কান্ত) পরমপুরুষঃ (পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ); দ্রুমাঃ (বৃক্ষসকল) কল্পতরবঃ (কল্পতরু); ভূমিঃ (ভূমি) চিন্তামণিগণময়ী (চিন্তামণিগণময়ী); তোয়ং (জল) অমৃতং (অমৃত); কথা (স্বাভাবিক কথা) গানং (গান)

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং (২।১।৮৪)
বিল্বমঙ্গলবাক্যম্।—
চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং নমু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ॥ ১৫

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস।
কক্ষতালি বাজায়, করে অট্টঅট্টহাস॥ ২১৪
রাধার শুদ্ধরস প্রভু আবেশে শুনিল।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল॥ ২১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেব পরমপি তত্তৎ প্রকাশ্যমপীত্যর্থঃ। তথা তদেব তেষামাস্বাদ্যং ভোগ্যমপি চ চিচ্ছক্তিময়ত্বাদিতি ভাবঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরমিতি শ্রীদশমাৎ। সুরভীভ্যশ্চ স্রবতীতি তদীয়বংশীধ্বন্যাদ্যাবেশাদিতি ভাবঃ। ব্রজতি ন হীতি তদাবেশেন তে তদ্বাসিনঃ কালমপি ন জানন্তীতি ভাবঃ। কালদোষা যত্র ন সন্তীতি বা ন চ কালবিক্রম ইতি দ্বিতীয়াৎ। অতএব শ্বেতং শুদ্ধং দ্বীপং অন্যাসঙ্গরহিতং যথা সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি তথা ভূম্যাং হি তিষ্ঠতীতি তাপনীভ্যঃ। ক্ষিতীতি। তদুক্তং যং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহমিতি। শ্রীজীব। ১৪

বৃন্দাবনে অঙ্গনানাং ব্রজসুন্দরীণাং তদ্দাসীনাঞ্চ চরণভূষণং চরণালঙ্কারশ্চিন্তামণিঃ। শৃঙ্গারপুষ্পতরবঃ শৃঙ্গারায় মণ্ডনায় পুষ্পং যেষাং তে চ তরবশ্চেতি তথা তে তরবঃ কুঞ্জোপবেষ্টিতলতাবৃক্ষাদয়ঃ কল্পবৃক্ষাঃ। নমু ভোঃ ব্রজধনং গোসমূহঃ কামধেনুবৃন্দানি ইত্যনেনাত্র সুখসিন্ধুঃ সুখসমুদ্রঃ। অহো বিভূতিঃ মহৈশ্বর্য্যরূপা। ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গমনং (সহজ গমন) অপি (ও) নাট্যং (নৃত্য); বংশী (শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী) প্রিয়সখী (প্রিয়সখী), চিদানন্দং (চিদানন্দ) অপি (ই) পরং (শ্রেষ্ঠ—প্রধান) জ্যোতিঃ (জ্যোতি—চন্দ্রসূর্য্য), তৎ (সেই—চিদানন্দ) অপি (ও) আস্বাদ্যং (আস্বাদ্য)।

অনুবাদ। বৃন্দাবনে কৃষ্ণকান্তাগণ সকলেই লক্ষ্মী, কান্ত পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষসকল কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, জল অমৃত, সহজ কথাই গান, সহজ গমনই নৃত্য, বংশী প্রিয়সখী, চিদানন্দই পরম-জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্র-সূর্য্য এবং এই চিদানন্দ বস্তুও আস্বাদ্য। ১৪

২০৮-১৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার সমূহের টীকাতেই এই শ্লোকের শব্দসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। বৃন্দাবনে (বৃন্দাবনে) অঙ্গনানাং (গোপাঙ্গনাদের) চরণভূষণং (চরণ-ভূষণ)চিন্তামণিঃ (চিন্তামণি), শৃঙ্গার-পুষ্পতরবঃ (ভূষণ-সাধক পুষ্পবৃক্ষসকল) সুরাণাং তরবঃ (কল্পবৃক্ষ), নমু ব্রজধনং চ (ব্রজের ধনও) কামধেনুবৃন্দানি (কামধেনুবৃন্দ) ইতি (এসমস্ত কারণে) সুখসিন্ধুঃ (সুখসমুদ্রতুল্য) অহো (আশ্চর্য্যে) বিভূতিঃ (বৃন্দাবনের বিভূতি—মহৈশ্বর্য্য)।

অনুবাদ। শ্রীবৃন্দাবনে অঙ্গনাগণের চরণভূষণ চিন্তামণি, বেশবিন্যাসের সামগ্রী সাধক পুষ্পতরু সকল কল্পবৃক্ষ, ব্রজের (বৃন্দাবনবাসীদের) ধনও কামধেনুবৃন্দ; অহো! এসমস্ত কারণে বৃন্দাবনের বিভূতি (মহৈশ্বর্য্য) সুখসিন্ধুতুল্য। ১৫

শৃঙ্গার-পুষ্পতরবঃ—শৃঙ্গার শব্দের অর্থ বেশ-বিন্যাস; শৃঙ্গারার্থ (বেশবিন্যাসের সামগ্রী—পুষ্পাদি— সাধক) যে সমস্ত পুষ্পবৃক্ষ, তৎসমস্ত।

২০৮ পয়ারোক্ত "চিন্তামণিগণ দাসীচরণভূষণ" এই উক্তি হইতে ২১০ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২১৪। নৃত্যকরে শ্রীনিবাস—শ্রীবাসের নারদ-স্বভাব বলিয়া ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের তারতম্যের অনুভব তাঁহার আছে; এই অনুভবের জন্যই তিনি নৃত্য করিতেছেন; নচেৎ লক্ষ্মীর পক্ষপাতী শ্রীবাসের পক্ষে ব্রজের প্রাধান্য-শ্রবণে নৃত্যাদি অসম্ভব। **কক্ষতালি বাজায়**—বগল বাজায়।

২১৫। শুদ্ধরস—কামগন্ধহীন মধুর প্রেমরস। **আবেশে**—রাধাভাবের আবেশে।

রসাবেশে প্রভুর নৃত্য, স্বরূপের গান।
'বোল বোল' বলি প্রভু পাতে নিজ কাণ॥ ২১৬
ব্রজরস-গীত শুনি প্রেম উথলিল।
পুরুষোত্তম গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল॥ ২১৭
লক্ষ্মীদেবী যথাকালে গেলা নিজঘর।
প্রভু নৃত্য করে,—হৈল তৃতীয়প্রহর॥ ২১৮
চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাঢ়িল॥ ২১৯
রাধাপ্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই-মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করিলেন স্তুতি॥ ২২০
নিত্যানন্দ জানিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকটে না আইসে—রহে কিছু দূরদেশ॥ ২২১
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন।
প্রভুর আবেশ না যায়, না রহে কীর্ত্তন॥ ২২২
ভঙ্গী করি স্বরূপ সভার শ্রম জানাইল।
ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল॥ ২২৩
সবভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে।
বিশ্রাম করিয়া কৈল মাধ্যাহ্নিক-স্নানে॥ ২২৪
জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার।
লক্ষ্মীর-প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার॥ ২২৫
সভা লঞা নানারঙ্গে করিল ভোজন।
সন্ধ্যাস্নান করি কৈল জগন্নাথদর্শন॥ ২২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২১৬। **স্বরূপের গান**—স্বরূপ-দামোদর প্রভুর আবেশের অনুকূল-পদ গান করিতেছিলেন। **পাতে নিজ কাণ**—স্বরূপের গান শুনিবার নিমিত্ত নিজের কান পাতেন (উৎকণ্ঠিত হয়েন)।

২১৭। **ব্রজরসগীত**—ব্রজের প্রেমরসসম্বন্ধীয় গান। **পুরুষোত্তম গ্রাম**—পুরী, শ্রীক্ষেত্র।

২১৮। **গেলা নিজ ঘর**—নীলাচলের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাহার পরেও প্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন। **তৃতীয় প্রহর**—নৃত্য করিতে করিতে বেলা তৃতীয় প্রহর হইয়া গেল।

২১৯। **চারি সম্প্রদায়** ইত্যাদি—চারিটী কীর্ত্তনের দল কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

২২০। **সেই মূর্ত্তি**—রাধামূর্ত্তি। রাধাভাবাবেশে প্রভু আপনাকে রাধা মনে করিতেছেন; শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজের বলদেব; শ্রীনিত্যানন্দকে দেখিয়া প্রভুর বলদেব বলিয়া মনে হইল; এজন্য তিনি রাধাভাবে তাঁহাকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইলেন এবং স্তুতি করিলেন। কোনও গ্রন্থে "করিলেন স্তুতি" স্থানে "করিলেন স্থিতি" আছে, এস্থলে এইরূপ অর্থ হইবে:—"রাধাভাবাবেশে প্রভু নৃত্য করিতেছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দকে দেখিয়া বলদেব বলিয়া মনে হওয়ায়, সঙ্কুচিত হইয়া নৃত্য বন্ধ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।" শ্রীবলদেব শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই; এজন্য তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরাধার সঙ্কোচ। কোনও গ্রন্থে আবার "করেন প্রণতি" পাঠ আছে। ইহার অর্থ—"প্রণাম করিলেন।"

২২১। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী রাধার ভাবে প্রভুকে আবিষ্ট দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দ মনে করিলেন—শ্রীকৃষ্ণের বড়ভাই বলদেব বলিয়াই প্রভু তাঁহাকে মনে করিতেছেন; সুতরাং এক্ষণে প্রভুর কাছে গেলে—বলদেবকে দেখিয়া শ্রীরাধা যেরূপ সঙ্কুচিত হইতেন—প্রভুও তাঁহাকে দেখিয়া তদ্রূপ সঙ্কুচিত হইবেন; তাহাতে প্রভুর রসাস্বাদনে বিঘ্ন জন্মিবে; তাই শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নিকটে না যাইয়া দূরে অবস্থান করিলেন।

অথবা,—শ্রীনিত্যানন্দ বুঝিতে পারিলেন যে, প্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন; তিনিও বলরাম-আবেশে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া দূরে সরিয়া গেলেন।

২২২। **নিত্যানন্দ বিনা** ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দব্যতীত অপর কেহই প্রভুকে ধরিয়া নৃত্যাদি থামাইতে সমর্থ নহেন। কিন্তু তিনি দূরে সরিয়া রহিলেন; তাই প্রভুর নৃত্যও থামে না, আবেশও ছুটে না; এদিকে **না রহে কীর্ত্তন**—কীর্ত্তনের দলও এত ক্লান্ত হইয়াছে যে, কেহই আর কীর্ত্তন করিতে পারিতেছে না।

২২৪। **পুষ্পোদ্যানে**—বলগণ্ডিস্থানের নিকটবর্ত্তী উদ্যানে।

জগন্নাথ দেখি করে নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লৈয়া ভক্তগণ ॥ ২২৭
উদ্যানে আসিয়া করেন বন্য-ভোজনে।
এইমত ক্রীড়া প্রভু কৈল অষ্টদিনে ॥ ২২৮
আরদিনে জগন্নাথের ভিতর-বিজয়।
রথে চঢ়ি জগন্নাথ চলে নিজালয় ॥ ২২৯
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লৈয়া ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন ॥ ২৩০
জগন্নাথের পুন পাণ্ডুবিজয় হইল।
একগুটি পট্টডোরী তাহাঁ টুটি গেল ॥ ২৩১
পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটি-ফুটি যায়।
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায় ॥ ২৩২
কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজখান।
তারে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান—॥ ২৩৩
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতিবর্ষে আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ ॥ ২৩৪
এত বলি দিলা তারে ছিড়া পট্টডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি ॥ ২৩৫
এই পট্টডোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান—।
দশমূর্ত্তি ধরি যেঁহ সেবে ভগবান্ ॥ ২৩৬
ভাগ্যবান্ সত্যরাজ বসু রামানন্দ।
সেবা-আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ ॥ ২৩৭
প্রতিবর্ষ গুণ্ডিচাতে সবভক্তসঙ্গে।
পট্টডোরী লঞা আসে অতি বড়-রঙ্গে ॥ ২৩৮
তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে।
মহাপ্রভু ঘর আইলা লৈয়া ভক্তগণে ॥ ২৩৯
এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল।
ভক্তগণ লৈয়া বৃন্দাবন কেলি কৈল ॥ ২৪০
চৈতন্যপ্রভুর লীলা অনন্ত অপার।
সহস্রবদনে যার নাহি পায় পার ॥ ২৪১
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৪২

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে হোরা-পঞ্চমীযাত্রাদর্শনং নাম চতুর্দ্দশপরিচ্ছেদঃ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২২৭। **নরেন্দ্রে**—নরেন্দ্র-সরোবরে।

২২৮। **অষ্ট দিনে**—পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৩-পয়ার হইতে জানা যায়, রথ-দ্বিতীয়া হইতে দশমী পর্য্যন্ত নয় দিন প্রভু উদ্যানে বিশ্রাম করিয়াছেন। এই নয় দিনের মধ্যে প্রথম দিনে অর্থাৎ রথদ্বিতীয়ার দিনে গুণ্ডিচাতে শ্রীজগন্নাথের সন্ধ্যারতি দেখিয়া আইটোটায় আসিয়া প্রভু বিশ্রাম করিয়াছিলেন (২।১৪।৬৩ পয়ার দ্রষ্টব্য); সুতরাং সেই দিন আর উদ্যান-ক্রীড়াদি হয় নাই; সেই দিনটীকে বাদ দিয়া তৃতীয়া হইতে দশমী পর্য্যন্ত আট দিনই প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত উদ্যান-ক্রীড়াদি করিয়াছেন; এই আট দিনের কথাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে।

২২৯। **আর দিনে**—একাদশী দিনে, জগন্নাথের পুনর্যাত্রা দিনে (২।১৪।১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

ভিতর বিজয়—সুন্দরাচল হইতে নীলাচলে নিজ মন্দিরে গমন। **নিজালয়**—নিজের আলয়ে; নীলাচলের মন্দিরে।

২৩০। **পূর্ব্ববৎ**—রথযাত্রা-দিনের মত।

২৩১। **একগুটি**—একগাছি। **তাহাঁ**—পাণ্ডুবিজয়ের কালে। **টুটি গেল**—ছিঁড়িয়া গেল। **পাণ্ডু-বিজয়**—শ্রীজগন্নাথকে রথ হইতে শ্রীমন্দিরে লইয়া যাওয়া। ২।১৩।৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩২। **পাণ্ডুবিজয়ের তুলি**—পাণ্ডুবিজয়ের জন্য পথে যে তুলার বালিশ পাতা হইয়াছিল, তাহা।

২৩৩। **কুলীনগ্রামী**—কুলীনগ্রামবাসী। **রামানন্দ সত্যরাজখান**—রামানন্দ বসু ও সত্যরাজ খান; খান তাঁহার উপাধি।

২৩৪। **যজমান**—ব্রতী। প্রতি বৎসর এই পট্টডোরী আনিবার জন্য তোমাকে ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

২৩৫। **দিলা তারে** ইত্যাদি—নমুনা স্বরূপে দিলেন।

২৩৬। **শেষের অধিষ্ঠান**—অনন্তদেবের অধিষ্ঠান। **দশমূর্ত্তি**—ছত্র, চামর, পাদুকা, আসন, শয্যা, গৃহ, উপাধান (বালিশ), বসন, যজ্ঞসূত্র, ও আরাম বা নিবাস-স্থান, এই দশরূপে অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।